বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা-১০০০

বানী

নদীমাতৃক বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নৌসেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অভ্যন্তরীণ নৌপথের পুনরুত্থান ও এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দরের সাথে অভ্যন্তরীণ নৌপথগুলোর সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আমদানি- রপ্তানি বাণিজ্যের পথ সুগম করার লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি), ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা, গৃহীত কার্যাবলী এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা নিয়ে তথ্য উপাত্ত সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২১-২০২২ প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত ।

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখেছিলেন সোনার বাংলা গড়ার যেখানে বাংলাদেশ ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার এবং এই ব-দ্বীপকে বাঁচিয়ে রাখার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাপ্রসুত ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে আমরা একধাপ এগিয়ে যাবো। আমি গর্বের সাথে বলতে চাই, জাতির পিতা এ মন্ত্রণালয়েরও মন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি এ মন্ত্রণালয়ের সকল অর্জন জাতির পিতার নামে উৎসর্গীকৃত।

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। এর মূল কারিগর জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ২০০৯ থেকে নৌপরিবহন খাতে প্রশংসনীয় অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। নৌপথের উন্নয়ন, নাব্যতা সৃষ্টি ও নাব্যতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সমন্বিত ড্রেজিং কার্যক্রম, নৌবন্দরসমূহের উন্নয়ন, চট্টগ্রাম-মোংলা-পায়রা বন্দরের উন্নয়ন পরিকল্পনা , মাতারবাড়ী পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের একমাত্র গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের পাশাপাশি নৌশিক্ষা কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। জাহাজ নির্মাণ শিল্প দ্রুত বিকশিত হচ্ছে, যা দেশের আমদানি-রপ্তানি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। দেশের অর্থনীতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নৌপথেই পণ্য পরিবাহিত হয়ে থাকে। ফলে ড্রেজিংসহ নৌ সহায়ক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে আমরা নৌ সেক্টরকে আরো গতিশীল করা হচ্ছে।

আশা করি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। আমি বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২১-২০২২ এর প্রকাশনার উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, এমপি

সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা-১০০০

প্রসঙ্গ কথা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, দুর্নীতি ও শোষণহীন সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার। বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনের লক্ষ্যে অন্যান্য সেক্টরের ন্যায় নৌপরিবহন সেক্টরের উন্নয়নে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তদানীন্তন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় নিজ দায়িত্বে রেখে চট্টগ্রাম বন্দরের চ্যালেঞ্জসমূহকে অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে নিরসন করে সদ্য স্বাধীন দেশের প্রধান বন্দরকে বিশ্ব বাণিজ্যের সাথে যুক্ত করেছিলেন। এছাড়া জাতীয় নৌরুট পুনরুজ্জীবিতকরণ ও আন্তর্জাতিক রুটের কানেক্টিভিটি বৃদ্ধি ও বিএসসির জাহাজ ক্রয় এবং মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নৌশিক্ষার প্রসার, কার্যকরি মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়নসহ বঙ্গাবন্ধুর সুদূরপ্রসারী উদ্যোগের কারণে বাংলাদেশের নৌপথ ও নৌপরিবহন খাত ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের নৌপথকে নিরাপদ, যাত্রীবান্ধব, আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং একটি কার্যকরী অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য নৌবন্দরসমূহের আধুনিকায়ন, নৌপথ সংরক্ষণ, নৌসহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন, নৌপথে নৌযান উদ্ধার কাজে উদ্ধারকারী জাহাজ সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া নৌপথের আধুনিকায়ন, দেশব্যাপী নদীর তীরভূমি রক্ষা, নদীর তীরভূমিতে পর্যটনবান্ধব স্থাপনা নির্মাণ এবং ঢাকা শহরের চারদিকে নাব্য ও প্রশস্ত বৃত্তাকার নৌপথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে কঠোর মনিটরিং ব্যবস্থাসহ নানাবিধ কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগে বিআইডব্লিউটিএ'র ফেরি ও জাহাজ বহরে বিভিন্ন ধরনের ৫১টি জাহাজ নির্মাণ করে সার্ভিসে নিয়োজিত করা হয়েছে। উপকূলীয় সার্ভিসের সক্ষমতা বাড়াতে যুক্ত হয়েছে ২টি অত্যাধুনিক যাত্রীবাহী জাহাজ 'এমভি তাজউদ্দিন আহমদ' ও 'এমভি আইভি রহমান' এবং আরও নির্মাণাধীন রয়েছে ৩৫টি জাহাজ। এ জাহাজগুলো চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ-হাতিয়া-বরিশাল রুটে পরিচালনার মাধ্যমে বন্ধ থাকা বরিশাল ও চট্টগ্রামের নৌরুটটি পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়েছে।

দেশের অন্যতম তৃতীয় সমুদ্র বন্দর এবং সরকারের ফাস্ট ট্রাকভুক্ত প্রকল্প পায়রা বন্দরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি মাতারবাড়ী পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় দেশের একমাত্র গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মংলা বন্দর ভালোভাবে সচল করার জন্য জাতির পিতার উদ্যোগে ড্রেজিংকৃত মোংলা-ঘসিয়াখালী চ্যানেল পুনরায় ড্রেজিং করা হয়। এছাড়া আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দরের সাথে অভ্যন্তরীণ নৌপথগুলোর সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানির পথ সুগম হচ্ছে। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্যকে সহজ করার লক্ষ্যে নেপাল, ভূটান ও ভারতের সঙ্গে নৌপথে বাণিজ্য বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশ্ব নৌবাণিজ্য অর্থনীতিতে অবদান রাখা এবং নৌশিক্ষার প্রসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে পাবনা-বরিশাল-রংপুর ও সিলেটে নির্মাণ করা হয়েছে ৪টি নতুন মেরিন একাডেমী। উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রায় শামিল হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। চট্রগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন, বে-টার্মিনাল নির্মাণ, চিলমারী এলাকায় নদীবন্দর নির্মাণ, বাঘাবাড়ী নদীবন্দর আধুনিকায়ন , গোমতী নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার, ঘাঘট, ঝিনাই, বংশী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, সিলেট এবং কক্সবাজারের নদীবন্দর এলাকার নৌ টার্মিনালসহ বন্দর সুবিধাদি নির্মাণ, আরিচা-কাজিরহাট ফেরি সার্ভিস চালুকরণ, হাওড় অঞ্চলে ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সাংগু, মাতামুহরি নদী ও রাঙ্গামাটি থেগামুখ নৌপথ খননের মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়া উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ২টি উদ্ধারকারী ও সহায়ক জলযান আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নদীর পানি আবর্জনামুক্ত করার লক্ষ্যে সহায়ক জলযান, রিভার ক্লিনিং ভেসেল সংগ্রহ চট্রগ্রামের হাতিয়া থেকে ভাসানচরের সাথে নৌযোগাযোগ উন্নয়ন, পার্বত্য চট্রগ্রাম এলাকার নদীগুলো খননের মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার এবং নারায়ণগঞ্জের খানপুরে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ও বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত এসব কার্যক্রমের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে রুপকল্প ২০৪১, বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নের পাশপাশি উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২১ এ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর-সংস্থাসমূহের গৃহীত কার্যক্রম, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সাফল্য অর্জনের সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপন করা হয়েছে। উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অবদান ও কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে এই প্রকাশনাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ প্রতিবেদন সংকলন ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

মোঃ মোস্তফা কামাল

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

- নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে **"বঙ্গবন্ধু ও নদী মাতৃক বাংলাদেশ" এবং "বঙ্গবন্ধুঃ শ্বাশ্বত বাংলার প্রতিরূপ"** শিরোনামে সেমিনারের আয়োজন করা হয়।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ, ২০২০ থেকে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আজীবন ফেরিঘাট ও লঞ্চ ঘাটের টোল ফ্রি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীণ স্থলবন্দর উন্নয়ণ ও ডিজিটাল কার্যক্রমের ওপর চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি ভিডিও ডকুমেন্টরী নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বেনাপোল স্থলবন্দরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৭ ই মার্চের ভাষণ এর মুর‍্যাল চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে।

- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কর্মসুচীসহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসুচী এছাড়া জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পতাকা উত্তোলন, আলোকসজ্জা, আলোচনা সভা ও ডকুমেন্টরি প্রদর্শনী এবং বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।
- মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে পায়রা বন্দরে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন, দর্শনার্থীদের জন্য দিনব্যাপি বন্দরের জাহাজসমূহ উনমুক্ত রাখা, প্রীতিভোজ, ফুটবল, ক্রিকেট ও ইনডোর গেমস টুর্নামেন্ট, "মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও বঙ্গবন্ধু" ও "বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ" শীর্ষক আলোচনা সভা, রক্তদান কর্মসূচী ও ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, বৃক্ষরোপন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।
- এছাড়া,জাতীর পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সাথে সমন্বয় রেখে জাতীয় দিবস উদযাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
- নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচি বাস্তবায়নের হার ৯৬.৫৯% এবং জিওবি'র অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৯২%।অর্থাৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক।এছাড়া ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এডিপিভূক্ত জিওবি'র অর্থায়নে বাস্তবায়িত ০৮টি প্রকল্প এবং নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত ০৫টি প্রকল্পসহ মোট ১৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

- নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নদী শাসন এবং নৌ-পরিচালনের সুবিধার্থে অভ্যন্তরীণ নদী পথে মার্কা, বয়াবাতি, বিকন-বাতিসহ নৌ-সহায়ক সামগ্রী স্থাপন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া নৌ-পথের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ ও চার্ট প্রকাশনা, পাইলটেজ সুবিধা প্রদান এবং নদী বন্দরসমূহে আবহাওয়া- সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রচার ও প্রকাশ করা হচ্ছে।
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণের জন্য বার্ষিক ড্রেজিং কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং নতুন নৌ-পথ চালু করার উদ্দেশে মৃত ও মৃতপ্রায় নদী, চ্যানেল ও খাল খনন কর্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ নদী-বন্দর ও লঞ্চ ঘাট উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং নদী বন্দর ও ঘাটসমূহে টার্মিনাল সুবিধাদি (পিলার, জেটি,অবতরণ স্থান, ঘাট, ডক, কি (Quay), মুরিং (mooring) ওয়ার্ফ (wharf), টার্মিনাল, নোঙর (anchorage), পিয়ার, বার্থ (birth) বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা) প্রদান করা হচ্ছে।

- ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত চিলমারী-ধুবড়ী নৌপথে ২২টি ট্রিপের মাধ্যমে ভূটানের পাথর ৬৬,৩৩৩মে.টন এবং কয়লা ১,৭৩৫ মে.টন বাংলাদেশে আমদানী করা হয়েছে।এছাড়াও করিমগঞ্জ-জকিগঞ্জ নৌপথে ২৫টি ট্রিপের মাধ্যমে ৩,৬৪৪মে. টন পণ্য পরিবাহিত হয়েছে।
- বিদ্যমান প্রটোকলের আওতায় আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য পণ্য পরিবহনে বাংলাদেশ ও ভারতীয় নৌ-যানের বর্তমান অনুপাত ৯৩:০৭।PIWT&Tএর আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৩৯২৬টি ট্রিপের মাধ্যমে বাংলাদেশী নৌ-যান দ্বারা ৩৮,৫২,৪৩২ মেট্রিক টন এবং ভারতীয় ২৭৮টি নৌ-যান দ্বারা ৩,৯৬,৪৫৭মেট্রিক টনসহ মোট ৪২,৪৮৮৮৯ মেট্রিক টন পণ্য পরিবাহিত হয়েছে।
- ২০২১-২২ অর্থ বছরে ২৪১.৪৩ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং এর মাধ্যমে প্রায় ৩১৫.৪৯ কি.মি. নৌপথ নাব্যতা করা হয়েছে।নির্বাচনী ইশতেহারে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ইতোমধ্যে ৩৩০০কি.মি. নৌপথ ড্রেজিং (লক্ষ্য মাত্রার৩৩%) সম্পন্ন করা হয়েছে।উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে শুষ্ক মৌসুমে নৌপথের দৈর্ঘ্য ছিল ২৫০০ কি.মি এবং বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় খননের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে নৌপথের দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে ৫৫০০ কিঃমিঃ (জুন'২০২২)।
- নদী দখল ও দূষণ রোধে ঢাকা শহরের চারিদিক ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর জেলার বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, শীতলক্ষা ও ধলেশ্বরী নদীর তীরভূমি রক্ষায় ৫কিঃমিঃ বাঁধসহ ওয়াকওয়ে নির্মান কাজ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে উদ্ধারকৃত তীরভূমিতে ১ম পর্যায়ে ২০কি.মি. ওয়াকওয়ে, বনায়ন,২০২২টি সীমানা পিলার স্থাপন ও ০২ (দুই) টি ইকোপার্ক নির্মাণ করা হয়েছে।

- ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে চট্টগ্রাম বন্দর ৩২,৫৫,৩৫৮ (বত্রিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার তিনশত আটান্ন)TEUs কন্টেইনার হ্যান্ডলিংকরেছে। এছাড়া চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে ১০৪টি ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। সম্প্রতি ০২টি গ্যান্ট্রি ক্রেন বহরে যুক্ত হওয়ায় বর্তমানে ১৬ট গ্যান্ট্রি ক্রেন ফ্লিটে রয়েছে।আরও ০২টি গ্যান্ট্রি ক্রেন আগামী মাসের মধ্যে বহরে যুক্ত হবে।বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৬ লক্ষ বর্গমিটার ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে।
- চট্টগ্রাম বন্দরের ইয়ার্ডসমূহে কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতা ৪৯,০১৮ TEUs হতে ৫৩,৫১৮ TEUs এ উন্নীত হয়েছে। করোনা অতিমারির মধ্যেও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ তার ১৩৪ বছরের রেকর্ড ভঙ্গ করে ৩২.১৪ লক্ষ TEUs কন্টেইনার হ্যান্ডেল করেছে এবং গড় প্রবৃদ্ধি ১৩% এর অধিক অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। কার্গো হ্যান্ডলিং ও জাহাজ হ্যান্ডলিং এর ক্ষেত্রে ও একই রকম প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ১৬-০৬-২০২২ তারিখে Cheoy lee shipyard, হংকং কর্তৃক নির্মিত দুটি টাগবোট সংগ্রহ করা হয়েছে।এছাড়া বন্দর ভবনে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে ৩৬ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্যানেল স্থাপন ও চালু করা হয়েছে।
- চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মাতারবাড়ী পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট শীর্ষক প্রকল্পটি মোট১৭৭৭৭.১৬কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জিওবি ও জাইকার ঋণে জানুয়ারী ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে বাংলাদেশের কার্গো হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে । এছাড়া ১৬ মিঃ গভীরতার এবং ৮০০০ টিইইউএস ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কন্টেইনার জাহাজ বন্দরে প্রবেশ সম্ভব হবে এবং প্রতিবেশী দেশের সাথে বাণিজ্য সহজতর হবে।প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ অংশের ডিটেইল ডিজাইন,টপো গ্রাফিক সার্ভের, হাইড্রো গ্রাফিক সার্ভে কাজ সমাপ্ত হয়েছে।এছাড়া চবক অংশে ১ম পর্যায়ে জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং২য় পর্যায়ে জমি অধিগ্রহণের

কার্যক্রম চলমান রয়েছে।প্রকল্পের সড়ক ও জনপথ অংশের ড্রইং, ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে এবং টেন্ডার ডকুমেন্টস প্রস্তুত করা হয়েছে।এছাড়া জমি অধিগ্রহণের জন্য ইতোমধ্যে ০২টি LA কেস সৃজন করা হয়েছে।

- **মোংলা বন্দরেরসক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য** ৭৩টি ইকুইমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। **মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত**" ভ্যাসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম (ভিটিএমআইএস)"প্রকল্পটি**ডিসেম্বর, ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে এবং গত ২৫-০৪-২০২২ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক** উদ্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া **মোংলা বন্দরের আউটার বার চ্যানেলের ড্রেজিং কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।**

- বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত**''বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য ২টি মিডিয়াম ফেরি নির্মাণ''** শীর্ষক প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং জুন, ২০২১হতে ফেরি দু'টি সার্ভিসে নিয়োজিত করা হয়েছে। এছাড়া কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত**''বিআইডব্লিউটিসি'র নৌযানে জ্বালানী সরবরাহের জন্য ২টি শ্যালো ড্রাফট অয়েল ট্যাংকার নির্মাণ''**শীর্ষক প্রকল্পটি ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং গত ৩০-০১-২০২২ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে।

- ২০২১-২২ অর্থবছরে **পায়রা বন্দরে** মোট ৭২ টি বাণিজ্যিক জাহাজ বন্দরে আগমন করেছে যা থেকে সরকার প্রায় **৫১**কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হয়েছে। রাবনাবাদ চ্যানেলের (ইনার ও আউটার চ্যানেলে) জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং প্রকল্পটি জুন, ২০২২-এ সমাপ্ত হয়েছে।

- রাবনাবাদচ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃকBangladesh Infrastructural Development Fund কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জান ডে নুল (JDN) কর্তৃক ৩৪ মাসব্যাপী পরিচালিত ড্রেজিং কর্মকান্ড গত ০১-০৭-২০২১ খ্রিঃ তারিখ হতে শুরু হয়েছে এবং আলোচ্য প্রকল্পটি তিনটি সুনির্দিষ্ট ধাপে (Separable Portion/SP) বাস্তবায়ন করা হবে। প্রথম ধাপে (SP-1) ৯৪ মাস ব্যাপী বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং সমীক্ষা পরিচালনা করে চ্যানেলের চুড়ান্ত ডিজাইন প্রস্তুত করা হবে এবং ১৪ মাস বাপী (SP-2) ডিজাইন মোতাবেক বাস্তব ড্রেজিং সম্পন্ন করা হবে। সর্বশেষ ধাপে (SP-3) ড্রেজিংকৃত চ্যানেল ৬ মাস ব্যাপী রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।

- আলোচ্য স্কীমটি বাস্তবায়িত হলে পায়রা বন্দরে ৭৫ কিঃমিঃ দীর্ঘ ১০০-১২৫ মিঃ প্রশস্ত ও ৯.৩০ থেকে ১০.৫ মিঃ গভীরতার একটি চ্যানেল তৈরি হবে। এতে বন্দরে ২০০ মিঃ দৈর্ঘ্য,৩০ মিঃ প্রস্থ ও ১০.৫ মিঃ ড্রাফট বিশিষ্ট ৪০,০০০ ডিডব্লিউটি বহন ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজের যাতায়ত নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

- পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সুবিধাদির উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)(জুলাই ২০১৫ হতে জুন, ২০২২) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়২০২১-২২ অর্থ বছরে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ ১,০০৫ টি পরিবারকে পুনর্বাসন কেন্দ্রে প্লটসহ বাড়ি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০২১-২২ অর্থবছরে ১,৩১৫ জন ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত"গোবরাকুড়া-কড়ইতলীস্থলবন্দরউন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটিজুন, ২০২২-এ সমাপ্ত হয়েছে।এ প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড, পার্কিং ইয়ার্ড, ওয়্যারহাউজ, ভবন ড্রেনেজ সিস্টেম, টয়লেট কমপ্লেক্স, ওয়েব্রীজসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন, "ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১০০ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি ওয়েব্রীজ স্কেল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১ (শেওলা, ভোমরা, রামগড় স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন)(১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়ন প্যাকেজের কার্যক্রম কার্যাদেশ প্রদান ও চুক্তি সম্পাদনপূর্বক আরম্ভ করা হয়েছে।

- বাংলাদেশের সরকারি/বেসরকারি মেরিটাইম ট্রেনিং ইন্সটিটিউটসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন-লাইন মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে। বেসরকারি মেরিটাইম ট্রেনিং ইন্সটিটিউট সমূহে পরিচালিত বিভিন্ন কোর্সের রেজিষ্ট্রেশন নাম্বার অন-লাইনে প্রদান সকলধরণের মেরিটাইম সনদ জারি এবং যাচাই পদ্ধতিতে অনলাইন সিস্টেম চালু করা হয়েছে।সনদ জারী ও যাচাইয়ে অনলাইন পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে সনদের বৈধতা সম্পর্কে সহজেই নিশ্চিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় বাংলাদেশী নাবিকদের বিদেশী জাহাজে নিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে।নাবিক নিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বৃদ্ধি পেয়েছে।

- মেরিটাইম প্রশিক্ষণ সনদ, অভ্যন্তরীণ নৌযান সার্ভে ও রেজিস্ট্রেশন সংশ্লিষ্ঠ সকল ডাটা ন্যশনাল সার্ভারে স্থানানন্তর করা হয়েছে। এসটিসিডব্লিউ কনভেনশন অনুসারে বাংলাদেশে পরিচালিত সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সি (সিওসি)স্বীকৃতির বিষয়ে ত্রিশটি দেশের সাথে পারস্পরিক সমঝোতা স্বাক্ষর করা হয়েছে।সর্বশেষ গত ১১-১১-২০২১তারিখ মরিসাস এর সাথে এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে;
- নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃকEGIMNSপ্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন ও কুতুবদিয়ার বাতিঘরসমূহ আধুনিকায়ন করে পুনঃনির্মাণ, কোস্টাল রেডিও স্টেশনসহ কুকরি মুকরিতে, দুবলারচর, নিঝুমদ্বীপ, ও কুয়াকাটায় কোস্টাল রেডিও স্টেশনসহ ৪টি নতুন বাতিঘর স্থাপন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;
- সরকারি/বেসরকারি মেরিটাইম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সমন্বিত ক্যাডেট ভর্তি পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।সে লক্ষ্যে উপযুক্ত সফটওয়ার তৈরী করে ভর্তির জন্য আবেদনগ্রহণ, ফলাফল প্রস্তুত এবং চূড়ান্ত প্রার্থী নির্বাচন কার্যক্রম অনলাইনে পরিচালনা করা হচ্ছে।
- জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের তত্ত্বাবধানে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সারা দেশে অবৈধ দখলদার চিহ্নিত করা হয়েছে এবং উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম ২০২১-২২ অর্থ বছরে প্রী-সি কোর্সে ৩৯২জন এবং পোষ্ট-সী কোর্সে ৩১১১ জনকে অর্থাৎ সর্বমোট ৩৫০৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট চট্টগ্রামে ৬ তলা বিশিষ্ট সিমুলেটর ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

- নবনির্মিত ৪টি মেরিন একাডেমির শিক্ষা কাযক্রম গত ১৬-০১-২০২২ তারিখ হতে চালু করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি এবং উক্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	মন্তব্য
০১.	চাঁদপুর জেলায় একটি আধুনিক নদী বন্দর স্থাপন।	০১-০৪-২০১৮ চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)	বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌ-পথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ)”-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চাঁদপুর জেলার মাদ্রাসা ঘাটে আধুনিক নদী বন্দর নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজেরজন্য বিগত ০৩/০২/২০২২ তারিখে দরপত্র আহবান করে ০৫/০৪/২০২২ তারিখে দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কাজ চলিতেছে ।	-	-	গত এপ্রিল ২০২২ এ দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
০২.	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী নদী বন্দরের পুরনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে	০৭-০৯-২০১৬ কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারি উপজেলা	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)	“চিলমারী নদী বন্দর নির্মাণ” প্রকল্পটি গত ০৮-০৬-২০২১ খ্রিঃ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহি কমিটির (একনেক) সভায় অনুমোদিত হয়। নৌপরিবহন	-	-	প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে । এছাড়া, উক্ত প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	মন্তব্য
	আনার ব্যবস্থা করা হবে।			মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। এজন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ২৩৫ কোটি ৫৯ লাখ টাকা। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত । প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া, উক্ত প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও জনবল নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কাজের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার ১২%।			জনবল নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে
০৩	কুড়িগ্রাম জেলার নদীগুলো ড্রেজিং করে নাব্যতা ফিরিয়ে আনা হবে।	০৭-০৯-২০১৬ কুড়িগ্রাম জেলা সফরকালে	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)	**কুড়িগ্রাম জেলায় ১৫ টি নদী রয়েছে। এর মধ্যে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক দুধকুমার নদী ৬০ কিলোমিটার এর মধ্যে ২০ কিলোমিটার**	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দুধকুমার নদীর ২০ কি.মি খনন সমাপ্ত হয়েছে ১০০%		চলমান

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	মন্তব্য
				খনন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪০ কিলোমিটার বাপাউবো কর্তৃক ড্রেজিং এর পরিকল্পনা রয়েছে। **ধরলা নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদ খননের অগ্রগতির তথ্য নিম্নে দেওয়া হলোঃ** **ধরলা নদী খনন কাজের অগ্রগতিঃ** “পুরাতন ব্রক্ষ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই ও পূনর্ভবা নদী নাব্যতা উন্নয়ন ও পূনরুদ্ধার” শীর্ষক প্রকল্পে কুড়িগ্রাম জেলার ধরলা নদী খননের জন্য হাইড্রোগ্রাফি জরিপ এবং ড্রেজিং ডিজাইন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। মূল্যায়ন			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	মন্তব্য
				কাজ চলমান **ব্রহ্মপুত্র নদ:** ব্রহ্মপুত্র নদের নাব্যতা সংরক্ষণে ২০২০-২০২১ অর্থ বছর হতে প্রটোকল চুক্তির আওতায় চ্যানেল ড্রেজিং করা হচ্ছে। এ চুক্তি ২০২৮ সাল পর্যন্ত চলমান থাকবে। কুড়িগ্রাম জেলার অবশিষ্ট নদীগুলোর ড্রেজিং কাজের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ ক) ফুলকুমার, বুড়ি তিস্তা ও নীল কমল - পানি উন্নয়নবোর্ড কর্তৃক খনন সম্পন্ন হয়েছে, খ) গঙ্গাধর, মরা সংকর ও তিস্তা - পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকল্প তৈরী করে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে এবং গ) সোনাভরি, কালজানি, জালশিরি, বোয়ালমারি,			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	মন্তব্য
				হলহলিয়া, ধরনী, শিয়ালদহ ও জিঞ্জিরাম- পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকল্প নেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।			
০৪.	মোংলা-ঘাষিয়াখালি চ্যানেল খনন।	২৭-০৪-২০১৫ বগুড়া, সাতক্ষীরা, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ, ঝিনাইদহ ও নড়াইল জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সভায়।	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)।	মংলা-ঘাষিয়াখালী নদী খননের মাধ্যমে নৌ-পথটি চালু করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মংলা-ঘষিয়াখালী ক্যানেলের মংলা মুখ থেকে বুড়ির ডাঙ্গা এবং প্লানের বাজার থেকে ঘষিয়াখালী পর্যন্ত গড় গভীরতা প্রায় ১২ ফুট, উল্লেখিত এলাকায় সবচেয়ে বেশি পলি জমায় নিয়মিত সংরক্ষণ ড্রেজিং করা হচ্ছে। চ্যানেলটি খননের মাধ্যামে ১০-১২ ফুট ড্রাফটের নৌযান চলাচল করছে। ২৪-০৮-২০২২ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ২,১৬,৮৭২টি নৌ-যান উক্ত রুটে যাতায়াত করেছে।	১০০%		বাস্তবায়িত
০৫.	কলাপাড়া উপজেলার লালুয়া ইউনিয়নের	২৫-০২-২০১২	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।	গত ১৯ নভেম্বর ২০১৩ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পায়রা বন্দর	১০০%		বাস্তবায়িত

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	মন্তব্য
	চারিপাড়া পয়েন্টে রাবনাবাদ চ্যানেলে দেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা।			কর্তৃপক্ষ (পাবক) এর শুভ উদ্বোধন করেন। ২৯ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে HR Wallingford, UK কর্তৃক পায়রা বন্দরের Feasibility Study সম্পন্ন করা হয়। উক্ত স্টাডি'তে মোট ১৯ টি কম্পোনেন্টের কথা বলা হয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	মন্তব্য
০৬.	সন্দ্বীপ - চট্রগ্রামের সদরঘাট এবং কুমিরা-গুপ্তছড়া রুটে প্রতিদিন নৌ-যান সার্ভিস চালুকরণ।	১৮-০২-২০১২ চট্রগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার সরকারি হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়।	বিআইডব্লিউটিসি ও জেলা পরিষদ চট্টগ্রাম।	ক) চট্টগ্রামের সদরঘাট-সন্দ্বীপ (গুপ্তছড়া) নৌরুটে বিআইডব্লিউটিসি' র যাত্রীবাহী জাহাজ দ্বারা গত ২৮.০২.২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পরীক্ষামূলকভাবে সপ্তাহে ০৪ (চার) দিন সার্ভিস পরিচালনা করা হয়। কিন্তু অত্র রুটে যাত্রী না হওয়ার কারণে সার্ভিস পরিচালনা করা সম্ভবপর হয়নি। বিআইডব্লিউটিসি' র জন্য ৩৫ টি বাণিজ্যিক ও ০৮ টি সহায়ক জলযান সংগ্রহ এবং ২ টি নতুন স্লিপওয়ে নির্মাণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০৮ টি সি-ট্রাক নির্মাণাধীন রয়েছে। জুন, ২০২৩ সাল নাগাদ এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে সংস্থার বহরে যুক্ত হবে। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এ সকল সি-ট্রাক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বর্ণিত রুটে	খ) ২০/০৬/২০২১ তারিখ হতে কমিরা-গুপ্তছড়া সার্ভিস নিয়মিত পরিচালি হচ্ছে।	(ক) সার্ভিসটি সাময়িক বন্ধ রয়েছে। (খ) বর্তমানে সার্ভিসটি চালু রয়েছে।	

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	মন্তব্য
				নিয়োজিত করা যেতে পারে। খ) কুমিরা-গুপ্তছড়া (সন্দ্বীপ) নৌরুটের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত সংস্থার নবনির্মিত ৫০০ (পাঁচশত) জন যাত্রী ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ‘এমভি আইভি রহমান’ নৌযানটি দ্বারা ২০.০৬.২০২১ খ্রিঃ হতে সার্ভিস নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে।			
০৭.	ব্রহ্মপুত্র নদ খনন করা।	৩১-০৩-২০১১	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)	“পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই ও পূনর্ভবা নদী নাব্যতা উন্নয়ন ও পূনরুদ্ধার” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০২/১০/২০১৮ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় মোট ২০৭৩ লক্ষ ঘঃমিঃ খনন করে ৪২৭ কিঃমিঃ নৌপথ পুনরুদ্ধার করা হবে।	ব্রহ্মপুত্র নদের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি .৫১%	-	বর্তমানে ড্রেজ ম্যাটেরিয়াল জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে খাস জমির প্রাপ্তিতার ভিত্তিতে প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে। তবে খাস জমি প্রাপ্তিতার সংকটের কারণে খনন কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। জমি প্রাপ্যতার অভাব ও নিম্ন অগ্রাধীকারভূক্ত

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	মন্তব্য
				পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM কর্তৃক পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের ২২৭ কিলোমিটার ব্যাথেমেট্রিক সার্ভে ও ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ১৬০ কিঃমিঃ ১৩টি লটের দরপত্রের মধ্যে গাজীপুরের কাপাসিয়া টোক থেকে জামালপুর পর্যন্ত প্রায় ২১টি ড্রেজার নিয়োজিত করে খনন কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। ২৫/০৫/২০২২ তারিখ পর্যন্ত ২৩৭.৩২ লক্ষ ঘঃমিঃ ড্রেজিং করে ১০৫.৬৬ কিঃমিঃ নৌপথ নাব্য করা হয়েছে। অদ্যাবধি ময়মনসিংহ অংশের ১১০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৭৫কিঃমিঃ নৌপথসহ মোট নাব্য হয়েছে ৯৮.৯০কিঃমিঃ। কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া হতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত অংশে ১১০কিঃমিঃ পর্যন্ত ১৮টি ড্রেজার			প্রকল্প হওয়ায় বাজেট প্রাপ্তি কম হওয়াতে কোন কোন স্থানে খনন কাজ মন্থর রয়েছে।

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	মন্তব্য
				ড্রেজিং কাজে নিয়োজিত আছে। তবে সদর উপজেলায় বেগুনবাড়ী এলাকায় ৩টি, চরদড়ি কুষ্টিয়া ২টি, জয়নাল আবেদিন পার্ক এলাকায় ১টি, সেনেরচর এলাকায় ১টি, গৌরিপুর উপজেলায় চরআমিয়ান এলাকায় ২টি, ত্রিশাল উপজেলায় চর ইছামতি এলাকায় ২টি, ধলা এলাকায় ১টি চর মাদাখালী এলাকায় ১টি, গফরগাঁও উপজেলায় লামকাইন এলাকায় ১টি, শিলাশিয়া এলাকায় ২টি, পাকুন্দিয়া উপজেলায় পাঠান বাড়ি ঘাট এলাকায় ১টি এবং হোসনেপুর এলাকায় ১টি এবং এছাড়াও ময়মনসিংহ এরপরে জামালপুর এর ১৭কিঃমিঃ অংশের নরুন্দি এলাকায় ১টি ড্রেজার এবং শেরপুর এর ১৫কিঃমিঃ অংশে শেরপুর সদর উপজেলায়			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	মন্তব্য
				কামারের চর ১টি, চরপক্ষিমারি এলাকায় ১টি, ড্রেজার দ্বারা খনন কাজ চলমান রয়েছে। **২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ক্যাপিটাল ড্রেজিং লক্ষমাত্রাঃ** ১২০.০০ লক্ষ ঘনমিটার। **অগ্রগতিঃ** ৩০/০৮/২০২২ তারিখ পর্যন্ত খননকৃত মাটির পরিমান .৬১ লক্ষ ঘনমিটার। অর্থ্যাৎ অগ্রগতি .৫১%।			
০৮.	বেসরকারী উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জে নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে।	২০-০৩-২০১১ নারায়ণগঞ্জ জেলা সফরকালে।	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)	০৪টি সংস্থা বেসরকারীভাবে নারায়ণগঞ্জে নৌ-কন্টেইনার র্টামিনাল স্থাপনের বিষয়ে আবেদন করেন। ইতোমধ্যে সামিট গ্রুপ এবং রূপায়ন গ্রুপ কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপন করেছে। এ কে খান কর্তৃক কন্টেইনার র্টামিনাল নির্মাণের জন্য জমি ক্রয় করা হয়েছে। কুমুদীনী কন্টেইনার র্টামিনাল নির্মাণের বিষয়টি পুন: যাচাই/বাছাই করছে।	১৮%		০২ টি সংস্থা বেসরকারীভাবে নারায়ণগঞ্জে নৌ-কন্টেইনার র্টামিনাল স্থাপন করেছে। আলোচ্য প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি সর্বশেষ ৩০-০৯-২০২১ তারিখ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে, যা জিও জারী করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে পরামর্শক

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	মন্তব্য
				তাছাড়া, “নারায়ণগঞ্জের খানপুরে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার এবং বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৪-১২-২০১৯ তারিখে একনেক সভায় শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত হয়। উক্ত একনেক সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আলোচ্য প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি সর্বশেষ ৩০-০৯-২০২১ তারিখ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে, যা জিও জারী করা হয়েছে।			প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য EoI আহবান করা হয়েছে।
৯.	পশুর চ্যানেলে নিয়মিত ক্যাপিটাল ড্রেজিং করতে হবে।	০৫-০৩-২০১১ খুলনা জেলা সফরকালে খুলনা জেলা সম্মেলন কক্ষে।	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ।	**<u>সম্পাদিত ড্রেজিং কার্যক্রমঃ</u>** ২০০৯ সাল হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের বিভিন্ন স্থানে ড্রেজিং এর বিবরণ। কাজের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। ● পশুর চ্যানেলের হারবার	১০০%	-	ড্রেজিং এর সুফলঃ: · ফুড সাইলো এলাকায় ড্রেজিং এর ফলে উক্ত স্থানে জাহাজ চলাচল প্রতিবন্ধকতা দূর হয়েছে। · আউটার বার ড্রেজিং এর ফলে আউটারবার

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	মন্তব্য
				এলাকায় ৩৪.০৬ লক্ষ ঘনমিটার (১০০%) ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে (২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)। ● মোংলা বন্দর হতে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ৩৮.৮১ লক্ষ ঘনমিটার (১০০%) ক্যাপিটাল ড্রেজিং করা হয়েছে। (২০১৬-১৭ সাল হতে ২০১৮-১৯) ● মোংলা বন্দর চ্যানেলের ফুড সাইলো এলাকায় ১০.৭৩ লক্ষ ঘনমিটার (১০০%) ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। (জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২০) ● মোংলা বন্দর চ্যানেলের আউটার বার এলাকায় প্রায়	৩৬.৭৫%		এলাকায় ৮.৫-৯.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডেল করা সম্ভব হচ্ছে। নভেম্বর ২০২০ থেকে মে ২০২২ পর্যন্ত ৮.৫-৯.৫ মিটার ড্রাফটের ১৪৩টি জাহাজ হ্যান্ডেল করা হয়েছে। · মোংলা বন্দর চ্যানেলের ইনারবার ড্রেজিং সম্পন্ন হলে এ্যাঙ্করেজ এলাকার নাব্যতা বৃদ্ধিসহ ৯.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডেল করা সম্ভব হবে।

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	মন্তব্য
				১১৯.৪৫ লক্ষ ঘনমিটার (১০০%) ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২০) • মোংলা বন্দরের জেটির সম্মুখে ৩.৬০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। • হিরনপয়েন্ট এর নীলকমল খালে ১.৯০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ করা হয়েছে। **<u>চলমান ড্রেজিং কার্যক্রমঃ</u>** “পশুর চ্যানেলের ইনারবারে ড্রেজিং” শীর্ষক প্রকল্পটির অধীনে প্রায় ২১৬.০৯ লক্ষ ঘন মিটার কাজ সম্পন্ন করা হবে। ইতোমধ্যে ৯২ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিস্ট ড্রেজিং কা চলমান রয়েছে। চলমান ড্রেজিং কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৩৬.৭৫%।			

সূচিপত্র

নির্বাচনী ইশতেহার: গৃহীত পদক্ষেপ এবং সর্বশেষ অগ্রগতি

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা

ব্লু-ইকোনমি কার্যক্রম: স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহ

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)

চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

নৌপরিবহন অধিদপ্তর

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্রগ্রাম

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, সিলেট

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, রংপুর

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, পাবনা

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট

নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

www.mos.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

পটভূমি:

নৌ বন্দরসূহ কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনে ব্যাপক অবদান রাখে। নদী বিধৌত এই দেশের নদীসমূহ অভ্যান্তরীন যোগাযোগ ও ব্যবসা বানিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে দ্রুত বানিজ্যের ক্ষেত্রে স্থল বন্দরসমূহ নতুন সম্ভবনার দ্বার উন্মোচন করছে। ১৯৭১ সালে সদ্য স্বাধীন দেশের ধ্বংসপ্রায় রেল, নৌ ও সড়ক পরিবহন খাতের পুনর্গঠনে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তী সময়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতীয় স্বার্থে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে পুনর্বিন্যাসপূর্বক বন্দর, জাহাজ চলাচল ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় হিসেবে নামকরণ করা হয়। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বর্তমানে ১৬টি দপ্তর ও সংস্থার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

ভিশন:

আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনা নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন সমুদ্র পরিবহন, অভ্যন্তরীণ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, উত্তম ও সাশ্রয়ী নৌপরিবহন সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

মিশন:

সমুদ্র বন্দর, স্হলবন্দর, অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরের উন্নয়ন, আধুনিকায়ন এবং নৌ-পথের নাব্যতা রক্ষা করে নৌ চলাচল নিরাপদ ও নিবচ্ছিন্ন করা । মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি এবং সমুদ্রপথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহ:

- বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ
- বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন
- চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
- মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
- পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
- বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন
- জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
- নৌপরিবহন অধিদপ্তর
- বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম
- বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, পাবনা
- বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল
- বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, রংপুর
- বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, সিলেট
- ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট
- নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- সুমদ্র বন্দর, নদী বন্দর, ও স্হল বন্দরসমূহের ব্যবস্হাপনা, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ;
- বাতিঘর ও বয়াবাতি ব্যবস্হাপনা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- নাব্যতা রক্ষাকল্পে নৌপথ ড্রেজিং, নিরাপদ নৌ-চলাচলের জন্য বয়া লাইটেড নির্দেশিকা পিসি পোল স্হাপন;
- নৌ-বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও সহযোগিতা;

- অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ও জাহাজ চলাচল, মেরিন সার্ভিসেস এবং নিরাপদ নৌ-চলাচল নিশ্চিতকরণ;
- যান্ত্রিক নৌযান ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ;
- নৌযান সার্ভে ও রেজিস্ট্রেশন;
- সামুদ্রিক জাহাজ চলাচল ও নেভিগেশন, নৌ-বাণিজ্য জাহাজ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ;
- মূল ভূখন্ড ও দ্বীপসমূহের মধ্যে এং অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয়াদি সমন্বয় ও গবেষণা;
- জাহাজ চলাচল ও নেভিগেশন সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন;
- আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ এবং এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন দেশ ও বিশ্ব সংস্থার সাথে চুক্তি ও স্মারক স্মর্কিত বিষয়াদি;
- আদালতে গৃহীত ফি ব্যতীত মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চার্জ সম্পর্কিত বিষয়াদি।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন

সুনীল অর্থনীতির বিশাল সম্ভবনাকে কাজে লাগিয়ে টেকসই উন্নয়ন সমুন্বত করা ও উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন, নির্বাচণী ইশতেহার সফলকরণ, এসডিজি'র লক্ষ্য অর্জন , ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়ন এবং মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্য অর্জনকে সামনে নিয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর সংস্থাসমুহ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে । মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমুহ নিম্নরুপ :-

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন সংক্রান্ত কর্মসূচি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পৈত্রিক বসতবাড়ী নদীর সন্নিকটবর্তী হওয়ার কারনে পারিবারিক চলাচলের অন্যতম মাধ্যম ছিল নৌপথ। সেজন্য জলজ যানবাহন ছিল বঙ্গাবন্ধুর পছন্দের অন্যতম দিক। জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নানাবিধ আয়োজনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে :-

- "বঙ্গাবন্ধুর দর্শন ও সুনীল অর্থনীতি" , "বঙ্গাবন্ধু ও নদীমাতৃক বাংলাদেশ" এবং " শাস্বত বাংলার প্রতিরুপ" শীর্ষক ০৩ টি সেমিনার আয়োজন
- "সোনার বাংলায় সুনীল স্বপ্ন" শীর্ষক সংকলন প্রস্তুক প্রকাশনা
- "বঙ্গাবন্ধু ও নদী" শীষক ১০০ সেকেন্ডের একটি TVC এবং ৪টি টেলিভিশন চ্যানলে প্রদর্শন
- মন্ত্রণালয়ের করিডরে " বঙ্গাবন্ধূ কর্ণার " স্থাপন
- এছাড়া নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে পৃথক পৃথক কর্মসুচি বাস্তবায়ন করেছে।

এছাড়া নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহ মুজিববর্‌ষ উপলক্ষ্যে পৃথক পৃথক কর্মসুচি বাস্তবায়ন করেছে।

আইন ও বিধি প্রণয়ণ কার্যক্রম (২০২১ - ২০২২ খ্রি:)

জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনদ্দশায় প্রণীত ১৯৭৪ সালের আইন " The Terretorial Water and Maritime Zones Act 1974 হচ্ছে আমাদের দেশের প্রথম নৌ বিসয়ক আইন। এরপর ধারাবাহিক ভাবে অনেক আইন ও বিধি প্রণয়ণ করা হয়েছে। ২০২২ সালে এই মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণনিত আইনসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আইন হচ্ছে (I) চট্টগাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন ২০২২ ও (II) মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন ২০২২ । এছাড়াও কয়েকটি আইনের বাংলা অনুবাদ করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নীতিমালা প্রণয়ণ ও চুক্তি স্বাক্ষর কার্যক্রম (২০২১ - ২০২২ খ্রি:)

আমাদের দেশে নৌশিক্ষার প্রসার ও নৌখাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকারি ও বেসরকারি মেরিন একডেমিসমূহে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করার জন্য " মেরিটাইম শিক্ষা/প্রশিকণ প্রতিষ্ঠানে ক্যাডেট ভর্তির জন্য সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা (সংশোধিত) নীতিমালা ২০২২ প্রণয়ণ করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আলোকে ৫টি সরকারি ও টি বেসরকারি মেরিন একাডেমিতে জন পরীক্ষার্থী বর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ২০২১ - ২০২২ সময়ে স্বাক্ষরিত ২টি উল্লেখযোগ্য চুক্তি হচ্ছে

- Standard Operating Procedure (SoP) MoU on Use of Inland Waterways for Transportation of Bilateral Trade and Transit Cargoes between Bangladesh and Bhutan. (2022)
- Memorandum of Understanding (MoU) between The Port Authority of Thailand (Ranong Port) and The Chattogram Port Authority, Bangladesh. (2021)

ড্রেজিং কার্যক্রম

নদী বিধৌত পলল মাটিতে গড়ে উঠেছে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি। এদেশের নৌপথ এবং বন্দরসমূহ নৌযানের চলাচলের উপযুক্ত রাখতে ও নাব্যতা ধরে রাখতে নিয়মিত ড্রেজিং করা এই মন্ত্রণালয়ের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। ২০২১ - ২০২২ সময়ে নৌমন্ত্রণালয়ের বিভিণ্ন সংস্থার মাধ্যমে অর্জিত সাফল্য হলো :-

- "কর্ণফুলী নদীর সদরঘাট হতে বাকলিয়ার চর পর্যন্ত ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার ৯৩%। এর ফলে নাব্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

- মোংলা বন্দরের জেটি পর্যন্ত ১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডলিং এর সুবিধা সৃষ্টির জন্য ইনার বার এলাকায় ৭৯৩৭২.৮০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২১৬.০৯ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং এর জন্য ''পশুর চ্যানলেরে ইনার বারে ড্রেজিং" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে।
- পশুর চ্যানেলের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৩৬ কিলোমিটার এলাকায় ৩১১ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে স্বাভাবিক জোয়ারে জেটিতে ৭.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ এবং এ্যাংকোরেজে ৯.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ নির্বিঘ্নে আগমন নির্গমন করতে পারছে।
- অভ্যন্তরীণ ফেরী/নৌপথে সারা বছর ফেরী, লঞ্চ, কার্গো ইত্যাদি জাহাজ নির্বিঘ্নে,চলাচলের লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় ২০২১-২২ অর্থবছরেও সংরক্ষন খননের (মেইনট্যানেন্স ড্রেজিং) আওতায় জাতীয় গুরুত্বপূর্ন পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ি, শিমুলিয়া-কাঠালবাড়ি,লাহারহাট-ভেদুরিয়া, মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেল, বরিশাল-পাতারহাট, বরিশাল-পটুয়াখালী,ঢাকা-বরিশালনৌপথ,হরিণা-আলুবাজার, বরিশাল-নাজিরহাট-লালমোহন,পটুয়াখালী-আমতলী, ভোলা-লক্ষীপুর, ভৈরব- ছাতক, বালাশী-বাহাদুরাবাদ, কক্সবাজার-মহেশখালী-দোহাজারী, সন্দ্বীপ-কুমিরা, মাদারীপুর-টেকেরহাট, চিলমারি -রৌমারি-রাজীবপুর, নরসিংদী -মরিচাকান্দি -সলিমগঞ্জ ইত্যাদি ফেরী/নৌ-পথে ড্রেজিং করা হয়েছে। এছাড়া প্রটোকল রুটের আওতায় আশুগঞ্জ -জকিগঞ্জ নৌ-পথ, সিরাজগঞ্জ সাহেবের আগলা নৌ-পথ সংরক্ষন ড্রেজিং করা হয়েছে। **২০২১-২২ অর্থবছরে** সংরক্ষন খননের আওতায় খননকৃত মাটির পরিমাণ **২২৬.৬৭ লক্ষ ঘনমিটার ।**

বন্দরসমূহ স্থাপন ও উন্নয়ন (সমূদ্র বন্দর)

চট্টগ্রাম বন্দরের ২০২১-২০২২ সালে ০২টি ৫০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন মোবাইল ক্রেন, ০২ টি ১০০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন মোবাইল ক্রেন, ০৬টি রাবার টায়ার্ড গ্যান্ট্রি ক্রেন ও ০৪টি QGC বন্দরের বহরে যুক্ত হয়েছে। প্রায় ১০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০৪ টি ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ করা হচ্ছে। সম্প্রতি ০২ টি গ্যান্ট্রি ক্রেন বহরে যুক্ত হওয়ায় বর্তমানে ১৮ টি গ্যান্ট্রি ক্রেন ফ্লিটে রয়েছে।   বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৬ লক্ষ বর্গমিটার ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের ইয়ার্ডসমূহে কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতা ৪৯,০১৮ TEUS হতে ৫৩,৫১৮ TEUS এ উন্নীত করা হয়েছে। **চট্টগ্রাম বন্দরে আগত জাহাজগুলোকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য চবকের নিজস্ব নৌবহর বার্থিংয়ের নিমিত্তে (২২০মি X ২০মি) দীর্ঘ সার্ভিস জেটি চালু হয়েছে।**

মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯ হতে ২০২২ পর্যন্ত ১৪৫৭ কোটি ২৪ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা ব্যয়ে মোট ১৬টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ৪টি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ সময়ে ৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে (১টি পিপিপি প্রকল্পসহ)। দেশের ২য় কর্মব্যস্ত বন্দরে বিভিন্ন ধরণের ১০৪ টির অধিক কার্গো ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা এবং ১২৮টি বিভিন্ন ধরনের বয়া, ২টি রোটেটিং বীকন, ৬টি জিআরপি লাইট টাওয়ার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি বন্দর চ্যানেলে স্থাপন করা হয়েছে।

দেশের নবীনতম সমূদ্রবন্দর পায়রা সমূদ্র বন্দরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় লাইটারেজ জাহাজ থেকে পণ্য খালাসের জন্য বন্দরে ৮০ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি জেটি নির্মাণ, ৩০ (ত্রিশ) টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি মোবাইল হাইড্রোলিক ক্রেন, ৫০ (পঞ্চাশ) টন ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি টার্মিনাল ট্রাক্টর (ট্রেইলারসহ) সংগ্রহ এবং নেদারল্যান্ড এর বিশ্বখ্যাত জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান Damen হতে বন্দরের জন্য একটি অত্যাধুনিক টাগবোট ক্রয় করা হয়েছে।

বন্দরসমূহ স্থাপন ও উন্নয়ন (স্থল বন্দর)

পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সাথে সহজ ও সুবিধাযুক্ত বানিজ্যের জন্য বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে ২৪টি স্থল বন্দর রয়েছে। ২০২১-২০২২ সময়ে “গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলায় ৭৫.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নতুন স্থলবন্দর নির্মাণ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার শেওলা স্থলবন্দরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সোনাহাট স্থলবন্দরে আমদানিকারকের নিকট পণ্যের ওজন সংক্রান্ত তথ্য Auto SMS এর মাধ্যমে প্রেরণ সিস্টেম সংস্থাপন করা হয়েছে। বেনাপোল স্থলবন্দরের আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবনে “মাতৃদুগ্ধ কর্ণার” স্থাপন করা হয়েছে।

বন্দরসমূহ স্থাপন ও উন্নয়ন (নদী বন্দর)

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ যাত্রী ও মালামাল পরিবহন ব্যবস্থা সচল রাখার স্বার্থে নৌপথে প্রায় ৩১৬ কিঃমিঃ নতুন নৌপথ খনন করা হয়েছে। তাছাড়া সারাদেশের বিদ্যমান নদী সমূহের নাব্যতা রক্ষায় ২২৬ লক্ষ ঘন মিঃ নৌপথ সংরক্ষণ খনন কাজ করা হয়। নৌপথে নৌচলাচল নিরাপদে ও নিশ্চিত রাখার লক্ষ্যে প্রায় ৬০০০ কিঃমিঃ নৌপথে বয়া, বিকন বাতি, মার্কা এবং আধুনিক নৌসহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। নৌপথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন চাহিদার আলোকে (১) কোম্পানীগঞ্জ-সোনাগাজি, (২) বেতুয়া, পটুয়াখালী (৩) গাজীপুর নতুন নদী বন্দর ঘোষনা করা হয়েছে। ৪৫৭টি ঘাট পয়েন্ট ইজারার মাধ্যমে ১০৬ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।

নদীর তীরের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও ওয়াকওয়ে নির্মাণ কার্যক্রম

ঢাকা নদী বন্দরের ও নারায়নগঞ্জ বন্দরের নিয়ন্ত্রনাধীন নদীর সীমানায় স্থাপিত অবৈধ স্থাপনাসমুহ ২০২১ - ২০২২ সময়ে উচ্ছেদ্দেরে সার সংক্ষেপ :-

ক্র: নং	নদী বন্দরের নাম	উচ্ছেদকৃত স্থাপনা	উচ্ছেদকৃত তীরভূমি
১	ঢাকা নদী বন্দর	১১৪৬ টি	৩১.৩৭ একর
২	নারায়নগঞ্জ বন্দর	৩৪৫ টি	১৭.৫০ একর
		১৪৯১ টি	৪৮.৭৮ একর

প্রটোকল রুটের কার্যক্রম

বাংলাদেশ-ভারত অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ অতিক্রমণ ও বাণিজ্য প্রটোকল (PIWT&T) এর আওতায় বর্তমানে তালিকাভূক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৩০টি। ২০২২ সালে নতুন তালিকাভুক্তির জন্য ৪৭টি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আবেদন জমা পড়েছে। বিদ্যমান প্রটোকলের আওতায় আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য পণ্য পরিবহনে বাংলাদেশ ও ভারতীয় নৌ-যানের বর্তমান অনুপাত ৯৩:০৭। PIWT&T এর আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৩৯২৬টি ট্রিপের মাধ্যমে বাংলাদেশী নৌ-যান দ্বারা ৩৮,৫২,৪৩২ মেট্রিক টন এবং ভারতীয় ২৭৮টি নৌ-যান দ্বারা ৩,৯৬,৪৫৭ মেট্রিক টনসহ মোট ৪২,৪৮৮৮৯ মেট্রিক টন পণ্য পরিবহণ করা হয়েছে। 2^{nd} Addendum এর মাধ্যমে PIWT&T আওতাধীন স্থগিত হয়ে যাওয়া প্রটোকল রুট নং ৫-৬ আরিচা পর্যন্ত বর্ধিত করে পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্তের আলোকে নৌপথের সুলতানগঞ্জ (বাংলাদেশ) – মায়া (ভারত) নৌপথে পণ্য পরিবহন কার্যক্রম উদ্বোধনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

নৌশিক্ষার প্রসার কার্যক্রম

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমিসমূহ এবং মেরিটাইম ইন্সটিটিউট হচ্ছে আমাদের দেশের বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেখানে সামূদ্রিক জলযান ও অভ্যন্তরীণ জলযানের জন্য দক্ষ ক্যাডেট, ডেক অফিসার, মেরিন ইঞ্জিনিয়ার এবং রেটিং (নাবিক) শিক্ষাদান/প্রশিক্ষনের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। বর্তমানে আধুনিক শিক্ষা উপকরণের সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ৫ টি মেরিন একাডেমি এবং ২টি মেরিটাইম ইন্সটিটিউট কাজ করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়, ২০২১ সাল থেকে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমিতে ফিমেল ক্যাডেট প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ২০২১ – ২০২২ সময়ে সরকারি ও বেসরকারি মেরিন একাডেমিসমূহে ৮১৩ জন ক্যাডেট ভর্তি করা হয়েছে। এরমধ্যে মহিলা ক্যাডেট ১৪ জন। মেরিটাইম ইন্সটিটিউটসমূহে দুই ব্যাচে মোট ৪২৪ জন শিক্ষার্থী রেটিং (নাবিক) ভর্তি করা হয়েছে।

বর্তমানে, একাডেমির প্রশিক্ষিতে ফিমেল ক্যাডেটগণ দেশে ও বিদেশের সমুদ্রগামী জাহাজের থার্ড অফিসার, ফোর্থ ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়ার অফিসার, জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার, ডেক ক্যাডেট এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাডেট পদে কর্মরত আছে। এছাড়া নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মেরিন একাডেমিতে গুলোতে পুরুষ ক্যাডেটের পাশাপাশি নারী ক্যাডেট ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যক্রম

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য:

(কোটি টাকায়)

বাজেট	অর্থায়ন	বরাদ্দ	ব্যয়	ব্যয় (বরাদ্দের) %
রাজস্ব		৭৬৪.০৪	৭০৩.৯৪	৯২.১৩%
উন্নয়ন	জিওবি	৩১৩৫.৩৪	৩০৪৬.৬২৮১	৯৭.১৭%
	প্রকল্প সাহায্য	৩৩৪.৬৪	২০৩.১৩৮৬	৬০.৭০%
	নন- এডিপি	২৪৬.৭১		
উপমোট		৪৪৮০.৭৩		
	নিজস্ব অর্থায়ন	১১০৬.১১	১১৭০.৪৭৯৩	১০৫.৮১%
সর্বমোট		৫৫৮৬.৮৪		

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যসমূহ হচ্ছে :-

- *এডিপি বাস্তবায়নে* জিওবি খাতে *জাতীয় গড় অগ্রগতি:* ৯২.৯৯%
- নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মোট অগ্রগতি: ৯৬.৫৯%
- নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতি (জিওবি খাতে) : ৯৭.১৭%
- *এডিপি বাস্তবায়নে* প্রকল্প সাহায্য খাতে *জাতীয় গড় অগ্রগতি* : ৯২.২৬%
- প্রকল্প সাহায্য ব্যয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতি : ৬০.৭০%
- *এডিপি*তে বাস্তবায়নে নিজস্ব অর্থায়নের প্রকল্পসমুহের *জাতীয় গড় অগ্রগতি* : ১০৪.৫৩%
- নিজস্ব অর্থায়নের ক্ষেত্রে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতি : ১০৫.৮১
- বৃহৎ বরাদ্দ প্রাপ্ত ১৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত আইএমইডি’র প্রতিবেদন অনুসারে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অবস্থান ৬ষ্ঠ।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এডিপিতে সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ১৩টি

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে যে সমস্ত সংস্থার পারফর্মেন্স সন্তোষজনক

- বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ ৯৮.৭২%
- পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ ৯৭.৯৫%
- বিআইডব্লিউটিসি ৯৯.১৮%
- বিআইডব্লিউটিএ ৯৬.৯১%
- চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ১০৯.৫৫% (নিজস্ব অর্থায়ন ব্যয়ের ক্ষেত্রে)

ডেল্টা প্ল্যান ২১০০

ভবিষৎ কর্মপন্থা

বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার যেমন বাংলাদেশকে দিতে পারে আগামী দিনের জ্বালানী নিরাপত্তা, তেমনি বদলে দিতে পারে সামগ্রীক অর্থনীতির চেহারা। উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ব্যাপক ভূমিকা ও ভবিষৎ কর্ম পরিকল্পনা রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এসডিজি)-২০৩০, বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ ও নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় নিম্নরুপ ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছে- -

- বে টার্মিনাল প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা ৪ (চার) গুন বৃদ্ধি করা হবে ফলে ২০৪১ সালে বে-টার্মিনাল সর্বোচ্চ ৩.০ মিলিয়ন টিইইউস কন্টেইনার হ্যান্ডেল করতে সমর্থ হবে।

- মাতারবাড়ী পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের একমাত্র গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মান কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরে বড় বড় মাদার ভেসেল ভিড়তে পারবে এবং চট্টগ্রাম বন্দর সিঙ্গাপুর বা কলম্বোর মতো ট্রানজিট পোর্ট হিসেবে সেবা দিতে সক্ষম হবে।

- দারিদ্রতা দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়নের জন্য "ব্লু ইকোনমি" ধারণার পূর্ণ বাস্তবায়ন অপরিহার্য। সমুদ্রপথে সাধারন পন্য পরিবহন ছাড়াও বিশেষায়িত কার্গো যেমনঃ এলএনজি, কয়লা ইত্যাদি পরিবহন এবং এই অঞ্চলে টুরিজম এর ব্যাপক সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের মাধ্যমে বানিজ্যিক অবস্থানে শীর্ষে পৌছানো সম্ভব। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সামুদ্রিক অবকাঠামো উন্নয়ন ও যথাযথ পরিচালনার মাধ্যমে সরকার বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

- ভবিষ্যতে বাংলাদেশের আমদানি-রফতানিকারকদের আর অন্য কোন দেশের ট্রানজিট পোর্টের ওপর যেন নির্ভর করতে না হয় বরং আন্তর্জাতিক রুটে চলাচল করা জাহাজগুলো এ বন্দর ব্যবহার করতে পারে সেলক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি, জীবন-জীবিকা যেমন উপকৃত হবে তেমনিভাবে বহির্বিশ্বে দেশের সুনামও বৃদ্ধি পাবে।

- বিআইডব্লিউটিএ এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খনন এবং নৌবন্দরের আধুনিকায়ন ও নৌপথের নাব্যতা রক্ষার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে সহজ, পরিবেশবান্ধব এবং সাশ্রয়ী নৌপরিবহন সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সমুদ্রবন্দরের সাথে নদীপথগুলোর সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের পথ সুগম হবে।

- নদীর দূষণ, দখল ও নাব্যতা রক্ষাসহ বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ নদীর বর্জ্য অপসারণ, পানি দূষণমুক্তকরণ, অবৈধ দখল রোধ এবং পুন:দখল রোধে উদ্ধারকৃত তীরভূমির উন্নয়নের মাধ্যেম ঢাকার চারপাশের নৌপরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা হবে।

- নদীতে বড় মাপের Water Reservoirs তৈরি করা হবে যাতে শুষ্ক মৌসুমেও দেশে পানির সংকট সৃষ্টি না হয়।

- নদী ব্যাপক ড্রেজিং এর ফলে কৃষি ও শিল্পের জন্য পানির অভাব দুর হবে, ভূ-গর্ভের পানির স্তর উপরে উঠে আসবে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হবে। ফলে জলজ সম্পদ রক্ষাসহ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

- মোংলা বন্দর ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর ফলে মোংলা বন্দরের ব্যবহার বহুগুনে বৃদ্ধি পাবে । এছাড়া ভারত বাংলাদেশ নতুন নতুন পণ্য আমদানী-রপ্তানির দ্বার উন্মোচিত হবে এবং মোংলা বন্দর ভারত, নেপাল ও ভূটানের জন্য স্ট্র্যাটেজিক হাব হিসেবে কাজ করবে । ফলে রিজিওনাল কানেক্টিভিটি বৃদ্ধি পাবে।

- দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ৩য় অর্থনৈতিক করিডোর পায়রা বন্দরের মাধ্যমে দেশের আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে এবং দেশের জিডিপি প্রায় ১.২% বৃদ্ধি পাবে। ফলে রিজিওনাল কানেক্টিভিটি বৃদ্ধি পাবে।

- প্রতিবেশী দেশ ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সাত অঙ্গারাজ্য, ভূটান, নেপাল, চীনের কুনমিং এবং প্রতিবেশি অন্যান্য দেশগুলোতে সার্ভিস দেয়ার জন্য উপযুক্ত সক্ষমতায় চট্টগ্রাম বন্দরকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

- বাংলাদেশের ভূ-কৌশলগত অবস্থানের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে ভারত, চীন, নেপাল, ভূটান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের সেতুবন্ধনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্যঃ (কোটি টাকায়)

বাজেট	অর্থায়ন	বরাদ্দ	ব্যয়	ব্যয় (বরাদ্দের) %
রাজস্ব		৭৬৪.০৪		
উন্নয়ন	জিওবি	৩১৩৫.৩৪	৩০৪৬.৬২৮১	৯৭.১৭%
	প্রকল্প সাহায্য	৩৩৪.৬৪	২০৩.১৩৮৬	৬০.৭০%
	নন- এডিপি	২৪৬.৭১		
উপমোট		৪৪৮০.৭৩		
নিজস্ব		১১০৬.১১	১১৭০.৪৭৯৩	১০৫.৮১%
সর্বমোট		৫৫৮৬.৮৪		

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)

www.biwta.gov.bd

বিআইডব্লিটিএ’র বার্ষিক প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যাঃ ০১
প্রতিবেদনাধীন বছরঃ ২০২১-২০২২
প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখঃ ৩০-০৬-২০২২

(১) প্রশাসনিক

১. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ (সরাসরি নিয়োগ)	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**
মন্ত্রণালয়	--	--			
বিআইডব্লিউটিএ (মোট পদ সংখ্যা)	৪,৬৭০	৪,০৯২	৫৭৮	--	--
মোট	**৪,৬৭০**	৪,০৯২	**৫৭৮**	--	--

* অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে ।

১.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**
-	-	৬৪	৩৪	২৩৩	২৪৭	৫৭৮

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকাঃ প্রযোজ্য নয় ।

১.৪   শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনাঃ প্রযোজ্য নয় ।

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্যঃ প্রযোজ্য নয় ।

প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
১	২
-	-

* কোন সংলগ্নী ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই ।

১.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে **পদোন্নতি**			**নতুন নিয়োগ প্রদান**			**মন্তব্য**
কর্মকর্তা	**কর্মচারী**	মোট	**কর্মকর্তা**	**কর্মচারী**	মোট	
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**

৪১	১১৪	১৫৫	১৫	৩৮২	৩৯৭	

১.৭ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	সংস্থা প্রধান /চেয়ারম্যান	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন				৫৮ দিন	৪৬ টি পরিদর্শন
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ				১৪ দিন	০৫ টি পরিদর্শন

১.৮ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে) নাই

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা) *	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	সংস্থা প্রধান/ চেয়ারম্যান	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
				০২ টি	

* কতদিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১.৯ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যাঃ প্রযোজ্য নয়।

(২) অডিট আপত্তি

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

(*টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)*

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি ০১-০৭-২০২১		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি ৩০-০৬-২০২২	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	বিআইডব্লিউটিএ	১৯৫	৪৫০.৭৬	৫৩	৩১	৯৮.৬৯	২১৭	৫৭৯.০৫
সর্বমোট		১৯৫	৪৫০.৭৬	৫৩	৩১	৯৮.৬৯	২১৭	৫৭৯.০৫

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সেসব কেসসমূহের তালিকাঃ প্রযোজ্য নয়।

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২১-২২) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
ক) পূর্ববর্তী অর্থ বছরের অনিষ্পন্নকৃত মামলার সংখ্যা = ১৪ টি খ) ১ লা জুলাই ২০২১ ইং হতে ৩০ শে জুন ২০২২ ইং পর্যন্ত মামলার সংখ্যা= ২৩ টি সর্বমোট মামলার সংখ্যা= ৩৭ টি	০৪ টি	০৭ টি	০৯ টি	২০টি	১৭ টি

(৪) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
০৪	২৪৩	২১	২৬৮	৬৩

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
৭৪	৩৬৬৬

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২১-২২) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা
হয়ে থাকলে তার বর্ণনা ।

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর ব্যবস্থা আছে কি-না; না থাকলে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড়
রকমের কোন অসুবিধা আছে কি-না? (প্রযোজ্য নয়)

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী
কর্মকর্তার সংখ্যা (প্রযোজ্য নয়)

(৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
০৯	৭৪২ জন

(৭) তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
৪৯০ টি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	৪৮০	২৪০

(৮) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

(অর্থ বিভাগের জন্য) প্রযোজ্য নয়

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

		২০২১-২২		২০২০-২১		হ্রাস (-)/বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ						
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ						
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)							
লভ্যাংশ হিসাবে							

(৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট (প্রযোজ্য নয়)

৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করে থাকলে তার তালিকা (প্রযোজ্য নয়)

- বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন (নৌ-রুট পারমিট ২০১৯ সময়সূচি ও ভাড়া নির্ধারণ) বিধিমালা ২৭-০৯-২০২১ জারী হয়েছে ।

৯.২ **প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি**

(প্রযোজ্য এবং বিস্তারিত নিম্নে প্রদত্ত)

অভ্যন্তরীণ যাত্রী ও মালামাল পরিবহন ব্যবস্থা সচল রাখার স্বার্থে নৌপথে প্রায় ৩১৬ কিঃমিঃ নতুন নৌপথ খনন করা হয়েছে। তাছাড়া সারাদেশের বিদ্যমান নদী সমূহের নাব্যতা রক্ষায় ২২৬ লক্ষ ঘন মিঃ নৌপথ সংরক্ষণ খনন কাজ করা হয়। নৌপথে নৌচলাচল নিরাপদে ও নিশ্চিত রাখার লক্ষ্যে প্রায় ৬০০০ কিঃমিঃ নৌপথে বয়া, বিকন বাতি, মার্কা এবং আধুনিক নৌসহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। নৌপথের ঘাট সমূহের বন্দর সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে নতুন পন্টুন স্থাপন ও বিদ্যমান পন্টুন সমূহ সংস্কার করা হয়েছে। সারাদেশের নদী বন্দর সমূহে বন্দর অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার করা হয়েছে। নৌপথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন চাহিদার আলোকে (১) কোম্পানীগঞ্জ-সোনাগাজি, (২) বেতুয়া, পটুয়াখালী (৩) গাজীপুর নতুন নদী বন্দর ঘোষনা করা হয়েছে। ৪৫৭টি ঘাট পয়েন্ট ইজারার মাধ্যমে ১০৬ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় করা হয়েছে। বর্তমানে নৌপথ উন্নয়নে ১৭টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। সাশ্রয়ী মূল্যে নৌপথে মালামাল পরিবহণ ব্যবস্থা কার্যকর ও পরিচালনার লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ খানপুর, আশুগঞ্জ-ভৈরব, পাটুরিয়া-নগরবাড়ী, অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণসহ চিলমারী ও চাঁদপুরে আধুনিক নদী বন্দর নির্মাণ কাজ চলিতেছে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন (নৌ-রুট পারমিট ২০১৯ সময়সূচি ও ভাড়া নির্ধারণ) বিধিমালা ২৭-০৯-২০২১ জারী হয়েছে । এতে করে ৫৫ ধরনের নৌযানের ফি গত ২৭-০৯-২০২১ তারিখ থেকে কার্যকর হয়ে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

দপ্তরের নামঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

দপ্তরের ঠিকানাঃ বিআইডব্লিউটিএ ভবন, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

ওয়েবসাইটঃ *www.biwta.gov.bd*
ই-মেইলঃ *info@biwta.gov.bd*
মোবাইলঃ ০১৯৬৮-৩৯০০০৫
টেলিফোন নম্বরঃ ৯৫৫৬১৫১-৫৫
ফ্যাক্সঃ ৯৫৫১০৭২

দপ্তরের পরিচিতিঃ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ও সুনির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণ কাঠামোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সনে তৎকালীণ প্রাদেশিক সরকারের জারীকৃত একটি অধ্যাদেশ অনুসারে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫৮ সনের ১৮ নভেম্বর বিআইডব্লিউটিএ'র কাজ শুরু হয়। একজন চেয়ারম্যান, একজন সদস্য (অর্থ), একজন সদস্য (প্রকৌশল) এবং একজন সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা) নিয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত। চেয়রম্যান হচ্ছেন সংস্থার নির্বাহী প্রধান।

ভিশনঃ সহজ, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপরিবহন ব্যবস্থা।

মিশনঃ নৌ-পথ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

কার্যাবলী (Function)

১) নৌ-পথে নাব্যতা সংরক্ষণ ও নদী শাসন এবং নৌ-পরিচালনের সুবিধার্থে অভ্যন্তরীণ নদী পথে মার্কা, বয়াবাতি, বিকন-বাতিসহ নৌ-সহায়ক সামগ্রী স্থাপন;

২) নৌ-পথের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ ও চার্ট প্রকাশনা, পাইলটেজ সুবিধা প্রদান এবং নদী বন্দরসমূহে আবহাওয়া- সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন;

৩) অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণের জন্য বার্ষিক ড্রেজিং কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং নতুন নৌ-পথ চালু করার উদ্দেশে মৃত ও মৃতপ্রায় নদী, চ্যানেল ও খাল খনন ;

৪) অভ্যন্তরীণ নদী-বন্দর ও লঞ্চ ঘাট উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং নদী বন্দর ও ঘাটসমূহে টার্মিনাল সুবিধাদি (পিলার, জেটি, অবতরণ স্থান, ঘাট, ডক, কি (Quay), মুরিং (mooring) ওয়ার্ফ (wharf), টার্মিনাল, নোঙর (anchorage), পিয়ার, বার্থ (birth) বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা) প্রদান;

৫) অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে সৃষ্ট বাধাবিঘ্ন অপসারণ ও নিমজ্জিত/দুর্ঘটনাকবলিত নৌ-যান উদ্ধারসহ নৌ-পথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের জরিপ ও ভাড়া নির্ধারণ;

৬) অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলাচলকারী নৌ-যানের ডেক ও ইঞ্জিন কর্মীর দক্ষতার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;

৭) অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলাচলকারী নৌ-যানের সময়সূচী অনুমোদন, যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের জরিপকরন এবং ভাড়া নির্ধারণ;

৮) সরকারের স্বল্প, মধ্য, দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা অনুসরণে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য পরিবহন মাধ্যম ও সমুদ্র বন্দরের সঙ্গে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা ।

প্রদত্ত সেবাসমুহ

- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী সাধারণের নিরাপদ চলাচল।
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রীসেবার মান বৃদ্ধি ও নিরাপদ পণ্য পরিবহন নিশ্চিতকরণ।
- ঘাট/পয়েন্ট ইজারা
- কর্তৃপক্ষের জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি।
- কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমের তথ্যাদি
- কঞ্জারভেন্সী ফি গ্রহণ
- ঠিকাদার নিবন্ধীকরণ ও নবায়ন
- রাজস্ব বাজেটের আওতায় পণ্য সরবরাহের জন্য নতুন তালিকাভুক্তিকরণ ও নবায়ন।
- জোয়ার-ভাটার উপাত্ত সরবরাহ, হাইড্রোগ্রাফিক ম্যাপ/চার্ট জোয়ার-ভাটা বই ও অন্যান্য প্রকাশনা সরবরাহ এবং তৃতীয় পক্ষের জরিপ কাজ সম্পন্নকরণ।
- PIWT & T এর আওতায় প্রতিষ্ঠানিক তালিকাভুক্তি।
- নৌ-যানের ভয়েজের অনুমতি।
- ভয়েজের মেয়াদ বৃদ্ধি ও অন্যান্য বিষয়ের অনুমতি।
- নেভিগেশনাল ক্লিয়ারেন্স প্রদান (ব্রীজ, বৈদ্যুতিক টাওয়ার নির্মাণ/কেবল/পাইপ লাইন)।
- পণ্যবাহী নৌ-যানের ধারণ ক্ষমতা সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র প্রদান।
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে পরিবাহিত যাত্রী ও মালামালের তথ্যাদি/পরিসংখ্যান সরবরাহ।
- পাইলটেজ সার্ভিস।
- জাহাজ ও পন্টুন ভাড়া।
- নিমজ্জিত জাহাজ ও অন্যান্য জলযান উদ্ধার।
- নৌ-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।

- বিভিন্ন গণ-মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্যাদি প্রেরণ।
- মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নমিনী, পোষ্যদের বেনাভোলেন্ড ফান্ড, অনুদান অর্থ পরিশোধ এবং কর্মচারীদের হিতৈষী তহবিল পরিচালনা ইত্যাদি
- পেনশন ভাতা, চুড়ান্ত পাওনা/আনুতোষিক, সিপিএফ, বেনাভোলেন্ড ফান্ড ইত্যাদি

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের জনবল সংশ্লিষ্ট তথ্য (জুন, ২০২২)

শ্রেনী/গ্রেড	অনুমোদিত পদেরসংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শুন্য পদের সংখ্যা
১ম শ্রেণী (গ্রেড-০২-০৯)	৩৪২	২৭৮	৬৪
২য় শ্রেণী (গ্রেড-১০)	৩০০	২৬৬	৩৪
৩য় শ্রেণী (গ্রেড-০৯, ১০, ১১-১৬)	১৬৮৬	১৪৫৩	২৩৩
৪র্থ শ্রেণী (গ্রেড-১৭-২০)	২৩৪২	২০৯৫	২৪৭
মোট=	৪৬৭০	৪০৯২	৫৭৮

পরিকল্পনা বিভাগঃ

বিআইডব্লিউটিএ'র ২০২১-২২ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন/কার্যক্রম :

ক্রঃনং	কর্মকান্ডের বিষয়	এককসহ পরিমাণ
১।	ড্রেজিং।	▪ উন্নয়ন : ২৪২.০০ লক্ষ ঘনমিটার ▪ সংরক্ষণ ড্রেজিং : ২২৬.০০ লক্ষ ঘনমিটার
২।	ড্রেজার সংশ্লিষ্ট আনুষগিক জলযান সংক্রান্ত	▪ প্রকল্পের আওতায় ০১টি কেবিনক্রুজার এবং ০৫টি এম্ফিবিয়ান এক্সকেভেটর সংগৃহীত হয়েছে।
৩।	খনন সহায়ক যন্ত্র (লংবুম এক্সাভেটর) সংগ্রহ	▪ ডেমুলেশন এক্সকাভেটর ০২ টি
৪।	নদী বন্দর ও ঘাটসমূহের উন্নয়ন।	▪ ৪টি
৫।	ডেক ও ইঞ্জিন কর্মীর দক্ষতা উন্নয়ন।	▪ ৪৫৭৪ জন ডেক ও ইঞ্জিন কর্মীকে
৬।	নৌ-পথে নৌ সহায়ক সামগ্রী স্থাপন	▪
০৭।	পন্টুন সংগ্রহ (নির্মিত পন্টুন ও মেরামত পন্টুন)	▪ ১৮৪টি
০৮।	ঢাকার চারপাশের নদী তীরে (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীতে) নদী সীমানা পিলার নির্মাণ	▪ ২০০২টি
০৯।	জোয়ার ভাটার গেজ উপাত্ত সরবরাহ	▪ ৫৪টি
১০।	ড্রেজার বেইজ নির্মাণ	▪ ৪টি
১১।	ঢাকার চারপাশের নদী তীরের উচ্ছেদকৃত স্থানে	▪ ৫.০০ কি.মি.

	ওয়াকওয়ে নির্মাণ (Mos)	
১২।	ঢাকার চারপাশের নদী তীরের উচ্ছেদকৃত স্থানে ইকোপার্ক নির্মাণ	▪ ২টি
১৩।	ঢাকার চারপাশের নদী তীরে জেটি নির্মাণ	▪ ২টি
১৪।	কন্টোল স্টেশনসহ তিনটি ডিজিপিএর বিকন স্টেশন আধুনিকরণ	▪ ৩টি
১৫।	নৌ-প্রটৌকল রুটে মালবাহী জাহাজ চলাচলে ভয়েজ অনুমতি প্রদান	▪ ৪২০০টি

বন্দর ও পরিবহন বিভাগ:

বর্তমান সরকার দেশের নৌ-বন্দরগুলির উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । দেশের নৌ-বন্দর সমূহে ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ, যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন, নৌ-নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান ও বন্দর সংলগ্ন নদীর তীরভূমি অবৈধ দখল মুক্ত করার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে । এরই ধারাবাহিকতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক প্রকল্প চলমান রয়েছে ।

- *৩ টি নতুন নদী বন্দর উদ্বোধন*
- আশুগঞ্জে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-বন্দর স্থাপন।
- নগরবাড়ীতে আনুষংগিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর নির্মাণ।
- পাটুরিয়া এবং দৌলতদিয়ায় আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর আধুনিকীকায়ন।
- বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-*পরিবহন* প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌ-পথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ)। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২টি কার্গো টার্মিনাল (পানগাঁও ও আশুগঞ্জ) ও ৪টি প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল (শ্মশানঘাট, নারায়নগঞ্জ, চাঁদপুর এবং বরিশাল) নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে ।

ঘাট/পয়েন্ট ইজারা সংক্রান্ত ঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বন্দর বিভাগের মাধ্যমে ৪৫৭ টি ঘাট/পয়েন্ট/টোল স্টেশন ইজারা প্রদান করা হয়। উক্ত ঘাট/পয়েন্ট/টোল স্টেশন সমূহ ইজারা প্রদানের মাধ্যমে বিআইডব্লিউটিএ'র ১০৬ কোটি (প্রায়) টাকা রাজস্ব খাতে অর্জিত হয়।

উচ্ছেদ সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ঢাকা নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রনাধীন মহামান্য হাইকোর্টের রীট পিটিশন নং-৩৫০৩/২০০৯ এর আদেশ অনুযায়ী ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রনাধীন বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা নদীর সীমানা পিলারের অভ্যন্তরে অবৈধ স্থাপনাসমূহ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে উচ্ছেদের সার সংক্ষেপঃ

নদী বন্দরের নাম	উচ্ছেদকৃত স্থাপনা	উচ্ছেদকৃত তীরভূমি	নিলাম	জরিমানা
ঢাকা নদী বন্দর	১১৪৬ টি	৩১.৩৭ একর		
নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর	৩৪৫ টি	১৭.৫০ একর		
সর্বমোট	১৪৯১টি	৪৮.৭৮ একর		

নৌ নিরাপত্তা ও ট্রাফিক শাখা

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক শাখা কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ অভ্যন্তরীণ নৌপথে সারাদেশে প্রায় আট শতাধিক যাত্রিবাহী নৌযান বিআইডব্লিউটিএ হতে রুটপামিট, সময়সূচী নিয়ে চলাচল করে। এ সকল নৌযানে নিরাপদ নৌপরিবহন ব্যবস্থা সুনিশ্চিতকল্পে বিআইডব্লিউটিএ' র নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগের নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক শাখা বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

১	যাত্রী সাধারণের নিরাপদ যাতায়াতের স্বার্থে ঢাকা-ইলিশা, ঢাকা-মুলাদী নৌপথে দিবাভাগে, ঢাকা-পটুয়াখালী নৌপথে লঞ্চ সার্ভিসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ঢাকা-দৌলতখান ভায়া ইলিশা এবং ঢাকা-হাকিমুদ্দিন নৌপথে লঞ্চ সার্ভিস নতুনভাবে চালু করা হয়েছে;
২	জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার বালাসী ঘাট নৌপথে লঞ্চ সার্ভিস নতুনভাবে চালু করা হয়েছে;
৩	ঢাকা নদী বন্দর হতে চলাচলকারী লঞ্চসমূহের জন্য নতুন করে টার্মিনাল ভবনে টিকেট কাউন্টার চালু করা হয়েছে। ঢাকা-বরিশাল, ঢাকা-ইলিশা, ঢাকা-বরগুনা, ঢাকা-দৌলতখা ভায়া ইলিশা নৌপথের লঞ্চসমূহে যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে ই-টিকেটিং কার্যক্রম চালু রয়েছে। এছাড়া সকল লঞ্চের জন্য কেন্দ্রিয়ভাবে ই-টিকেটিং কার্যক্রম চালু করার জন্য বিআইডব্লিউটিএ'র পক্ষ হতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা ২০২২ সালের মধ্যে চালু করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে;
৪	ঢাকা নদী বন্দরের লালকুঠি ও ওয়াইজঘাট সংলগ্ন স্থানের দু'পাশে দু'টি খেয়াঘাট ছিল। যাত্রী সাধারণের নিরাপদ চলাচলের সুবিধার্থে উক্ত খেয়াঘাট দুটি অপসারণ করে লালকুঠি ঘাট হতে ওয়াইজঘাট পর্যন্ত ২৫টি পন্টুন স্থাপন করে লঞ্চ ছাড়া-ভিড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও যাত্রীবাহী লঞ্চসমূহ আইডেল বার্দিং করার জন্য উল্টিনগঞ্জে ৫টি এবং মিরের বাগে ৬টি পন্টুন স্থাপন করা হয়েছে;
৫	নৌদুর্ঘটনা রোধকল্পে কালবৈশাখী মৌসুম, দূর্যোগকালীন সময়ে এবং ঈদ, পূজা, পার্বনসহ বিভিন্ন উৎসবে নৌপথে চলাচলকৃত নৌযানের সাথে নদী বন্দরের যোগাযোগ ও মনিটরিং করার নিমিত্তে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, পটুয়াখালী, চাঁদপুর নদী বন্দরে V.H.F যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রয়েছে;
৬	ঢাকা নদী বন্দরের লঞ্চসমূহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং স্পীড কন্ট্রোল করার জন্য টার্মিনাল ভবনের ছাদে স্থাপিত ওয়াচ টাওয়ারটি আধুনিকায়ন করা হয়েছে এবং উক্ত ওয়াচ টাওয়ার হতে ঈদের সময় ট্রাফিক কার্যক্রম মনিটরিং/ তদারকি করা হয়;
৭	অভ্যন্তরীন নৌপথে যাত্রী সাধারণের নিরাপদ চলাচলের স্বার্থে সকল নদী বন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ লঞ্চঘাটগুলোতে পরিবহন পরিদর্শক, বার্দিং সারেং, ট্রাফিক সুপারভাইজার পদায়নের মাধ্যমে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি নদী বন্দরে স্থানীয় প্রশাসন ও নৌপুলিশের সহায়তায় কঠোর মনিটরিং করায় বর্তমানে দুর্ঘটনা প্রায় শুন্যের কোটায় নেমে এসেছে;
৮	সরকারী নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী প্রতিবছরের ১৫ মার্চ হতে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে মৌসুমী অশান্ত উপকূলীয় নৌপথ সী-সার্ভে ব্যতীত (আংশিক উপকূলীয় চলাচলের ছাড়পত্র) সকল ধরণের যাত্রী নৌযানের রুটপারমিট/ সময়সূচী জারী বন্ধ রাখা হয়েছে। এসময়ে অবৈধ নৌযান চলাচল বন্ধের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নৌপুলিশ ও জেলা প্রশাসনের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে নদী পথে অবৈধ নৌযান চলাচল অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে;
৯	অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী যাত্রী সাধারণ যে কোন জরুরী প্রয়োজনে ও সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে যোগাযোগের নিমিত্তে বিআইডবিUউটিএ'র হট লাইন নম্বরঃ ১৬১১৩ খোলা হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ'র পক্ষ হতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় হট লাইন নম্বর ১৬১১৩ বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
১০	করোনা ভাইরাস (COVID-19) বিস্তার রোধ ও পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে লঞ্চের প্রত্যেক যাত্রী ও সংশ্লিষ্ট সকলের মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক করাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য বিধি পালনের বিষয়টি প্রত্যেক নদী বন্দরে মনিটরিং করা হচ্ছে।
১১	দেশের অভ্যন্তরীণ নদী পথের দুর্ঘটনা প্রতিরোধের লক্ষ্যে ঢাকা নদী বন্দর হতে চলাচলকারী যাত্রীবাহী লঞ্চসমূহ তদারকি/ মনিটরিং করার জন্য বিআইডব্লিউটিএ'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সমন্বয়ে ৫(পাঁচ)টি টীম/ কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিগুলো মাসে ২দিন করে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত কমিটি এ পর্যন্ত ৪৪টি লঞ্চের ত্রুটি-বিচ্যুটি চিহ্নিত করে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। বিআইডব্লিউটিএ হতে উক্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নৌপরিবহন অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে;
১	নৌদুর্ঘটনা রোধকল্পে নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর হতে চলাচলকারী সানকেন ডেক বিশিষ্ট লঞ্চ আগামী ২০২৩ সাল নাগাদ চলাচল বন্ধ করার নিমিত্তে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল(যাপ) সংস্থা নারায়ণগঞ্জ জোন এর সাথে বিআইডব্লিউটিএ'র একটি চুক্তিনামা স্বাক্ষর হয়েছে;
১৩	সাম্প্রতি কয়েকটি লঞ্চে অগ্নি দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে লঞ্চে অগ্নি দুর্ঘটনা রোধে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা নদী বন্দরসহ প্রতিটি নদী বন্দর হতে চলাচলকারী লঞ্চ সমূহের মাষ্টার ড্রাইভারসহ ষ্টাফদের ফায়ারড্রিল প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

•

বৈদেশিক পরিবহন শাখা

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উভয় দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তির অনুসরণে ১৯৭২ সালের ১ নভেম্বর স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ-ভারত অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ অতিক্রমণ ও বাণিজ্য প্রটোকল (PIWT&T)টি দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক ও নবায়নের মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অদ্যাবধি কার্যকর আছে। বিআইডব্লিউটিএ এর নৌ-নিট্রা বিভাগের বৈদেশিক পরিবহন শাখার মাধ্যমে PIWT&T এর সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকে।

২০২১- ২০২২ অর্থ বছরে বৈদেশিক পরিবহন শাখা কতৃক সম্পাদিত গুরুত্বপুর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

০১। বাংলাদেশ-ভারত অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ অতিক্রমণ ও বাণিজ্য প্রটোকল (PIWT&T) এর আওতায় বর্তমানে তালিকাভূক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৩০টি। ২০২২ সালে নতুন তালিকাভুক্তির জন্য ৪৭টি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আবেদন জমা পড়েছে যা চুড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

০২। প্রটোকল তালিকাভূক্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের তালিকাভূক্তির বাৎসরিক নবায়ন ফি ২০,০০০/-টাকা এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠান সুদমুক্ত ২,০০,০০০/- টাকা কর্তৃপক্ষের অনুকূলে জামানত বাবদ জমা রাখে। নবায়ন বাবদ কর্তৃপক্ষের প্রতিবছর ২৬,০০,০০০/- টাকার রাজস্ব আয় হয়ে থাকে। নতুনভাবে তালিকাভূক্তি হলে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪,২০,০০০/- টাকায় উন্নীত হবে। জামানত বাবদ ৩,৪২,০০,০০০/-টাকার উপর Bank Interestও কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমা হতে থাকবে। তাছাড়াও প্রতিটি জাহাজ থেকে প্রতি ভয়েজে ভয়েজ ফি বাবদ ২,৫০০/- টাকা, পাইলটেজ ফি বাবদ ৫,০০০/- টাকা কর্তৃপক্ষ অগ্রীম আয় করে থাকে এবং এ সকল জাহাজের মাধ্যমে ভারত থেকে আনীত মালামালের এল এস সি, ক্যানেল চার্জ এবং বার্দিং চার্জও কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আয় করে থাকে।

০৩। গত ২০/০৫/২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত PIWT&T-র 2nd Addendum to the Protocol এ নতুন ২টি রুট সোনামুড়া (ভারত)- দাউদকান্দি (বাংলাদেশ) ও এর বিপরীতমূখী রুট সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া উভয় দেশের ০৫টি করে মোট ১০টি নতুন Ports of Call ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে প্রতিটি দেশের বর্তমান Ports of Call এর সংখ্যা ১১টি করে অর্থাৎ সর্বমোট Ports of Call ২২টিতে উন্নীত হয়েছে । বর্ণিত 2nd Addendum এর মাধ্যমে PIWT&T আওতাধীন স্থগিত হয়ে যাওয়া প্রটোকল রুট নং ৫-৬ আরিচা পর্যন্ত বর্ধিত করে পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্তের আলোকে নৌপথের সুলতানগঞ্জ (বাংলাদেশ) – মায়া (ভারত) নৌপথে পণ্য পরিবহন কার্যক্রম উদ্বোধনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

০৪। ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত নৌসচিব পর্যায়ের সভার সিদ্ধান্তের আলোকে চিলমারী (বাংলাদেশ)-ধুবরী(ভারত) নৌপথে ভূটানের ষ্টোন চীপস পরিবহন চলমান রয়েছে। ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত চিলমারী-ধুবড়ী নৌপথে ২২ টি ট্রিপের মাধ্যমে ভূটানের পাথর ৬৬,৩৩৩ মে.টন এবং কয়লা ১,৭৩৫ মে.টন বাংলাদেশে আমদানী করা হয়েছে। এছাড়াও করিমগঞ্জ-জকিগঞ্জ নৌপথে ২৫টি ট্রিপের মাধ্যমে ৩,৬৪৪ মে. টন পণ্য পরিবাহিত হয়েছে।

০৫। বিদ্যমান প্রটোকলের আওতায় আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য পণ্য পরিবহনে বাংলাদেশ ও ভারতীয় নৌ-যানের বর্তমান অনুপাত ৯৩:০৭। PIWT&T এর আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৩৯২৬টি ট্রিপের মাধ্যমে বাংলাদেশী নৌ-যান দ্বারা ৩৮,৫২,৪৩২ মেট্রিক টন এবং ভারতীয় ২৭৮টি নৌ-যান দ্বারা ৩,৯৬,৪৫৭ মেট্রিক টনসহ মোট ৪২,৪৮৮৮৯ মেট্রিক টন পণ্য পরিবাহিত হয়েছে।

০৬। ২০২২ সালে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে অনুষ্ঠিত নৌসচিব পর্যায়ের সভা ও ২১তম স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

০৭। সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপনে (এস.আর.ও ৩৭ আইন/২০২২/৫৩/কাস্টমস, তারিখ ২৪/০২/২০২২ এর মাধ্যমে গেদাগাড়ী-সুলতানগঞ্জ-মায়া-ধুলিয়ান নৌপথের এন্ট্রি/এক্সিট পয়েন্ট সুলতানগঞ্জ প্রেমতলী, (গোদাগাড়ী) কে নৌ কাস্টমস স্টেশন হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, আগামী আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সুলতানগঞ্জ/প্রেমতলী, গোদাগাড়ী পোর্টস অব কল শুভ উদ্বোধনের কর্মসূচী রয়েছে।

সার্ভে ও উন্নয়ন শাখা

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সার্ভে ও উন্নয়ন শাখা কর্তৃক ও-ডি/ট্রাফিক সাভেকৃত নৌপথ ও নদী বন্দর সমূহঃ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৩৪টি নদী বন্দর ও ১৭টি নৌপথ এবং ১০টি স্পীডবোট নৌপথ ও-ডি/ট্রাফিক সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুমোদিত হয়। সে অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নোক্ত ১৭ টি নৌপথ/নদী বন্দর/স্পীডবোট নৌপথ ও-ডি/ট্রাফিক সার্ভে কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রযোজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ক্র নং	নৌ পথের নাম	সার্ভের সময়	দপ্তর আদেশ	তারিখ
১.	ঢাকা-চাঁদপুর-ঢাকা	২২/০৯/২০২১-২৬/০৯/২০২১	১৫৮২/২০২১,	২১/০৯/২০২১
২.	সুনামগঞ্জ নদী বন্দর ও বালা গঞ্জ নদী বন্দর	১৪/১১/২০২১- ১৮/১১/২০২১	২১৮৪/২০২১	১০/১১/২০২১
৩.	চট্রগ্রাম-কাপ্তাই	২১/১১/২০২১-২৪/১১/২০২১	২১৮৩/২০২১	১০/১১/২০২১
৪.	মাওয়া-কাঠাঁলবাড়ি-মাঝিকান্দি	০১/১২/২০২১-০৩/১২/২০২১	২২৬৯/২০২১	২৯/১১/২০২১
৫.	কক্সবাজার-মহেশখালী	১৫/০১/২০২২-১৭/০১/২০২২	৯৯/২০২২	১৩/০১/২০২২
৬.	টেকনাফ-সেন্টমাটিন	২৫/০২/২০২২-২৬/০২/২০২২	৩৭৪/২০২২	২৪/০২/২০২২
৭.	ছাতক নদী বন্দর ও টেকেরঘাট নদী বন্দর	২৮/০২/২০২২- ০৫/০৩/২০২২	৩৭৯/২০২২	২৪/০২/২০২২
৮.	ঢাকা-পটুয়াখালী-ঢাকা	১০/০৩/২০২২-১২/০৩/২০২২	৪(ক)/২০২২	০৯/০৩/২০২২
৯.	চিলমারী নদী বন্দর	১৭/০৩/২০২২-১৯/০৩/২০২২	৪(খ)/২০২২	১৬/০৩/২০২২
১০.	খুলনা নদী বন্দর	৩১/০৩/২০২২-০২/০৪/২০২২	৬(ক)/২০২২	৩০/০৩/২০২২
১১.	ঢাকা-ভোলা-ঢাকা	১২/০৪/২০২২-১৫/০৪/২০২২	০৮/২০২২	১১/০৪/২০২২
১২.	ঢাকা-হাতিয়া-ঢাকা	১২/০৫/২০২২-১৫/০৫/২০২২	১১/২০২২	১১/০৫/২০২২
১৩.	ঢাকা-গলাচিপা-ঢাকা	১৯/০৫/২০২২-২২/০৫/২০২২	১৩/২০২২	১৮/০৫/২০২২
১৪.	ঢাকা-বেতুয়া-ঢাকা	২৬/০৫/২০২২-২৯/০৫/২০২২	১১৪৮/২০২২	২৫/০৫/২০২২
১৫.	ঢাকা-কালাইয়া-ঢাকা	০৭/০৬/২০২২-১০/০৬/২০২২	১৬/২০২২	০৬/০৬/২০২২
১৬.	ঢাকা-ঘোষেরহাট-ঢাকা	১৪/০৬/২০২২-১৭/০৬/২০২২	১৬(ক)/২০২২	১৩/০৬/২০২২
১৭.	ঢাকা-বোরহানউদ্দিন-ঢাকা	২০/০৬/২০২২-২৩/০৬/২০২২	১৮(ক)/২০২২	১৯/০৬/২০২২

ভাড়া ও উন্নয়ন শাখা

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ভাড়া ও উন্নয়ণ শাখা কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ ১ । করোনাভাইরাস(কোভিড-১৯) সংক্রমনের পরিস্থিতি পর্যালোচনায় সরকারী প্রজ্ঞাপনের নির্দেশনার আলোকে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে সরকারী প্রজ্ঞাপন এবং স্বাস্থ্য বিভাগের গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক সরকার ঘোষিত করোনা সংক্রমনকালীন সময়ের জন্য অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী প্রতিটি যাত্রিবাহী নৌযানের ধারণ ক্ষমতার ৫০% যাত্রী চলাচলের শর্তে যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছিল। পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষের দপ্তর আদেশ নং- ১৮/২০২১; তারিখ: ১০/৮/২০২১ যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্ত আদেশের কার্যকারিতা বাতিল করা হয়।

২। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন (নৌরুট, পারমিট, সময়সূচি ও ভাড়া নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৯ এর বিধি ২৭ মোতাবেক অভ্যন্তরীণ নৌযানে যাত্রী পরিবহনের জন্য কিলোমিটার প্রতি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন যাত্রী ভাড়া পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত গত ৫ ডিসেম্বর , ২০২১ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। উক্ত গেজেট অনুযায়ী ০৮/১১/২০২১ খ্রিঃ তারিখ হতে অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী নৌযানের পুনঃনির্ধারিত ভাড়া কার্যকর হয়। যা জনপ্রতি কিলোমিটার ভাড়া ২.৩০(দুই টাকা ত্রিশ পয়সা) ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত, পরবর্তী প্রতি কিলোমিটার ২.০০(দুই টাকা) এবং জনপ্রতি সর্বনিম্ন ভাড়া ২৫.০০(পঁচিশ) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

কার্গো সেল

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে কার্গো সেল কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ The Bangladesh Inland Water Transport (Time & Fare Table Approval) Rules, 1970 মোতাবেক বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক কেবলমাত্র যাত্রীবাহী লঞ্চের কোন ফি ছাড়াই রুটপারমিট/সময়সূচি প্রদান করা হতো। তবে যাত্রীবাহী লঞ্চ/নৌযান ব্যতীত অন্য কোন ধরনের নৌযানের রুটপারমিট দেয়ার বিধান ছিল না। সকল ধরনের নৌযানকে রুট পারমিট তথা আইনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে ২০১৬ সালে সরকার কর্তৃক বিধি/আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৭০ সনের বিধি/আইন সংশোধনের

নিমিত্তে সকল লঞ্চ মালিক/কার্গো মালিক প্রতিনিধি নিয়ে গত ১৮/০১/২০১৬, ১১/০৪/২০১৭ ও ২৩/১০/২০১৭ইং তারিখে মাননীয় নৌ পরিবহন মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৩টি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিধিমালা প্রনয়ন করা হয়। উক্ত বিধিমালা চূড়ান্ত করে গত ১৭/১০/২০২১৯ ইং তারিখে এস.আর.ও. নম্বর-৩২৯-আইন/২০১৯ মোতাবেক "বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন (নৌরুট পারমিট, সময়সূচি ও ভাড়া নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৯" গেজেট জারি করা হয়।

বিধিমালা, ২০১৯ এর বিধি ৩৬ এর আলোকে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি এবং নৌপথের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ৫৫ ধরনের নৌযানকে ১২টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে সরকার কর্তৃক গত ২৭/০৯/২০২১ইং তারিখে রুট পারমিট/সময়সূচি ফি অনুমোদন করা হয়। উক্ত অনুমোদনের প্রেক্ষিতে বিআইডব্লিউটিএ'র কার্গো সেল হতে অদ্যাবধি ৩৪৬টি কার্গো/জাহাজের অনুকূলে ফি এর বিনিময়ে রুট পারমিট প্রদান করা হয়েছে।

প্রকৌশল বিভাগঃ

২০২১-২২ অর্থ বছরে বার্ষিক প্রতিবেদন **প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজের তালিকাঃ**

ক্রঃনং	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সম্পাদিত কাজ	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সম্পাদিত কাজের বিপরীতে ব্যায়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	কাজের শ্রেনী
০১।	বাঅনৌপক, ভবনের ২য় তলায় (আংশিক) মেরামত, অফিস কক্ষের পুনবিন্যাস পূর্বক মডিফিকেশনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ ।	১০০.০০ লক্ষ টাকা	নিজস্ব কাজ
০২।	সদরঘাট টার্মিনাল ভবন-০২ এর পুরাতন ও ক্ষতিগ্রস্থ ওভার হেড পানির ট্যাংক ভেঙ্গে নতুনভাবে ওভারহেড ট্যাংক স্থাপন কাজ।	১৫.০০ লক্ষ টাকা	
০৩।	বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের নিচতলায় ওয়েটিং রুম স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	৩০.০০ লক্ষ টাকা	
০৪।	বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের ২য় তলায়আধুনিকমানেরলাইব্রেরী/ কমপ্লেক্স (বঙ্গবন্ধু কর্ণার, আর্কাইড, মিনি থিয়েটার ও তথ্য প্রযুক্তি সম্বলিত) নির্মাণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	৮০.০০লক্ষ টাকা	
০৫।	বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের ৩য় তলার অর্থ বিভাগ ও হিসাব বিভাগের স্টোর রুম স্থানান্তরপূর্বক ৪র্থ তলার জিপিএফ শাখা সন্নিকটে পুনর্নির্মাণ কাজ।	৩৪.০০ লক্ষ টাকা	
০৬।	বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের ৩য় তলার ল্যান্ড এন্ড স্টেট বিভাগ কর্তৃক ব্যবহৃত স্থনটি আইন শাখা ও আইসিটি বিভাগের মধ্যে সমন্বয় পূর্বক পুনর্নির্মাণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	৩০.০০ লক্ষ টাকা	
০৭।	Supply, Installation of Emergency Esape Stair with fire door & Related fire fighting equipment works for BIWTA Head office Building (Part)	৫০.০০ লক্ষ টাকা	
০৮।	পাগলা ষ্টাফ কোয়ার্টাওে বসবাসরত স্টাফদের নিরাপত্তার জন্য আলাদা নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ	১২.১৫ লক্ষ টাকা	
১৩।	ঢাকা ডিভিশনের আওতাধীন কর্তৃপক্ষের ইজারা প্রদত্ত সকল ঘাট/পয়েন্টসহ তাদের অন্তর্ভূক্ত ফেরীঘাটগুলোর (১২টি) দৃষ্টিনন্দন টোলঘর স্থাপন কাজ।	৩৪.০০ লক্ষ টাকা	**জনস্বার্থে কাজ**
১৪।	ঢাকা নদী বন্দরের অধীনে সদরঘাট, ওয়াইজঘাট, লালকুটিঘাট, উল্টিগঞ্জ, নবাব বাড়ী ঘাট, আমিনবাজার গাবতলী সহ অন্যান্য এলাকায় স্পাড নির্মাণ / সংস্কার ও স্পাড সংস্কার ও পুনস্থাপন কাজ।	১৮.০০লক্ষ টাকা	
১৫।	জরুরী ভিত্তিতে পাগলা ভিআইপি জেটি এলাকায় ব্যাংক প্রটেকশন নির্মান কাজ।	৪৫.০০ লক্ষ টাকা	
১৬।	হরিনা রো-রো ও কনভেনশনাল ফেরীঘাটের বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষন ও সমন্বয় করন কাজ। (১লা জানু.'২২ হতে ৩১ শে	৩০.০০ লক্ষ টাকা	

	ডিসে.'২২)		
১৭।	আলুবাজার রো-রো ও কনভেনশনাল ফেরীঘাটের বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষন ও সমন্বয় করন কাজ। (১লা জানু.'২২ হতে ৩১ শে ডিসে.'২২)	২৮.০০ লক্ষ টাকা	
১৮।	ফরিদপুর সিএন্ডবি কার্গোঘাট এর ৩টি ষ্টীল জেটি ও কাজিরহাট স্পীডবোট ঘাট সংযোগ সড়ক নির্মানসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	১৪.০০ লক্ষ টাকা	
১৯।	বাঅনৌপক,বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন তজুমউদ্দিন সী- ট্রাক ঘাট লঞ্চঘাটের এপ্রোচরোড নির্মান সহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	১০.০০ লক্ষ টাকা	
২০।	বাঅনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন তেলিখালী লঞ্চঘাটে ষ্টীল স্ট্রাকচার জেটি নির্মান ও ০২(দুই) টি ৩০" ডায়া এমএস স্পাড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	২৭.০০ লক্ষ টাকা	
২১।	বাঅনৌপক, বরিশালস্থ জেলা প্রশাসন ঘাটে একটি ষ্টীল ও ২টি ২০˝ ডায়া এম.এস স্প্যাড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	২০.০০ লক্ষ টাকা	
২২।	বাঅনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের মাদারীপুর লঞ্চঘাটের স্টীল গ্যাংওয়ের ডেকিং প্লেট পরবির্তন সহ রং করন ও অতিরিক্ত ০২ টি ৩০" ডায়া এমএস স্পাড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	২৫.০০ লক্ষ টাকা	
২৩।	বাঅনৌপক, ভোলা নদী বন্দরের ০২টি গ্যাংওয়ের ১০ ফুট বর্ধিত করন ও ডেকিং প্লেট পরিবর্তন, গ্যাংওয়ে রং করন ও গ্যাংওয়ের টিন পরিবর্তন সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	২০.০০ লক্ষ টাকা	
২৪।	বাঅনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন বেতুয়া লঞ্চ ঘাটে একটি ষ্টীলস্ট্রাকচার জেটি নির্মান ও পুরাতন জেটি মেরামত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	১৩.০০ লক্ষ টাকা	
২৫।	**যশোরস্থ ডিজিপিএস ষ্টেশনের যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য একটি ভবন নির্মান কাজ (প্রথম পর্যায়)।**	৭৫.০০ লক্ষ টাকা	
২৬।	সদরঘাট টার্মিনাল বিল্ডিং-১ এর স্থানান্তরিত আনসার ও পুলিশ ব্যারাক স্থানে যাত্রী সুবিধা নির্মাণ কাজ।	৪৫.০০ লক্ষ টাকা	
২৭।	নৌ-দূর্ঘটনা রোধকল্পে সদরঘাটের বিপরীতে আগানগর ঘাটে যাত্রী পারাপারের জন্য ১টি জেটি ও ২টি ২৪ ইঞ্চি ডায়া স্পাড স্থাপন কাজ।	৩৫.০০ লক্ষ টাকা	
২৮।	সোয়ারীঘাটের বিপরীত প্রান্তে ট্রলারঘাটের জিনজিরার জন্য কেরানিগঞ্জ অংশে ১টি জেটি ও ২টি ২৪ ইঞ্চি ডায়ার স্পাড স্থাপন কাজ।	৩৫.০০ লক্ষ টাকা	জনস্বার্থে কাজ
২৯।	নৌ-দূর ঘটনা রোধকল্পে সদরঘাটের বিপরীতে তেল ঘাটে যাত্রী পারাপারের জন্য একটি জেটি ও দুইটি ২৪˝ ডায়া এম.এস স্পাড স্থাপন কাজ ।	৩৫.০০ লক্ষ টাকা	
৩০।	ঢাকা নদী বন্দরের আওধীন চম্পাতলী শুল্ক আদায় ও লেবার হ্যান্ডলিং পয়েন্ট ১টি আরসিসি সিড়ি নির্মাণ কাজ।	৩০.০০ লক্ষ টাকা	
৩১।	রাজাবাড়ী মিরাশ পাড়া ঘাটের আরসিসির সিড়ির উপর সেড নির্মাণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	১০.০০ লক্ষ টাকা	
৩২।	**ময়মনসিংহ রূপচন্দ্রপুর ডিজিপিএস ষ্টেশনে অফিস ভবন নির্মানসহ আনুষঙ্গিক কাজ (১ম পর্যায়)**	৭৪.০০ লক্ষ টাকা	
৩৩।	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশন আওতাধীন মীরকাদিম নদী বন্দরের ব্যাংক প্রটেকশনসহ আনুসাঙ্গিক কাজ।	৬০.০০ লক্ষ টাকা	
৩৪।	নারায়ণগঞ্জ সেন্ট্রাল ফেরীঘাট এলাকায় সেডেড ওয়াকওয়ে বর্ধিত করন কাজ	১৫.০০ লক্ষ টাকা	
৩৫।	নয়ার হাট লঞ্চঘাটে ষ্টীল জেটি ও ষ্টীল স্পাড নির্মাণ স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	৩৫.০০ লক্ষ টাকা	
৩৬।	বাঘাবাড়ী নদী বন্দর এলাকায় স্লোপ প্রটেকশনের ক্ষতিগ্রস্থ (ফুড গোডাউন) অংশের পুনঃনির্মাণ কাজ।	২০.০০ লক্ষ টাকা	

৩৭।	বাঅনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন দক্ষিন কৌড়িখাড়া লঞ্চঘাটে ষ্টীল স্ট্রাকচার জেটি নির্মান ও ০২ (দুই) টি ৩০" ডায়া এমএস স্পাড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	৩৫.০০ লক্ষ টাকা	
৩৮।	বাঅনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন নন্দিরবাজার লঞ্চঘাটে ষ্টীল স্ট্রাকচার জেটি নির্মান ও ০২ (দুই) টি ৩০" ডায়া এমএস স্পাড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	৩৫.০০ লক্ষ টাকা	
৩৯।	বাঅনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন কাউখালী লঞ্চঘাটে অতিরিক্ত ০২(দুই) টি ৩০" ডায়া এম,এস স্পাড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	২৫.০০ লক্ষ টাকা	
৪০।	বাঅনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনাধীন চড়গরাবদী লঞ্চঘাটের ওয়াকওয়ে নির্মান ও জেটি মেরামতসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	১০.০০ লক্ষ টাকা	
৪১।	বাঅনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনাধীন চরমন্তাজ লঞ্চঘাটের জেটি নির্মান, স্পাড স্থাপন ও রাস্তা নির্মানসহ কাজ।	৩০.০০ লক্ষ টাকা	
৪২।	বাঅনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনাধীন দশমিনা উপজেলার হাজীরহাট লঞ্চঘাটে একটি ষ্টীল জেটি ও ২টি এম.এস স্পাড (৩০ˊˊ ডায়া) স্থাপনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	৩০.০০ লক্ষ টাকা	
৪৩।	মনিরামপুর ডিজিপিএস ষ্টেশনের ভবন, রাস্তা, গেইটসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি পুনঃনির্মান কাজ।	৪৫.০০ লক্ষ টাকা	
৪৪।	শিমুলিয়া (মাওয়া) এলাকায় ১ (এক) টি ডাবল রো-রো ফেরীঘাট ও ২(দুই)টি কনভেনশনাল ও ১টি ভিআইপি ফেরীঘাট পুনঃ নির্মাণ, স্থানান্তর, মেরামত, সংরক্ষণ ও সমন্বয় সাধন কাজ।	৪৫.০০লক্ষ টাকা	
৪৫।	ঢাকা ডিভিশনের আওতাধীন ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার মৈনুট ঘাট এবং ফরিদপুর জেলার চরভদ্রাসন উপজেলার গোপালপুর ঘাট এলাকায় যাত্রী পরিবহন সংরক্ষন, মেরামত ও সমন্বয়করন কাজ।	২০.০০ লক্ষ টাকা	
৪৬।	ইলিয়াছ আহমেদ চৌধুরী (বাংলাবাজার) এলাকায় পিবিআর এলপি জলযান ঘাটের জন্য এইচ বিবি সড় ও পার্কিং ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ।	১৬.০০লক্ষ টাকা	
৪৭।	ঢাকা নদী বন্দরের আওতাধীন মুসলিমবাগ (ঠোটার মাথায়) যাত্রী সাধারন ও মালামাল উঠানামার সুবিধার্থে ২টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মান কাজ।	৬৩.০০ লক্ষ টাকা	
৪৮।	আলুবাজার পার্কিং ইয়ার্ডের ভাঙ্গন প্রতিরোধকসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	৩৫.০০ লক্ষ টাকা	
৪৯।	পাটুরিয়াস্থ ফেরিঘাট এলাকার ফেরিঘাট সমূহের বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষন ও সমন্বয় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	৬০.০০ লক্ষ টাকা	
৫০।	দৌলতদিয়াস্থ ফেরিঘাট এলাকার ফেরিঘাট সমুহের বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষন ও সমন্বয় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	৬৫.০০ লক্ষ টাকা	
৫১	নারায়নগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন নরসিংদী টার্মিনাল এলাকার অভ্যন্তরীণ ও স্পীডবোট ঘাটে যাওয়ার সংযোগ সড়ক নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ	৯.৪১ লক্ষ টাকা	
৫২	চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন মরিচাকান্দি লঞ্চঘাটের ষ্টীল স্পাড ও ষ্টীল জেটি পূনঃনির্মাণসহ স্থাপন কাজ	১২.৭৫ লক্ষ টাকা	

ড্রেজিং বিভাগ

ক) পুরকৌশল শাখাঃ

❖ অভ্যন্তরীণ ফেরী/নৌপথে সারাবছর ফেরী, লঞ্চ, কার্গো ইত্যাদি জাহাজ নির্বিঘ্নে চলাচলের লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় ২০২১-২২ অর্থবছরেও সংরক্ষন খননের (মেইনট্যানেন্স ড্রেজিং) আওতায় জাতীয় গুরুত্বপূর্ন পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া,

পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ি, শিমুলিয়া-কাঠালবাড়ি,লাহারহাট-ভেদুরিয়া, মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেল, বরিশাল-পাতারহাট, বরিশাল-পটুয়াখালী,ঢাকা-বরিশালনৌপথ,হরিণা-আলুবাজার, বরিশাল-নাজিরহাট-লালমোহন,পটুয়াখালী-আমতলী, ভোলা-লক্ষীপুর, ভৈরব- ছাতক, বালাশী-বাহাদুরাবাদ, কক্সবাজার-মহেশখালী-দোহাজারী, সন্দ্বীপ-কুমিরা, মাদারীপুর-টেকেরহাট, চিলমারি -রৌমারি-রাজীবপুর, নরসিংদী -মরিচাকান্দি -সলিমগঞ্জ ইত্যাদি ফেরী/নৌ-পথে ড্রেজিং করা হয়েছে। এছাড়া প্রটোকল রুটের আওতায় আশুগঞ্জ -জকিগঞ্জ নৌ-পথ, সিরাজগঞ্জ সাহেবের আগলা নৌ-পথ সংরক্ষন ড্রেজিং করা হয়েছে।**২০২১-২২ অর্থবছরে** সংরক্ষন খননের আওতায় খননকৃত মাটির পরিমাণ **২২৬.৬৭ লক্ষ ঘনমিটার** ।

State Minister for Shipping Khalid Mahmud Chowdhury attends at an agreement signing ceremony for dredging Chattogram-Dhaka-Ashuganj and connected river routes and establishing terminal along with other establishments funded by World Bank held at Hotel Radisson in the city on Saturday. Secretary of the Shipping Ministry Mezbah Uddin Chowdhury and BIWTA Chairman Commodore Golam Sadek were also present at the ceremony.
■ NN photo

লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ ঘনমিটার)		অগ্রগতি (লক্ষ ঘনমিটার)		মোটঅগ্রগতি (লক্ষ ঘনমিটার)
বিআইডব্লিউটিএ’র ড্রেজার	বেসরকারী ড্রেজার	বিআইডব্লিউটিএ’র ড্রেজার	বেসরকারী ড্রেজার	
১৬৩.১৫	২৪৯.৭৫	৭৬.৬৫	১৫০.০২	২২৬.৬৭

<u>২০২০-২১ অর্থবছরে ড্রেজিংবিভাগের অধীনে বাস্তবায়নাধীনউন্নয়ন প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ</u>

❖ ১)“অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (১মপর্যায়ঃ ২৪টি নৌ-পথ)”শীর্ষক প্রকল্প, ২)“পুরাতন ব্রক্ষ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই ও পূনর্ভবা নদী নাব্যতা উন্নয়ন ও পূনরুদ্ধার “ শীর্ষক প্রকল্প এবং৩) “ঢাকা-লক্ষীপুরনৌ-পথেরলক্ষীপুর প্রান্তে মেঘনা নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় **২০২১-২২**অর্থ বছরে **২৪১.৪৩ লক্ষ ঘনমিটার** মাটি খনন করে**৩১৫.৪৯ কিলোমিটার**নৌপথ নাব্য করা হয়েছে

খ)**<u>যান্ত্রিক শাখাঃ</u>**

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	২০২১-২২ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম/সাফল্য
০১	“২০টি ড্রেজারসহ সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ”শীর্ষক প্রকল্প	প্রকল্পের আওতায় শিমুলিয়া ড্রেজার বেইজ, আরিচা ড্রেজার বেইজ এবং খুলনা ড্রেজার বেইজ নির্মান করা হয়েছে।
০২	“৩৫টি ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসহ আনুষাঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প	প্রকল্পের আওতায় ০১টি কেবিনক্রুজার এবং ০৫টি এম্ফিবিয়ান এক্সকেভেটর সংগৃহীত হয়েছে।

২ টি ২৮”, ২ টি ২৪” কাটার সাকশন ড্রেজার, ১ টি বয়া লেয়িং জাহাজ নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করেন নৌ-পরিবহন মন্ত্রনালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এম.পি.

যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগঃ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগের অদীনের নৌ-যান, নৌ-যন্ত্র ও নৌ-প্রকৌশল সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী বাস্তবায়ন, কারিগরী সহায়তা প্রদান, নতুন নৌযান সংগ্রহ, ভাসমান কাঠামো ও পন্টুন নির্মাণ ইত্যাদি কাজ করা হয়ে থাকে। এ বিভাগের সকল কর্মকান্ড নৌ-স্থাপত্য শাখা, মেরিন শাখা, ভাসমান ডক, নৌ-মেরামত কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জ এবং নৌ-বহর কেন্দ্র, বরিশাল এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কর্তৃপক্ষের জাহাজ বহর যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন সরকারী, বে-সরকারী সংস্থায় কারিগরী বিশেষজ্ঞ সহায়তা প্রদান করা হয়।

এ বিভাগের দায়িত্ব ও কাজের পরিধি

* কর্তৃপক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল নৌ-যান সংগ্রহের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ;
* বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের বিভিন্ন ঘাট সমূহে ল্যান্ডিং ষ্টেশন নির্মাণ ও স্থাপণ ;
* নৌ-পথে চলাচলকারী ছোট-ছোট কান্ট্রি বোট এর কারিগরী সহায়তা প্রদান ;
  * অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরসমূহের জন্য পন্টুন নির্মাণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন এবং বিনির্দেশ প্রস্তুতকরণ, দরপত্র দলিল প্রণয়ন, মূল্যায়ণ ও পরিদর্শন এর মাধ্যমে তা সফলভাবে বাস্তবায়ণ করা ;
  * ডেক ও ইঞ্জিন সাইডের প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ সম্পন্ন করে কর্তৃপক্ষের জাহাজ সমূহকে নৌ-পথে চলাচলের জন্য সার্বক্ষণিক সচল রাখা;
* সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে মেরিন ও নৌ-স্থাপত্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সহায়তা প্রদান ;
* প্রয়োজনে জাহাজের ভাসমান কর্মচারীসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ;

* ৮০০ টন উত্তোলন ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তৃপক্ষের ভাসমান ডক পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণকরন। এ ছাড়া কর্তৃপক্ষের চাহিদা ও অনুমোদন স্বাপেক্ষে ভাসমান ডকে নৌযান সমূহের ডকিং, আনডকিং সহ জরুরী মেরামত কাজ সম্পাদন করা ;

* জাহাজ মেরামত ও সংরক্ষনের প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ;
* জাহাজের খুচরা যন্ত্রাংশের চাহিদা প্রণয়নসহ সংগ্রহের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ও
* বাজেট প্রণয়ন ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

২০২১-২০২২ অর্থবছরেব রাদ্দকৃত বাজেটের আওতায় যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগের অধীনে বাস্তবায়িত কাজের বিবরণঃ

মেরিন শাখাঃ

মেরিন শাখার অধীনে কর্তৃপক্ষের ৭৬ টি জলযানের মেরামত ও সংরক্ষন, ইঞ্জিন ওভারহোলিং, নতুন ইঞ্জিন/জেনারেটর সংগ্রহ কাজ করা হয়ে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এ শাখার অধীনে নিম্নোক্ত কাজগুলো সম্পাদন করা হয়েছে;
১) ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজ করা হয়েছে- ০৪(চার)টি জাহাজের;
২) ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ/ইঞ্জিন সংগ্রহ সহ ফিটিংফিক্সিং কাজ করা হয়েছে- ১৭(সতের) টি জাহাজের;
৩) জরুরী প্রয়োজনে জলযানের রানিং মেরামত কাজ করা হয়েছে- ৩৬ (ছত্রিশ) টি জাহাজের;

নৌ-স্থাপত্য শাখাঃ

নির্মিত ও মেরামতকৃত পন্টুনের কাজের সারসংক্ষেপঃ-

বাঅনৌপপন্টুন কর্তৃপক্ষের ফেরী-, স্পীডবোট পন্টুন, ছোট, মাঝারী ও বড় আকৃতির পন্টুনসহ ৬০০ টির অধিক পন্টুন রয়েছে। বাৎসরিক মেরামতের কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগের নৌ-স্থাপত্য শাখা কর্তৃক প্রতি বছর ৩০-৩৫ টিপন্টুন ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত করা হয়। এছাড়া কর্তৃপক্ষের চাহিদার ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঘাটের জন্য ৩-৪ টি বিভিন্ন আকৃতির পন্টুনের নির্মাণ ও স্থাপন কাজ সম্পাদন করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে অত্র শাখার অধীনে নিম্নোক্ত কাজগুলো সম্পাদন করা হয়েছেঃ

১। ৩৫টি পন্টুনের বড় ধরনের (ডকিং সহ) মেরামত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে সংশ্লিষ্ট ঘাটে স্থাপন করা হয়।
২। বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের জন্য ০৩টি স্পীডবোট পন্টুন সংগ্রহ করে নির্ধারিত ঘাটে স্থাপন করা হয় (মৈনট ঘাট, লাহারহাট ও এবং পটুয়াখালীর কোড়ালিয়া ঘাটের জন্য)।

"আনুষাঙ্গিক সুবিধাদিসহ বিশেষ ধরনের টার্মিনাল পন্টুন নির্মাণ ও স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের সার-সংক্ষেপঃ

১। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১টি বিশেষ ধরনের মাঝারী আকৃতির পন্টুনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে নির্ধারিত ঘাটে (ঢাকা নদীবন্দর, সদরঘাট) স্থাপন করা

চিত্রঃ কর্তৃপক্ষের মৈনটঘাট, দোহারের জন্য নির্মিত পন্টুন

চিত্রঃ কর্তৃপক্ষের লাহারহাট, বরিশালের জন্য নির্মিত পন্টুন

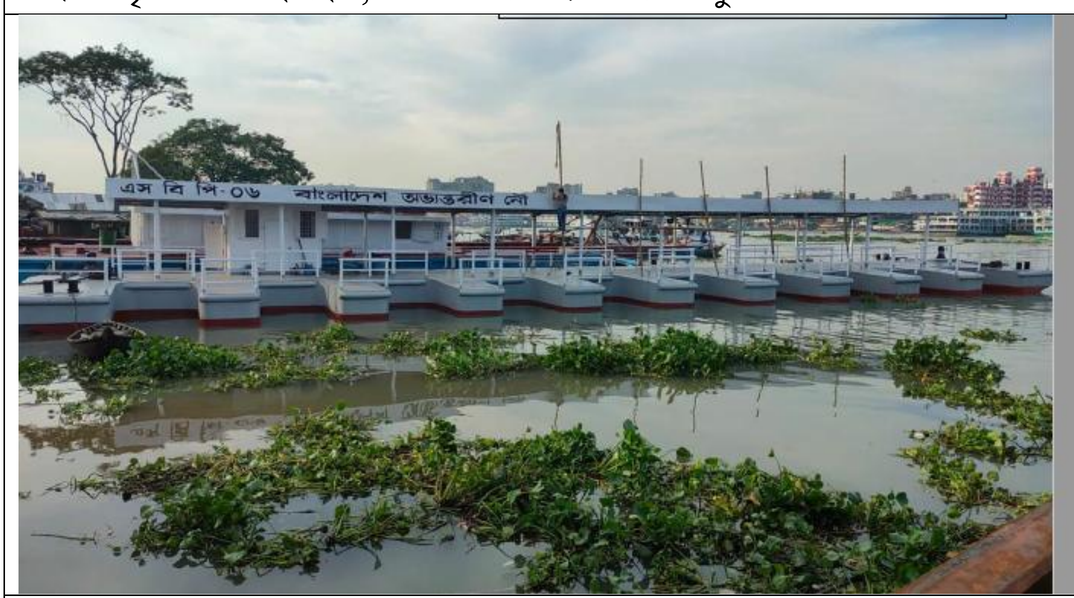

চিত্রঃ কর্তৃপক্ষের কোড়ালিয়া, পটুয়াখালীর জন্য নির্মিত পন্টুন

চিত্রঃ বড় ধরনের (ডকিংসহ) মেরামত শেষে কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন ঘাটে স্থাপনকৃত পন্টুনসমূহ

ভাসমানডকশাখাঃ

১) ভাসমানডকসংলগ্নহাউজবোট, পন্টুন-এমপি-৭১ সহভাসমানডকেরবিবিধমেরামতকাজকরাহয়েছে;

হাইড্রোগ্রাফি বিভাগঃ

১। ২১শে জুন'২০২২ বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস ২০২২ উদযাপিত হয়েছে।

২। ৫৪টি গেজ ষ্টেশন আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

৩। হাইড্রোগ্রাফি বিভাগের জোয়ার-ভাটা শাখায় বর্তমানে মংলা বন্দরের হিরণ পয়েন্ট ও মংলা গেজ ষ্টেশনসহ অত্র কর্তৃপক্ষের ৫৪টি ডিজিটাল গেজ মেশিনে ডিজিটাল ডাটা সংগ্রহ করে থাকে। জোয়ার-ভাটার বাৎসরিক আগাম পূর্বাবাস পুস্তিকা **" Bangladesh Tide Table"** প্রণয়ন ও সরবরাহ, সমগ্র দেশের নদীর তীরবর্তী ও নদীর উপর কোন স্থাপনা(ব্রীজ ও বৈদ্যুতিক লাইন) তৈরীর নিমিত্তে **Standard High Water Level (SHWL)** নির্ধারণ ও সরবরাহ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক পানির সমতল (**Water Level**)এর উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২১-২০২২ অর্থবছরে উপাত্ত বিক্রি বাবদ ১,৭৯ ,৬৪২ টাকা কর্তৃপক্ষের রাজস্ব খাতে জমা করা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণামূলক কাজের নিমিত্ত বিনামূল্যে উপাত্ত্ব সরবরাহ করা হয়েছে।

৪। ২,৭০২.৮৮৯ কিঃ মিঃ অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫। ১,৭৪১.২২ বর্গ কিঃ মিঃ উপকুলীয় জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৬। **Hypack Software** এর মাধ্যমে ১৭টি **Dongle** কে আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

৭। এছাড়া **Multibeam** ব্যবহারের জন্য **user friendly** ও আধুনিক **Highsweep Software** ক্রয় করা হয়েছে।

ক্রয় ও সংরক্ষণ বিভাগ ঃ

০১। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ক্রয় ও সংরক্ষণ বিভাগ এর ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

০২। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ক্রয় ও সংরক্ষণ বিভাগ কর্তৃক ১৩ টি ক্রয়াদেশ প্রদান করা হয়।

০৩। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ২৩৭৬ জন কর্মচারীদেরকে জুতা, শীতকালীন পোষাক, ছাতা ও নামের ব্যাজ সরবরাহ করা হয়।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগের পূর্ত কাজের

লক্ষ্যমাত্রার পরিমাণঃ

সীমানা চিহ্নিতকরণ	৩১৫ একর
সীমানা পিলার	২৫৫ টি
সাইনবোর্ড স্থাপন	২৬ টি

ক্রঃ নং	কাজের নাম	কাজের বিবরণ			কাজের অগ্রগতি
		সীমানা চিহ্নিতকরণ (একরে)	সীমানা পিলার	সাইনবোর্ড	
০১.	নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলাধীন মাহমুদাবাদ মৌজায় বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ভূমির সীমানা বরাবর আরসিসি সীমানা পিলার দ্বারা কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ কাজ।	২.০০	৪০টি	-	কাজটি বাস্তবায়ন হয়েছে।
২০.	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলাধীন ভেলাকোপা মৌজায় অধিগ্রহণকৃত ভূমির সীমানা বরাবর আরসিসি সীমানা পিলার দ্বারা কাঁটাতারের বেড়া ও সাইনবোর্ড নির্মাণ/স্থাপন কাজ।	-	৫০ টি	২ টি	কাজটি বাস্তবায়ন হয়েছে।
০৩.	পাবনা জেলার বেড়া উপজেলাধীন পায়নাতেঘরী মৌজায় অধিগ্রহণকৃত ভূমির সীমানা বরাবর আরসিসি সীমানা	-	৪২ টি	১ টি	কাজটি বাস্তবায়ন হয়েছে।

	পিলার দ্বারা কাঁটাতারের বেড়া ও সাইনবোর্ড নির্মাণ/স্থাপন কাজ।				
০৪.	ঢাকা জেলার ধামরাই ও গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলাধীন বংশী রিভার প্রকল্পভুক্ত ভূমির সীমানা বরাবর আরসিসি সীমানা পিলার নির্মাণ এবং স্থাপন কাজ।	-	১২৩ টি	-	কাজটি বাস্তবায়ন হয়েছে।
০৫.	ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলাধীন বংশী রিভার প্রকল্পভুক্ত ভূমির সীমানা বরাবর সাইনবোর্ড নির্মাণ এবং স্থাপন কাজ।	-	-	৮ টি	কাজটি বাস্তবায়ন হয়েছে।
০৬.	খুলনা ও বাগেরহাট জেলাধীন আলাইপুর-যাত্রাপুর খালের পার্শ্বস্থ ভূমির সীমানা চিহ্নিতকরণ কাজ।	৩১৩.০০	-	-	কাজটি বাস্তবায়ন হয়েছে।
০৭.	খুলনা ও বাগেরহাট জেলাধীন আলাইপুর-যাত্রাপুর খালের পার্শ্বস্থ ভূমিতে সাইনবোর্ড নির্মাণ এবং স্থাপন কাজ।	-	-	১৫ টি	কাজটি বাস্তবায়ন হয়েছে।
	মোট=	৩১৫ একর	২৫৫টি	২৬টি	

নৌ-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ

বিআইডব্লিউটিএ'র অধীনে সারাদেশে ০৩ (তিন) টি নৌ-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে । এসকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রতি বছর নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী ডেক ও ইঞ্জিন কর্মী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন । পরবর্তীতে তারা দেশী-বিদেশী, ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের নৌযানে ডেক-ইঞ্জিন কর্মী হিসেবে সুনামের সাথে কাজ করছেন । এছাড়া উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ থেকে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দসহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দ স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন ।

ডেক ও ইঞ্জিন কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নারায়নগঞ্জ এর পরিচিতিঃ

২০২১-২২ অর্থ বছরের উল্লেখ্যযোগ্য কার্যাবলীঃ

ক) মেরিন শিক্ষানবিশদের পাঠদানে সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

খ) নৌযানকর্মী প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা জুলাই-২০২১ হতে জুন-২০২২ পর্যন্ত প্রায় ৪৫৭৪ জন।

গ) কেন্দ্রের ইঞ্জিন বিভাগের জনবল সচিব কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

০২. ২০২০-২১ অর্থ বছরের উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণঃ

বিশ্বব্যাংক কর্তৃক নতুন ভবন নিমার্ণের জন্য আগত বিভিন্ন পরিদর্শকগণ কর্তৃক ডিইপিটিসি পরিদর্শন এবং নতুন ভবন নির্মানের জন্য সয়েল টেষ্ট, বেসিক ডিজাইন, ডিটেইল্ড ডিজাইন ও বিডিং ডকুমেন্ট তৈরী সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে দরপত্র মূল্যায়নের কার্যক্রম চলমন রয়েছে।

০৩. ২০২০-২১ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ

ডেক ও ইঞ্জিন কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি অভ্যন্তরীণ ও কোস্টাল নৌযানকর্মীদের একটি ঐতিহ্যবাহী স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় এখন প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ২৪টি কোর্স চলমান রয়েছে। একবছর মেয়াদী মেরিন এ্যাপ্রেন্টিসশীপ কোর্সে ১৩৫ জন ক্যাডেটের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ০১ মাস মেয়াদী পরিক্ষা প্রস্তুতীমূলক কোর্সে এ বছর ৪৫৭৪ জন নৌযানকর্মীকে ক্যাম্পাসে সশরীরে পাঠদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মেরিন শিক্ষানবিশদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ট্রেনিং শীপ সিদ্দিকী নিবন্ধন সনদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় নতুন জাহাজ বিআইডব্লিওটিএ ভৈরব এর নিয়মিত ডকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রশিক্ষণ ভয়েজ করার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এ ছাড়াও কেন্দ্রের পরিবেশ রক্ষায় ক্যাম্পাসে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিআইডব্লিউটিএ'র ২০২১-২২ অর্থবছরের চলমান প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত (সাময়িক) বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অর্থায়নের উৎস	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পঃ					
১।	কন্ট্রোল স্টেশন ও মনিটরিং স্টেশনসহ তিনটি ডিজিপিএস বিকন স্টেশন আধুনিকরণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২২)	জিওবি	১৯৬৮.০০	১৯০৬.৩৮ (৯৬.৮৭%)	১০০%
২।	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (১ম পর্যায়ঃ ২৪টি নৌ-পথ) (২য় সংশোধিত)(জুলাই ২০১২-জুন ২০২২)	জিওবি	১৯২৩০০.০০	১৬১৬৯৫.৩৫ (৮৪.০৮%)	৯৯%
৩।	২০টি ড্রেজারসহ সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ (২য় সংশোধিত)(জুলাই ২০১৫-জুন ২০২২)	জিওবি	২০৩০২৫.৮৭	২০১৫১২.৭৪ (৯৯.২৫%)	১০০%
৪।	মংলা হতে চাঁদপুর- মাওয়া- গোয়ালন্দ হয়ে পাকশী পর্যন্ত নৌরুটের নাব্যতা উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২৫)	জিওবি	১২৯০০০.০০	৬৭১১১.৩৭ (৫২.০২%)	৫২.৫৮ %
৫।	নগরবাড়ীতে আনুষংগিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর নির্মাণ (১ম সংশোধিত)(জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩)	জিওবি	৫৫২৯৫.০০	১৯৯৩২.৬৮ (৩৬.০৪%)	৩৮.২৫ %
৬।	বুড়িগংগা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভুমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষংগিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)(জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩)	জিওবি	১১৮১১০.৩১	২৮২৮০.১৩ (২৩.৯৪%)	৪০%
৭।	পুরাতন ব্রক্ষপুত্র, ধরলা, তুলাই এবং পুনর্ভবা নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার (সেপ্টেম্বর ২০১৮-জুন ২০২৪)	জিওবি	৪৩৭১০০.০০	৪৯৩৯৩.৪৪ (১১.৩০ %)	১৩.৬১%
৮।	৩৫টি ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসহ আনুষংগিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ (অক্টোবর	জিওবি	৪৪৮৯০৩.৪২	৩০২৫০.৯০ (৬.৭৩%)	১৫.১০%
৯।	আনুষংগিক সুবিধাদিসহ বিশেষ ধরনের টার্মিনাল পন্টুন নির্মাণ ও স্থাপন (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২২)	জিওবি	১৬১০৩.৫০	১৫৫৩৭.৪১ (৯৬.৪৮%)	১০০%
১০।	ঢাকা-লক্ষীপুর নৌ-পথের লক্ষীপুর প্রান্তে মেঘনা নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন(জানুয়ারী ২০২০-জুন ২০২৩)	জিওবি	৪৯৮৮.০০	২৪৭১.৯৭ (৪৯.৫৫%)	৬৪%
১১।	পাটুরিয়া এবং দৌলতদিয়ায় আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর আধুনিকীকায়ন (জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২)	জিওবি	১৩৫১৭০.০০	১১৫২.৭১ (০.৮৫%)	৪.৫০%

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অর্থায়নের উৎস	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক	বাস্তব
১২।	চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলার ছিখটিয়া ব্রীজ হতে সূচীপাড়া ব্রীজ পর্যন্ত ডাকাতিয়া নদীর উত্তরপাড়ে ওয়াকওয়ে ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৩)	জিওবি	৪৭৮০.০০	২৫৩৩.০৬ (৫২.৯৯%)	৫৯.৬২%
১৩।	বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌ-পথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২৫)।	জিওবি ও বিশ্বব্যাংক	৩৩৪৯৪২.০০ (৩০৫২৮০)	১৩২৫৫.১৭ (৩.৯৫%)	৩৩.৩৪%
১৪।	আশুগঞ্জ অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-বন্দর স্থাপন (জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২১)।	জিওবি	১২৯৩০০.০০ (৪৩১০০)	৬৭৬১৪.২৪ (৫২.২৯%)	৫২.৪৪%
কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ					
১৫।	প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসহ বিআইডব্লিউটিএ'র উদ্ধারকারী জলযানের জন্য হাইড্রোলিক ইঞ্জিনসহ অন্যান্য খুচরা যান্ত্রাংশ সংগ্রহ। (জুলাই ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২১) ।	কোরিয়ান ইডিসিএফ	৪১৭.৯৮ (২৫৩.৫০)	৩২৬.৫৭ (৭৮.১৩%)	১০০%
সম্প্রতি নতুন অনুমোদিত প্রকল্পঃ					
১৬	চিলমারী এলাকায় (রমনা, জোড়গাছ, রাজিবপুর, রৌমারী, নয়ারহাট) নদী বন্দর নির্মাণ (জুলাই ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৩)	জিওবি	২৩৫৫৯.০০	৪৮.৪৭ (০.২১)	০.১৬%
১৭	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড হাই ওয়াটার লেভেল, স্ট্যান্ডার্ড লো ওয়াটার লেভেল নির্ধারণ এবং অভ্যন্তরীণ নৌপথের পুনঃশ্রেণী বিন্যাসকরণ (অক্টোবর ২০২১-সেপ্টেম্বর ২০২৩)	জিওবি	১৮৩০.৫৭	৩৪৬.৪৪ (১৮.৯২%)	১.২৬%

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে গৃহীত কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন।

বিআইডব্লিউটিএতে শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী পালিত
৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক শহীদ শেখ কামালের ৭২তম জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষে বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক কর্মকর্তামূলক বই এবং -কর্মচারীদের মাঝে শেখ কামালের জীবনী ও কর্মকা-দুস্থ মানুষের মাঝে খাদ্য বিতরণ করেন। গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।-অসহায়

এমভি আকরামের প্রদর্শনী স্থান পরিদর্শন
মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক এমপি, নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি এবং সাবেক নৌপরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খান এমপি ৪ আগস্ট নারায়ণগঞ্জে নৌপথে মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত জাহাজ 'এমভি আকরাম'-এর প্রদর্শনীর সম্ভাব্য স্থান পরিদর্শন করেন। বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক এবং সংশ্লিষ্ট গণ্যমান ব্যক্তি ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

শিমুলিয়াবাংলাবাজার নৌরুট পরিদর্শন-

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি ১৩ আগস্ট মুন্সিগঞ্জের শিমুলিয়া ফেরিঘাট, শিমুলিয়াবাংলাবাজার নৌরুট এবং -শরীয়তপুরের মাঝিরকান্দি ঘাট পরিদর্শন করেন। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী, বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক এ সময় তার সাথে ছিলেন।

তুলাই নদীর দুই পাড়ে বৃক্ষরোপণ

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি ১৯ সেপ্টেম্বর দিনাজপুরের বিরলে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক খননকৃত তুলাই নদীর দুই পাড়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

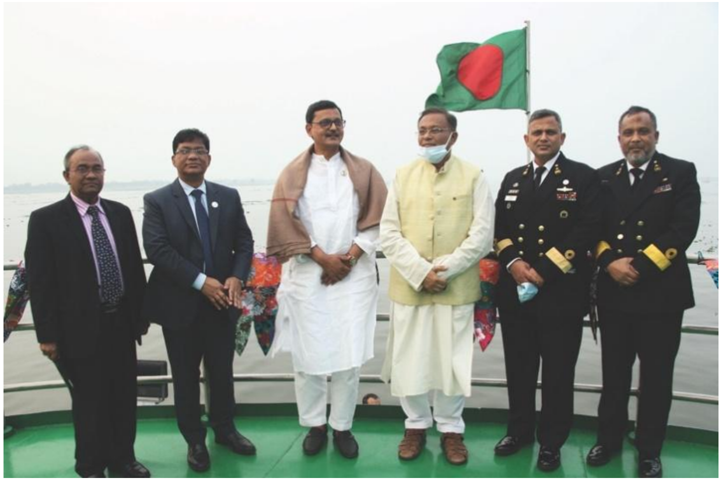

“বঙ্গবন্ধু: শাশ্বত বাংলার প্রতিরূপ” সেমিনার শেষে এক ফ্রেমে
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জনাব ডহাছান ম .াহমুদ এমপি, নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি ও সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরীর সাথে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর আবু সালেহ মোজালাল উদ্দিন ., বিআইডব্লিউটিএ চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক এবং পরিবেশবিদ অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ

“বঙ্গবন্ধু: শাশ্বত বাংলার প্রতিরূপ” সেমিনার শেষে এক ফ্রেমে
দর্শক সারিতে উপবিষ্ট নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি (বাম থেকে), অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডহাছান মাহমুদ এমপি ., নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মেজর রফিকুল ইসলাম (.অব)

সেমিনার শেষে এক ফ্রেমে আমন্ত্রিত অতিথি এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও এর সংস্থাগুলোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা

পটুয়াখালী সফরে পরিদর্শী জাহাজে নির্দেশনা প্রদান করছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি।
পটুয়াখালীআসনের সংসদ সদস্য জনাব এসএম শাহজাদা এ সময় উপস্থিত ছিলেন ৩-

পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো উইংয়ের সদস্য রশীদ ঢাকার-আল-মামুন .জনাব মো (সচিব)
চারপাশের নদীরক্ষা প্রকল্প পরিদর্শন করছেন

করোনা লকডাউনে অসহায় নৌযান শ্রমিকদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করছেন বিআইডব্লিউটিএর চেয়ারম্যান কমোডর গোলাম সাদেক

গরীব ও দুস্থ জনগনের মাঝে বিআইডব্লিউটিএ চট্টগ্রাম দপ্তরের খাদ্য বিতরণ।

সুনামগঞ্জের বন্যা দুর্গতদের মাঝে বিআইডব্লিউটিএর ত্রান সামগ্রী বিতরণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৫ জুন পদ্মা বহুমুখী সেতু উদ্বোধনের বিআইডব্লিউটিএর প্রস্তুতি পরিদর্শন করছেন মাননীয় নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালেদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি।

বাংলোদেশ ইন্সস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টে বিআইডব্লিউটিএর ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের
দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের
৭২ তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিআইডব্লিউটিএর মাননীয় চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক।

জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে মাননীয়
নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি টুঙ্গিপাড়ায় শীত বস্ত্র বিতরণ করেন ।

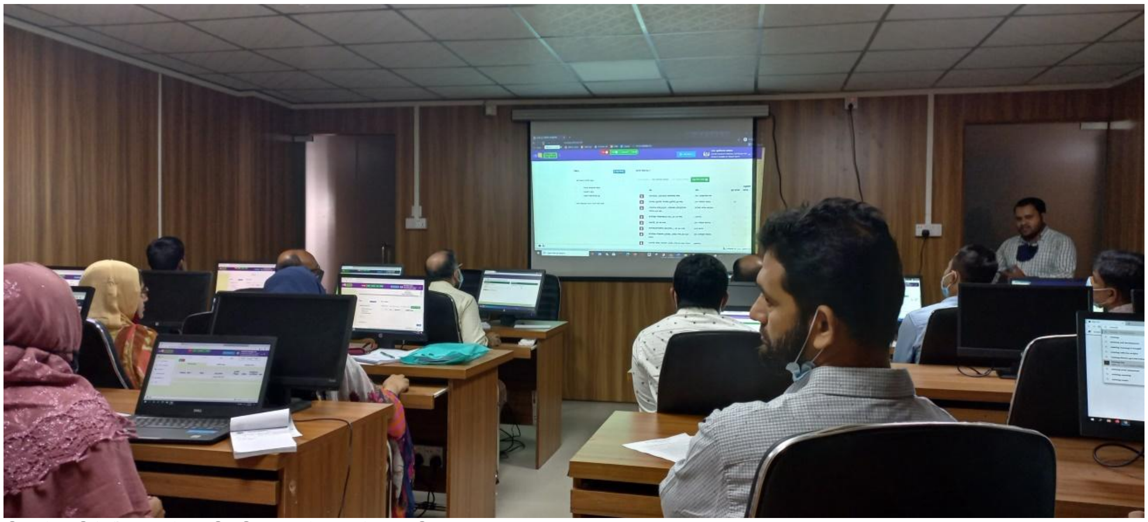

বিআইডব্লিউটিএতে ই-নথি বিষয়ক ইন হাউস প্রশিক্ষণ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল দিবসে
দুস্থদের মাঝে খাদ্য বিতরণ করে বিআইডব্লিউটিএ।

বিআইডব্লিউটিএ অফিসার্স এসোসিয়েশন কর্তৃক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের
কৃতী সন্তানদের মাঝে বৃত্তি প্রদান।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডাব্লিউটিসি)

www.biwtc.gov.com

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২

❖ পটভুমি

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত সেবাধর্মী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীনতা যুদ্ধের অব্যবহিত পরে দেশের সার্বিক যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান শিপিং কর্পোরেশন ও অন্যান্য ৯টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নিয়ে রাষ্ট্রপতির ২৮নং আদেশ অনুযায়ী ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে সংস্থার মোট নৌযানের সংখ্যা ছিল ৬০৮টি। এ নৌযানগুলোর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ স্বাধীনতার পর এবং বাকী দুই-তৃতীয়াংশ জাহাজই ব্রিটিশ/ পাকিসত্মান আমলে নির্মিত ও সংগৃহীত।

বিআইডব্লিউটিসি'র পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৪-৭৫ সালে। বর্তমানে এ সংস্থাটি ১৬৫টি নৌযানের মাধ্যমে দেশের গুরুত্বপূর্ণ রুটসমূহে ফেরি সার্ভিস, ঢাকা-চাঁদপুর-বরিশাল অভ্যন্তরীণ নৌপথে যাত্রিবাহি সার্ভিস, চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ-হাতিয়া উপকূলীয় রুটে এবং বিভিন্ন দ্বীপাঞ্চলের মধ্যে পাবলিক সার্ভিস অবলিগেশন (PSO) এর আওতায় উপকূলীয় যাত্রিবাহি সার্ভিস পরিচালনা এবং চট্টগ্রাম-পাঁনগাও নৌপথে কন্টেইনার সার্ভিস পরিচালনা করছে।

❖ ভিশন (Vision)

অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় ও আন্তর্জাতিক নৌপথে নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী যাত্রি ও পণ্য পরিবহন এবং যানবাহন পারাপার।

❖ মিশন (Mission)

নৌপথে যাত্রিবাহি ও পণ্যবাহি নৌযান পরিচালনার মাধ্যমে দেশের মূল ভূখন্ড, উপকূলীয় এলাকাসহ দ্বীপাঞ্চলের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক নৌপথে নিরাপদ যাত্রি/ ক্রুজ সার্ভিস প্রদান ও মালামাল পরিবহন। দেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন রাখতে গুরুত্বপূর্ণ নদী সংযোগে ফেরি সার্ভিস পরিচালনা।

❖ প্রধান কার্যাবলী

- অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপথে নিরাপদ ও দক্ষ শিপিং ও নৌ পরিবহনের ব্যবস্থা করা এবং উক্ত শিপিং ও নৌ পরিবহন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত ও সহায়ক সকল কার্যাবলী সম্পাদন।
- জলযান সংগ্রহ, চার্টার দেয়া, সংরক্ষণ অথবা বিক্রয়।
- অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ পথে তেলবাহি ট্যাংকার পরিচালনা।
- অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপথে লাইটারেজসহ যাত্রি ও পণ্যবাহি জাহাজ পরিচালনা।
- ফেরি সার্ভিস পরিচালনা।
- কন্টেইনার সার্ভিস পরিচালনা।
- আন্তর্জাতিক নৌপথে যাত্রিবাহি/ ক্রুজ সার্ভিস পরিচালনা।
- ডকইয়ার্ড এবং মেরামত ওয়ার্কশপ স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- উপর্যুক্ত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ও সহায়ক অন্যান্য সকল কার্যাদি সম্পাদন।

❖ জনবল :

শ্রেণী	অনুমোদিত	বর্তমান অবস্থান (৩০-০৬-২০২২ পর্যন্ত)		শূণ্য পদ
		স্থায়ী	অস্থায়ী	
প্রথম শ্রেণী	১৭০	১৪০		৩০

দ্বিতীয় শ্রেণী	৪৩৮	২৮৩		১৫৫
মোট (ক)	**৬০৮**	**৪২৩**		**১৮৫**
তৃতীয় শ্রেণী	২২৯২	১২৯৪		৯৯৮
চতুর্থ শ্রেণী	১৮৮০	১১২১		৭৫৯
মোট (খ)	**৪১৭২**	**২৪১৫**		**১৭৫৭**
সর্বমোট (ক+খ)	**৪৭৮০**	**২৮৩৮**	**৬০২**	**১৯৪২**

❖ সাংগঠনিক কাঠামো :

সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন চেয়ারম্যান এবং অনধিক অন্য চার জন পরিচালক নিয়ে বিআইডব্লিউটিসির পরিচালনা পর্ষদ গঠিত।

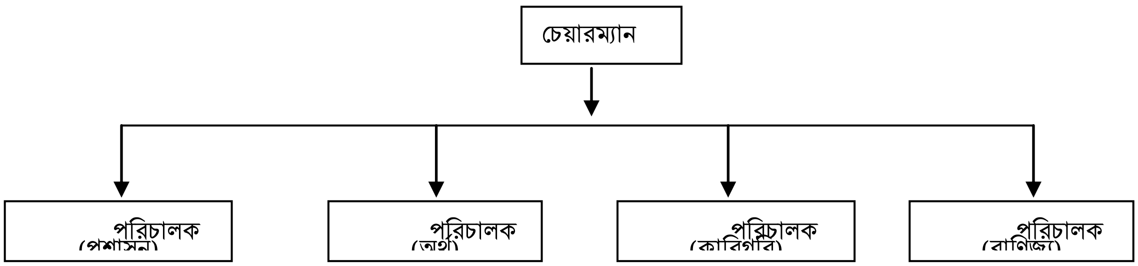

❖ সংস্থার উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড (২০১০-জুন, ২০২২):

- **যাত্রিবাহি সার্ভিস :**

১) ১৮.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি উপকূলীয় যাত্রিবাহি জাহাজ **'এম.ভি আব্দুল মতিন** ও **' এম.ভি মনিরুল হক'** পুনর্বাসন করা হয়েছে।

২) ৯.০১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০৯-২০১০ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্থ বিভিন্ন অবকাঠামোসহ ল্যান্ডিং সুবিধাদি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

৩) ১৫.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে উপকূলীয় অঞ্চল ও ঝুঁকিপূর্ণ রুটে পরিচালনার জন্য জুন, ২০১০এ ৪টি যাত্রিবাহি সি-ট্রাক নির্মাণ করে সার্ভিসে নিয়োজিত করা হয়েছে।

৪) ৫.৬১ কোটি ব্যয়ে উপকূলীয় যাত্রিবাহি জাহাজ **'এম.ভি বার আউলিয়া'র** পুনর্বাসন কাজ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ এ সম্পন্ন হয়েছে।

৫) দীর্ঘ ৬৩ বছর পর অভ্যন্তরীণ নৌপথে ঢাকা-বরিশাল-খুলনা নৌ রুটে পরিচালনার জন্য ৫৩.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিটি ৭৬৪ জন যাত্রী ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি যাত্রিবাহি জাহাজ **'এম.ভি বাঙাল '** ও **'এম.ভি মধুমতি'** নির্মাণ করে সার্ভিসে নিয়োজিত করা হয়েছে।

৬) মার্চ, ২০১৮ হতে 'এমভি মধুমতি' অভ্যন্তরীণ যাত্রিবাহি জাহাজে wi fi সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

৭) ২৯ মার্চ, ২০১৯ হতে 'এমভি মধুমতি' জাহাজ দ্বারা পরিক্ষামূলকভাবে ঢাকা-কোলকাতা আন্তঃদেশীয় যাত্রিবাহি সার্ভিস চালু করা হয়।

৮) ঢাকা শহরের সড়ক পথে যানজট হ্রাস ও পরিবেশ দূষণ রোধে বৃত্তাকার নৌপথে যাত্রি ও মালামাল পরিবহনের জন্য ৯.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২ টি ওয়াটার বাস নির্মাণ করে সদরঘাট-গাবতলী ও নারায়ণগঞ্জ-টংগী রুটে সার্ভিসে নিয়োজিত করা হয়েছে।

৯) ১২ আগস্ট, ২০২১ হতে মাদারগঞ্জ-সারিয়াকান্দি নৌরুটে যাত্রি সার্ভিস এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

১০) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কুমিরা-গুপ্তছড়া রুটে এবং চট্টগ্রাম-সন্দীপ-হাতিয়া-বরিশাল রুটে পরিচালনার জন্য সর্বমোট ৩৫.৫৭ কোটি টাকা চুক্তিমূল্যে ৫০০ ও ৭০০ যাত্রি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি উপকূলীয় যাত্রিবাহি জাহাজ যথাক্রমে 'এম.ভি. আইভি রহমান' ও 'এম.ভি. তাজউদ্দিন আহমেদ' এর নির্মাণ শেষে উপকূলীয় রুটে সার্ভিসে নিয়োজিত করা হয়েছে।

১১) ''বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য ৩৫টি বাণিজ্যিক ও ৮ টি সহায়ক জলযান সংগ্রহ এবং ২টি নতুন স্লিপওয়ে নির্মাণ (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৮টি সি-ট্রাক, ৪টি উপকূলীয় যাত্রিবাহি জাহাজ, ৩টি ক্রুজ ভেসেল, ৩টি আধুনিক অভ্যন্তরীণ যাত্রিবাহি জাহাজ নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এ সকল জাহাজের নির্মাণ কাজ জুন, ২০২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে।

❖ ফেরি সার্ভিসঃ

১) নদীর নাব্যতা হ্রাস, জ্বালানী সাশ্রয়ী প্রযুক্তি, পরিবহন ব্যয় হ্রাস, ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ২০০৯ সাল হতে আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের মোট ২৩টি নতুন ফেরি ও ১০টি নতুন পন্টুন নির্মাণ করে বিভিন্ন ফেরি রুটে সার্ভিসে নিয়োজিত করা হয়েছে।

ফেরির বিবরণ	সংখ্যা
রো রো ফেরি	২টি
কে-টাইপ/ মিডিয়াম ফেরি	১০টি
ইউটিলিটি ফেরি	৯টি
মিনি ইউটিলিটি ফেরি	২টি
মোট	২৩টি

২) ৬১.২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪টি রো রো ফেরি, ২টি কে-টাইপ ফেরি, ২টি মিডিয়াম ফেরি ও ৬টি পন্টুন পুনর্বাসন করা হয়েছে।

৩) ৬১.২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪টি রো রো ফেরি, ২টি কে-টাইপ ফেরি, ২টি মিডিয়াম ফেরি ও ৬টি পন্টুন পুনর্বাসন করা হয়েছে।

৪) নতুন ফেরি সংযোজন ও পুরাতন ফেরি পুনর্বাসনের ফলে ফেরি সার্ভিসে যানবাহন পারাপারে উল্লেখযোগ্য সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফেরি সার্ভিসে বিগত ৫ বছরে যানবাহন ও যাত্রি পারাপারের বিবরণ নিম্নরুপঃ

অর্থ বছর	যানবাহন (লক্ষ)	যাত্রি (লক্ষ)
২০১৭-২০১৮	২৭.৯৫	২২২.৪৯
২০১৮-২০১৯	২৯.৭৪	২২২.৬০
২০১৯-২০২০	৩০.৭৮	১৭৬.২৫
২০২০-২০২১	৩৫.৭৪	২৯৭.২৬
২০২১-২০২২	৪০.০৫	০.৭৪

৫) বর্তমানে বিআইডব্লিউটিসি পরিচালিত ৬টি ফেরি রুটে প্রতিদিন গড়ে ৮৩০০ এর অধিক যানবাহন পারাপার করা হয়। তাছাড়াও প্রতি বছর প্রাকৃতিক দূর্যোগকালীন সময়ে এবং ঈদসহ জাতীয় যে কোন পরিস্থিতিতে ফেরি সার্ভিসের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর নিরাপদ পারাপার নিশ্চিত করা হয়।

দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় রো রো ফেরি শাহ

৫) ফেরি ঘাটে, এপ্রোচ রোডে [illegible] অপসারণপূর্বক নির্বিঘ্ন ফেরি পারাপার নিশ্চিতকল্পে ১৬.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পাটুরিয়া, দৌলতদিয়া, শিমুলিয়া, কাঁঠালবাড়ী, লাহারহাট, চাঁদপুর, শরীয়তপুর ও ভোলা ফেরি ঘাটে ৮টি রেকার সংগ্রহ করা হয়েছে।

৬) পাটুরিয়া, শিমুলিয়া (মাওয়া) ও চাঁদপুর ফেরি সেক্টরের উভয় প্রান্তে ২০১৩-২০১৫ সময়কালে ৭.৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে পর্যায়ক্রমে ৬টি ওয়েব্রিজ স্কেল সংগ্রহপূর্বক স্থাপন করা হয়েছে। ওয়েব্রিজ চালুর সুফল হিসেবে ইতোমধ্যেই সংস্থার আয় বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। পাশাপাশি ফেরিতে ওভারলোডেড ট্রাক পারাপার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে।

৭) সংস্থার পুরাতন ডাম্ব ফেরি প্রতিস্থাপনকল্পে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে ২২.৫০ কোটি টাকায় ২টি উন্নতমানের কে-টাইপ ফেরি নির্মাণ করে সার্ভিসে নিয়োজিত করা হয়েছে।

৮) DEW **লিমিটেড, নারায়ণগঞ্জ এ** ১৬.৮১ **কোটি টাকা ব্যয়ে রো রো ফেরি হামিদুর রহমান ও মতিউর রহমান রি-ইঞ্জিনিং ও আংশিক পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।**

৯) ২৪৯৫.২৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নিজস্ব অর্থায়নে **''বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য ২টি মিডিয়াম ফেরি নির্মাণ (১ম সংশোধিত)''** শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের ২টি মিডিয়াম ফেরি 'কদম' ও 'কুঞ্জলতা' সার্ভিসে নিয়োজিত রয়েছে।

১০) ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সংস্থার ১১টি রো রো ফেরির প্রপালশন সিস্টেম CPP (Controllable Pitch Propeller) হতে FPP (Fixed Pitch Propeller) তে রূপান্তর করা হয়েছে।

১১) **''বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য ৩৫টি বাণিজ্যিক ও ৮ টি সহায়ক জলযান সংগ্রহ এবং ২টি নতুন স্লিপওয়ে নির্মাণ (১ম সংশোধিত)''** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬টি ইউটিলিটি টাইপ ফেরি নির্মাণের লক্ষ্যে নৌপম কর্তৃক অনুমোদনের পর মেসার্স থ্রি-এঞ্জেল মেরিন প্রাইভেট লিমিটেড এর সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তিমূল্য ৮৯.৭৯ কোটি টাকা এবং ৬টি মিডিয়াম ফেরি নির্মাণের কর্ণফুলি শিপবিল্ডার্স লিমিটেড এর সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তিমূল্য ১৩৯.৪৯ কোটি টাকা । উক্ত প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যেই ৬টি ফেরি পন্টুন ও ২টি ঘাট পন্টুন নির্মাণ শেষে বিভিন্ন ঘাট/ স্টেশনে নিয়োজিত করা হয়েছে।

১২) মার্চ, ২০১৯ হতে পাটুরিয়া, দৌলতদিয়া ফেরি ঘাটে যানবাহন পারাপারে অটোমেশন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে বাস ও ছোট গাড়ি পারাপারে অটোমেশন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল যানবাহন পারাপারে অটোমেশন পদ্ধতি চালুর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। বর্তমানে ই-টিকেটিং কার্যক্রমের বাস্তবায়নের উদ্যেগ নেয়া হয়েছে।

❖ কার্গো সার্ভিসঃ

১) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জাপানী ঋণ মওকুফ তহবিলে ১৫৮ টিইইউ'স ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৪টি কন্টেইনারবাহি জাহাজ নির্মাণ করা হয়েছে। এই জাহাজগুলো বর্তমানে পানগাঁও-চট্টগ্রাম-কোলকাতা রুটে কন্টেইনার পরিবহনে নিয়োজিত আছে।

২) **''বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য ৩৫টি বাণিজ্যিক ও ৮ টি সহায়ক জলযান সংগ্রহ এবং ২টি নতুন স্লিপওয়ে নির্মাণ (১ম সংশোধিত)''** প্রকল্পের আওতায় ২টি স্যালভেজ কাম ফায়ার-ফাইটিং টাগ বোট এবং ২টি আধুনিক অয়েল ট্যাংকার নির্মাণের কাজ চলমান।

❖ শিপ রিপেয়ার সার্ভিসঃ

১) বিআইডব্লিউটিসি'র বহরে জলযানসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, বার্ষিক মেরামত/ সার্ভে কাজ সম্পাদনের জন্য নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত বিআইডব্লিউটিসি'র ডকইয়ার্ডসমূহের উন্নয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। যার আওতায় ৯.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে "বিআইডব্লিউটিসি'র ডক নং-৩ এ মেরিন ওয়ার্কশপ স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বাউন্ডারি ওয়াল ও সেমিপাকা শেড নির্মাণ, স্লিপওয়ে হতে মাটি অপসারণ, বর্তমান পুরাতন যন্ত্রপাতি ওভারহোলিং ও সার্ভিসিং, নতুন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, বর্তমান অফিস ভবন, ওয়ার্কশপ মেরামত ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

২) **''বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য ৩৫টি বাণিজ্যিক ও ৮ টি সহায়ক জলযান সংগ্রহ এবং ২টি নতুন স্লিপওয়ে নির্মাণ (১ম সংশোধিত)''** প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত সংস্থার ডকইয়ার্ড নং-১ ও ডকইয়ার্ড নং-২ এ অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন স্লিপওয়ে স্থাপনসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নের কার্যক্রম চলমান।

❖ অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অর্জনঃ

- **ফেরি ও যাত্রিবাহি সার্ভিসের ১৭টি ঘাট/ স্টেশনে ২৫ টি সি সি ক্যামেরা স্থাপন।**
- **নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নৌযানে জ্বালানী সরবরাহের জন্য ৩টি ট্যাংক লরি ক্রয় করা হয়েছে।**
- মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক গত ৩০/০১/২০২২ তারিখ সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে **''বিআইডব্লিউটিসি'র নৌযানে জ্বালানী সরবরাহের জন্য ২টি শ্যালো ড্রাফট অয়েল ট্যাংকার নির্মাণ (১ম সংশোধিত)''** শীর্ষক প্রকল্পটি উদ্বোধন করা হয়েছে।
- **সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে মেগা মনিটর স্থাপনপূর্বক নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম প্রদর্শন করা হচ্ছে।**
- **২০২১ সালে মুজিব বর্ষ উপলক্ষে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে একটি 'মুজিব কর্ণার' স্থাপন করা হয়েছে।**
- **সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে বায়োমেট্রিক এটেনডেন্টস চালু করা হয়েছে।**
- **নৌযান মেরামতের জন্য যন্ত্রণাংশ মজুদ রাখার লক্ষে সংস্থার নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত সেন্ট্রাল স্টোর ডিজিটাল করার নিমিত্ত ১ম ও ২য় ফেজ এ সফট্ওয়ার তৈরি করা হয়েছে। যা বর্তমানে কার্যকরী রয়েছে।**

❖ চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

১) "বিআইডব্লিউটিসি'র চট্টগ্রামস্থ টার্মিনাল ১ও ২ এ জেটি নির্মাণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন" প্রকল্পটি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে।

২) “অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপথে যাতায়াত ব্যবস্থা দ্রুত ও সহজতর করার লক্ষ্যে মেরামতের সুবিধাদি/ ওয়ার্কশপ স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক Hover Craft সংগ্রহ” এর বিষয়ে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদন চলমান।

৩) “বিআইডব্লিউটিসি’র সক্ষমতা বৃদ্ধি” শীর্ষক প্রাথমিক প্রকল্প প্রস্তাব (পিডিপিপি) ইতোমধ্যেই নৌপম এর মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪) জাপানী কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প প্রস্তাব নৌপম এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

৫) বিআইডব্লিউটিসি’র সেবার পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের কার্যক্রম চলমান।

৬) চায়না সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প প্রস্তাব নৌপম এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

❖ সংস্থার উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

- বিভিন্ন নৌযানে নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১০০টি Inspection book এবং ১০০টি Visitors book ছাপিয়ে বিভিন্ন নৌযানে সরবরাহ করা হয়েছে এবং এগুলো কার্যকরী রয়েছে।

❖ ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা

- অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় এলাকায় পরিবেশ বান্ধব ও ব্যয় সাশ্রয়ী নৌ পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে মানসম্পন্ন নৌযান নির্মাণ/ সংগ্রহ।
- অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় এলাকায় ২০টি সম্ভাব্য নৌরুট চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ।

❖ বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (২০২১-২০২২)

(লক্ষ টাকায়)

	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রাক্কলিত ব্যয় ক) জিওবি খ) বিআইডব্লিউটিসি গ) মোট	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ	২০২১-২০২২ এর অগ্রগতি (জুন, ২০২২ পর্যন্ত)
১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
	ক) এডিপিভুক্ত প্রকল্প - ১ টি			
.	বিআইডব্লিউটিসি’র জন্য ৩৫টি বাণিজ্যিক ও ৮ টি সহায়ক জলযান সংগ্রহ এবং ২টি নতুন স্লিপওয়ে নির্মাণ (**১ম সংশোধিত**) (জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২৩)	ক) ১২৫২২৯.০০ (৯৫%) খ) ৬৫৯১.০০ (৫%) গ) ১৩১৮২০.০০	১৮১৫৩.০০	ক) ১৮০০৫.০৯ খ) ৯৪৭.৬৩ গ) ১৮৯৫২.৭৩

ক্রঃ	নৌযানের ধরণ	সংখ্যা	বর্তমান পর্যায়
১	ইমপ্রুভড্ ইউটিলিটি ফেরি	৬	চলমান
২	ইমপ্রুভড্ কেফেরি (মিডিয়াম) টাইপ-	৬	চলমান
৩	ফায়ার ফাইটিং কাম-স্যালভেজ টাগ	২	চলমান
৪	অয়েল ট্যাংকার (ডাবল হাল ও ডাবল বটম)	২	চলমান
৫	ফেরি পন্টুন ও ঘাট পন্টুন	৮	সমাপ্ত
৬	আধুনিক অভ্যন্তরীণ যাত্রিবাহি জাহাজ	৩	চলমান
৭	সি-ট্রাক	৮	চলমান
৮	কেবিন ক্রুজার কাম-ইন্সপেকসন বোট	১	চলমান
৯	আধুনিক উপকূলীয় যাত্রিবাহি জাহাজ	৪	চলমান
১০	প্যাসেঞ্জার ক্রুজার	৩	চলমান
	মোট	৪৩	

	ক) উপমোট (এডিপি)	**ক) ১২৫২৯.০০ খ) ৬৫৯৯.০০ গ) ১৩১৮২০.০০**	**১৮১৫৩.০০**	ক) ১৮০০৫.০৯ খ) ৯৪৭.৬৩ গ) ১৮৯৫২.৭৩
	খ) নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প- ২ টি			

.	বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য ২টি মিডিয়াম ফেরি নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০১৯-ডিসেম্বর, ২০২১)	২৫৬০.০০	৩.০০	৩.০০ (১০০%)
.	**বিআইডব্লিউটিসি'র জলযানে জ্বালানী তেল সরবরাহের জন্য ২টি শ্যালো ড্রাফট অয়েল ট্যাংকার নির্মাণ/ সংগ্রহ (১ম সংশোধিত)** (নভেম্বর, ২০১৯-জুন, ২০২২)	২০৯৯.০০	৭৪৪.০০	৬৬৮.২৮ (৮৯.৮২%)
	খ) উপমোট (নিজস্ব অর্থায়ন)	৪৬৫৯.০০	**৭৪৭.০০**	**৬৭১.২৮ (৮৯.৮৬%)**
	সর্বমোট (ক+খ)	**ক) ১২৫২৯.০০** **খ) ১১২৫৮.০০** **গ) ১৩১৮২০.০০**	**১৮৯০০.০০**	**ক) ১৮০০৫.০৯** **খ) ১৬১৮.৯১** **গ) ১৯৬২৪.০০**
	গ) অনুমোদনের জন্য পেশকৃত প্রকল্প-১ টি			
.	**জেটি নির্মাণসহ বিআইডব্লিউটিসি'র চট্টগ্রামস্থ টার্মিনালের ১ ও ২ এর জমি উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন** (জুলাই, ২০২২ - জুন, ২০২৫)	ক) ২০১৬৫.৩৫ (৯০%) খ) ২২৪০.৫৯ (১০%) গ) ২২৪০৫.৯৪		

❖ চ্যালেঞ্জ

সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত সার্ভিসসমূহের সেবার মান উন্নয়নে জ্বালানী সাশ্রয়ীআধুনিক ও দ্রুতগতি ,টেকসই , সম্পন্ন নৌযান সংগ্রহ এ প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ। এ ছাড়া ফেরি রুটে এবং যাত্রিবাহিনৌপথের নাব্যতা সংকট সংস্থার ফেরি সার্ভিস ও যাত্রিবাহি সার্ভিস সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ চ্যালেঞ্জ। নদীর গতিধারা পরিবর্তনের ফলে ফেরি ঘাটের অব্যাহত ভাঙ্গননৌযানসমূহের নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষ ,নখুচরা , অ /টিকেটিং-বিভিন্ন সার্ভিসে ই ,যন্ত্রাংশ সংগ্রহটোমেশন পদ্ধতির প্রবর্তন এ সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষ চ্যালেঞ্জ। ২০১৯-২০২০ ও ২০--অর্থ বছরে কোভিড ২১১৯ মহামারী দুর্যোগের কারণে ফেরি ও যাত্রিবাহি সার্ভিস পরিচালনানৌযান বহরের মেরামত এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন নৌযান নির্মাণের কাজ বিঘ্নিত , ওবিলম্বিত হচ্ছে। নৌযান নির্মাণে সংশ্লিষ্ট শিপইয়ার্ডের শ্লথগতি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বড় চ্যালেঞ্জ।

❖ সম্ভাবনা (Prospects)

- পরিবেশ বান্ধব ও ব্যয় সাশ্রয়ী নৌ পরিবহন ব্যবস্থা।
- যাত্রি ও যানবাহন পরিবহনের ক্রমবর্ধিত সংখ্যা।
- কন্টেইনার পরিবহনের ক্রমবর্ধিত সংখ্যা।
- আন্তঃদেশীয় নৌ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- নৌ পথ ও সড়ক পথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- নৌযান পরিচালনার জন্য দক্ষ মানবসম্পদ।
- ব্লু-ইকোনমি।

সদ্য নির্মিত বিআইডব্লিউটিসি'র উপকূলীয় যাত্রিবাহি জাহাজ 'এম.ভি তাজউদ্দিন আহমদ' এবং 'এম.ভি আইভি রহমান'
ভিডিও কনফারেন্সে শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও পায়রা বন্দর প্রান্তে অনুষ্ঠিত নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার অবকাঠামো ও জলযান উদ্বোধন এবং পায়রা বন্দর পুনর্বাসনকেন্দ্র উদ্বোধন ও মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বক্তৃত করেন (বৃহস্পতিবার, ৬ মে ২০২১)।-পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও পায়রা বন্দর প্রান্তে অনুষ্ঠিত নৌপরিব মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার অবকাঠামো ও জলযান উদ্ব করেন (বৃহস্পতিবার, ৬ মে ২০২১)।-পিআইডি

উপকূলীয় যাত্রিবাহি জাহাজ 'এমভি তাজউদ্দিন আহমদ'

উপকূলীয় যাত্রিবাহি জাহাজ 'এমভি আইভি রহমান'

বিআইডব্লিউটিসি'র প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত 'মুজিব কর্ণার' এর শুভ উদ্বোধন করেন, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় ও সচিব মহোদয়

মুজিববর্ষ উপলক্ষে বিআইডব্লিউটিসি প্রধান কার্যালয়ে ৯ আগস্ট ২০২১ **মুজিব কর্ণারের** উদ্বোধন শেষে মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি খাতায় মূল্যবান মতামত লিপিবদ্ধ করছেন। উপস্থিত আছেন, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী ও বিআইডব্লিউটিসির চেয়ারম্যান সৈয়দ মোঃ তাজুল ইসলাম

মুজিববর্ষ উপলক্ষে বিআইডব্লিউটিসি প্রধান কার্যালয়ে ৯ আগস্ট ২০২১ **মুজিব কর্ণারের** উদ্বোধন শেষে মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এম বিআইডব্লিউটিসির আঙিনায় বৃক্ষ রোপণ করেন। উপস্থিত আছেন, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী ও বিআইডব্লিউটিসির চেয়ারম্যান সৈ মোঃ তাজুল ইসলাম ও কর্মকর্তাবৃন্দ

২০২১ ও ২০২২ সালে সংস্থার বহরে সংযোজিত সদ্য নির্মিত মিডিয়াম ফেরি ‘বেগম সুফিয়া কামাল’ ও ‘বেগম রোকেয়া’, ‘কদম’ ও ‘কুঞ্জলতা’ এবং শ্যালো ড্রাফট অয়েল ট্যাংকার ‘ও.টি. মারওয়া’ ও ‘ও.টি. সাফা’

মিডিয়াম ফেরি ‘বেগম সুফিয়া কামাল’

মিডিয়াম ফেরি ‘বেগম রোকেয়া’

মিডিয়াম ফেরি ‘কদম’

মিডিয়াম ফেরি ‘কুঞ্জলতা’

শ্যালো ড্রাফট অয়েল ট্যাংকার ‘ও.টি. মারওয়া’

শ্যালো ড্রাফট অয়েল ট্যাংকার ‘ও.টি. সাফা’

এমভি উন্নয়ন এবং এমভি উত্তরণ এক্সপ্রেস

নতুন কন্টেইনারবাহী জাহাজ 'এম.ভি উদ্দীপন'

মিনি ইউটিলিটি ফেরি 'স্বর্ণচাঁপা'

রো রো ফেরি ভাষা সৈনিক 'ডাঃ গোলাম মওলা'

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

www.cpa.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

পটভূমি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের চট্টগ্রাম শহরে কর্ণফুলী নদীর মোহনায় অবস্থিত চট্টগ্রাম বন্দর দেশের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর। ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে ইংরেজ ও দেশীয় ব্যবসায়ীরা বার্ষিক এক টাকা সেলামির বিনিময়ে নিজ ব্যয়ে কর্ণফুলি নদীতে কাঠের জেটি নির্মাণ করেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম পোর্ট কমিশনার গঠনের পর আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ১৯২৬ সালে চট্টগ্রাম বন্দরকে মেজর পোর্ট ঘোষণা করে ব্রিটিশ সরকার। পাকিস্তান আমলে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে চট্টগ্রাম পোর্ট কমিশনারকে চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্ট-এ পরিণত করা হয়। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্ট-কে চট্টগ্রাম পোর্ট অথরিটিতে পরিণত করা হয়। কাস্টমস্ অ্যাক্ট ১৯৬৯-এর ৯ ধারা মোতাবেক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কতৃর্ক শুল্ক বন্দর হিসাবে ঘোষিত চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বর্তমানে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বায়ত্তশাসিত সরকারি সংস্থা। যা, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ দ্বারা পরিচালিত হয়। বন্দর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত এ সংস্থার শীর্ষে রয়েছেন একজন চেয়ারম্যান ও চার জন সদস্যের সম্মিলনে গঠিত একটি বোর্ড।

ভিশন

সমুদ্র বন্দরের জন্য পূর্বনির্ধারিত এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সূচক অনুযায়ী দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান অর্জন করা, যাতে বন্দর ব্যবহারকারীদের স্বল্পতম মূল্যে এবং দ্রুততম সময়ে স্টেকহোল্ডারদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা এবং সুবিধা প্রদান করা যায়।

মিশন

- বন্দর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নতি এবং উন্নয়ন।
- বন্দর এবং সংলগ্ন এলাকায় বিশ্বমানের সুযোগসুবিধা বজায় রাখা।
- বন্দর ও কর্ণফুলী চ্যানেলের মধ্যে নিরাপদ নেভিগেশন নিশ্চিত করা।
- আমদানি-রপ্তানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ জনবল তৈরি করা।
- পরিবেশ সুরক্ষার আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রধান কার্যাবলি

- বন্দর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ ।
- বন্দর সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের সেবা ও সুবিধাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রবেশ পথ (approach) চিহ্নিতকরণ এবং সংরক্ষণসহ যথাযথ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বন্দরের মধ্যে সকল ধরনের জাহাজ চলাচল, নোঙ্গর করানো ও এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ।
- প্রয়োজনীয় জনবল সংগ্রহ, নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা।
- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বন্দরের কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য সম্পাদন।
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য মালামাল হ্যান্ডলিং।
- চ্যানেলের নাব্যতা রক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা (মার্কিং ও বয়া স্থাপন)।
- চ্যানেল ও বহিঃনোঙরে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও উদ্ধার কার্য পরিচালনা।
- জলজ দূষণ নিয়ন্ত্রণ।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ।
- সার্ভের মাধ্যমে চার্ট প্রস্তুতকরণ এবং সংশ্লিষ্টদের সরবরাহ করা।
- কর্ণফুলী নদীর ভাঙন রোধে নদীর তীর সংরক্ষণ।
- মালামালের সুষ্ঠু সংরক্ষণ।
- আই.এস.পি.এস কোড বাস্তবায়ন করা।

জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

Organogram of the Chittagong Port Authority

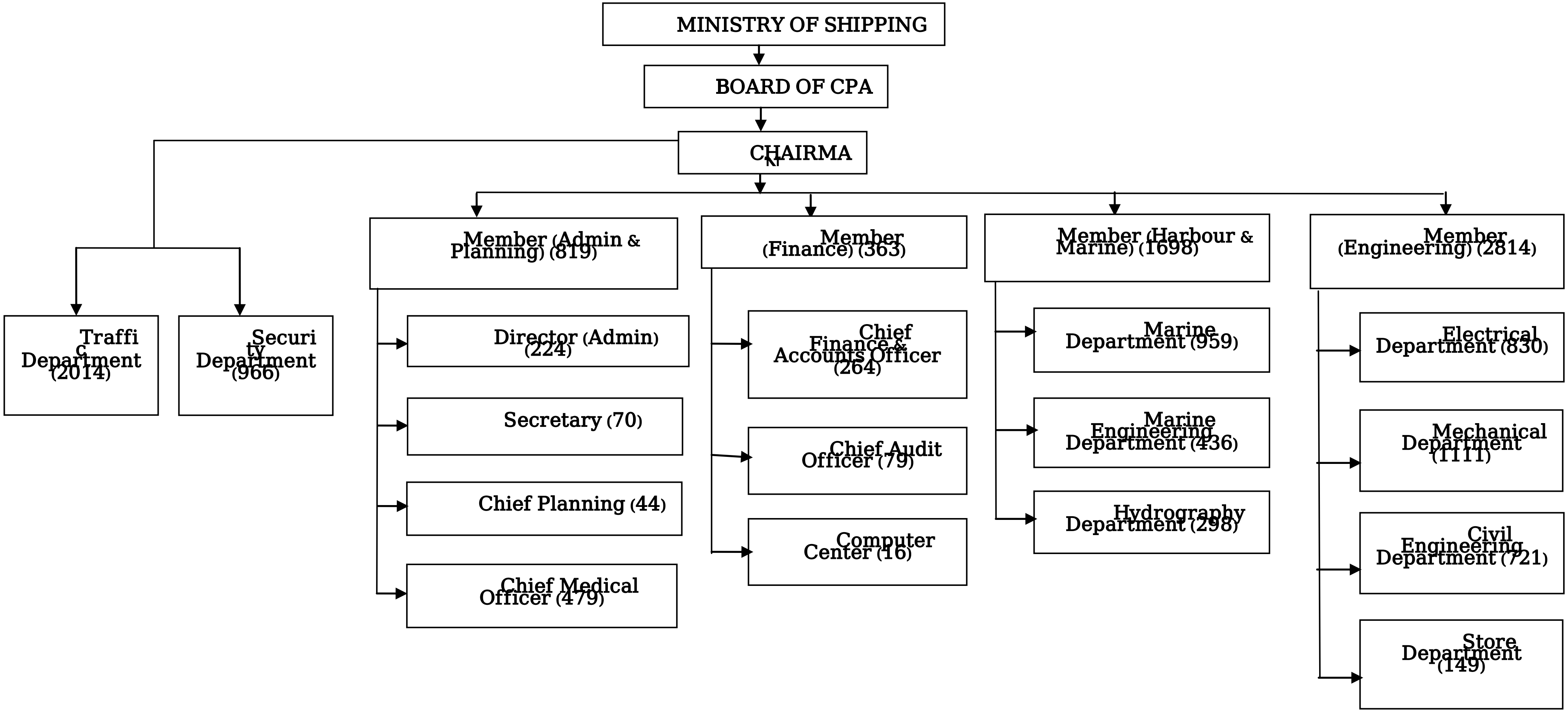

মন্ত্রণালয় ও সংস্থার উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড (চবক)

সংস্থার উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডঃ ২০২১-২০২২ সালে চট্টগ্রাম বন্দর ৩২,৫৫,৩৫৮ টিইইউএস রেকর্ড পরিমাণ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ও ১১,৮১,৭৪,১৬০ মেট্রিক টন কার্গো হ্যান্ডলিং করেছে এবং ৪,২৩১ টি Vessels চট্টগ্রাম বন্দরে আগমণ করেছে।

অর্জিত সাফল্য ও গৃহীত কার্যক্রমঃ

১। **কর্ণফুলী চ্যানেলের বাইরে বঙ্গোপসাগরের তীরে বে টার্মিনাল নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। বে-টার্মিনালের** মাটি ভরাট ও Shore Protection কাজ চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে বে-টার্মিনাল এর মাষ্টার প্ল্যান প্রায় চুড়ান্ত হয়েছে এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Inception Report দাখিল হয়েছে।

২। **মাতারবাড়িতে শুরু হয়েছে দেশের প্রথম গভীর সমুদ্র বন্দর টার্মিনালের নির্মাণকাজ। মাতারবাড়ী টার্মিনাল বাস্তবায়িত হলে ডিপ ড্রাফট ভেসেল তথা ১৬ মিটার বা ততোধিক গভীরতা সম্পন্ন বাণিজ্যিক জাহাজ গমনাগমন করতে সক্ষম হবে, যা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে মাইলস্টোন হিসেবে কাজ করবে।**

৩। **চট্টগ্রাম বন্দরের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি সামাল দেয়ার লক্ষ্যে এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বর্তমান সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল (পিসিটি) নির্মাণ অন্যতম। ইতোমধ্যে উক্ত কন্টেইনার টার্মিনালটির নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। টার্মিনালটি বাৎসরিক ৪.৫০ লাখ টিইইউএস কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করতে সক্ষম।**

৪। **কোভিড অতিমারীর সময় বিশ্বের বিভিন্ন বন্দরের কার্**যক্রম **সীমিত হলেও চট্টগ্রাম বন্দর পুরোদমে চালু ছিল। বন্দরে কোন সারচার্জ আরোপ হয়নি।**

৫। **সম্প্রতি চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে ইউরোপ ও চায়না এর সাথে সরাসরি জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে। এতে পণ্য পরিবহণের ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।**

৬। ২০২১-২০২২ সালে ০২টি ৫০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন মোবাইল ক্রেন, ০২টি ১০০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন মোবাইল ক্রেন, ০৬টি রাবার টায়ার্ড গ্যান্ট্রি ক্রেন ও ০৪টি QGC বন্দরের বহরে যুক্ত হয়েছে। প্রায় ১০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০৪ টি ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ করা হচ্ছে। সম্প্রতি ০২ টি গ্যান্ট্রি ক্রেন বহরে যুক্ত হওয়ায় বর্তমানে ১৮ টি গ্যান্ট্রি ক্রেন ফ্লিটে রয়েছে।

৭। বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৬ লক্ষ বর্গমিটার ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে।

৮। চট্টগ্রাম বন্দরের ইয়ার্ডসমূহে কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতা ৪৯,০১৮ TEUs হতে ৫৩,৫১৮ TEUs এ উন্নীত হয়েছে।

৯। বর্তমান ও ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এবং কন্টেইনার ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৯০,৫২১ বর্গমিটার ও ৪০০০ টিইইউএস ধারণক্ষমতা সম্পন্ন **নিউমুরিং ওভারফ্লো কন্টেইনার ইয়ার্ড চালু** হয়েছে।

১০। **চট্টগ্রাম বন্দরে আগত জাহাজগুলোকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য চবকের নিজস্ব নৌবহর বার্থিংয়ের নিমিত্তে (২২০মি x ২০মি) দীর্ঘ সার্ভিস জেটি চালু হয়েছে।**

১১। "কর্ণফুলী নদীর সদরঘাট হতে বাকলিয়ার চর পর্যন্ত ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার ৯৩%। এর ফলে নাব্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১২। সদরঘাটে ৪০০ মিটার জেটি নির্মাণের ফলে ইনল্যান্ড কার্গো পরিবহনে গতি পেয়েছে। ফলে বহিঃনোঙ্গারে জাহাজের অবস্থানকাল কমেছে।

১৩। করোনা অতিমারির মধ্যেও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ তার ১৩৪ বছরের রেকর্ড ভঙ্গ করে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৩২.৫৫ লক্ষ TEUs কন্টেইনার হ্যান্ডেল করেছে এবং গড় প্রবৃদ্ধি ১৩% এর অধিক অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। কার্গো হ্যান্ডলিং ও জাহাজ হ্যান্ডলিং এর ক্ষেত্রে ও একইরকম প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। অতিমারির সময় বিশ্বের অনেক বন্দরে হ্যান্ডলিং কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও চট্টগ্রাম বন্দর এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ ছিল না। বন্দরে কোন জাহাজ

জট ছিলো না। বিশ্বে অনেক বন্দর সারচার্জ আরোপ করলেও চট্টগ্রাম বন্দর কোন সারচার্জ আরোপ করে নাই। এতে বন্দর ব্যবহারকারীগণ তথা দেশের অর্থনীতি উপকৃত হয়েছে।

১৪। ২০২১-২২ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বন্দর অগ্রিম কর্পোরেট আয়কর বাবদ ৫৭৩.৩২ কোটি টাকা এবং পৌরকর বাবদ ৪২,৪৬,৮৭,৫০০/- (রিবেট বাদে) কোটি টাকা জমা দিয়েছে।

১৫। চট্টগ্রাম বন্দরে ক্যামিক্যাল শেড ও মাল্টিপারপাস কার শেড তৈরী করা হচ্ছে।

১৬। লালদিয়ার চর থেকে অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও ৫২ একর জমি উদ্ধার করা হয়েছে এবং কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ **কা**র্যক্রম চলমান আছে।

১৭। বন্দর অভ্যন্তরে যানজট নিরসনসহ সুষ্ঠুভাবে অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে এক্স ওয়াই শেড এলাকায় LCL কার্গো সংরক্ষণ ও ডেলিভারীর জন্য উক্ত এলাকাটিকে তৈরী করার প্রক্রিয়া হাতে নেয়া হয়েছে।

১৮। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য Special needs school নির্মাণ করেছে।

১৯। চাকুরীর আবেদনপত্র সরাসরি বা ডাকযোগে জমা নেয়ার পরিবর্তে Online Recruitment Moduel চালু করা হয়েছে।

২০। ১৬-০৬-২০২২ তারিখে Cheoy lee shipyard, হংকং কর্তৃক নির্মিত দুটি টাগবোট সংগ্রহ করা হয়েছে।

২১। Construction of C.P.A. Hospital Complex in Place of Existing Hospital প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

২২। বন্দর ভবনে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে ৩৬ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্যানেল স্থাপন ও চালু করা হয়েছে।

২৩। চট্টগ্রাম বন্দরে বর্তমানে কন্টেইনার ডুয়েল টাইম গড়ে ৯.১৬ দিন এবং জাহাজের গড় অবস্থানকাল ২.৪৩ দিন।

মন্ত্রণালয় ও সংস্থার উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০১০-২০২২) (চবক)

বিগত ২০১০ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বর্তমান সরকারের আমলে চট্টগ্রাম বন্দরের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১। লয়েডস লিস্টে চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান: লন্ডন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক শিপিং জার্নাল লয়েডস লিস্ট এর জরিপে ২০০৯ সালে ৯৮তম অবস্থান নিয়ে প্রথমবারের মত চট্টগ্রাম বন্দর শীর্ষ ১০০টি কনটেইনার পোর্টের তালিকায় নিজের স্বীকৃতি অর্জন করে। ২০২১ সালে চট্টগ্রাম বন্দর ৬৭তম অবস্থান অর্জন করেছে।

২। কনটেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় চট্টগ্রাম বন্দর ২৪x৭ অপারেশনাল কার্যক্রম চালু রেখেছে। এতে বন্দরের কার্যক্রমের সাথে সহায়ক অন্যান্য সংস্থা/এজেন্সি যেমন শুল্ক বিভাগ, ব্যাংক, শিপিং এজেন্টগণ আন্তঃ সমন্বয়ের মাধ্যমে ২৪x৭ কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। বর্ণিত সময়কালে নতুন ইয়ার্ড ও টার্মিনাল নির্মাণ করে চট্টগ্রাম বন্দরের কার্গো ও কনটেইনার ক্যাপাসিটি ২০০৯ সালের প্রায় ২৭,০০০ TEUs হতে বর্তমানে ৫৩,৫১৮ TEUs এ উন্নীত করা হয়েছে। কার্গো ও কনটেইনার হ্যান্ডলিং সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন টার্মিনাল নির্মাণ করছে চট্টগ্রাম বন্দর। ২০১২ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক চট্টগ্রাম বন্দরে Computerized Container Terminal management System (CTMS) উদ্বোধনের মাধ্যমে ডিজিটাল কনটেইনার হ্যান্ডলিং যুগে প্রবেশ করেছে চট্টগ্রাম বন্দর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশের অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন এবং পদ্মা সেতু, কর্ণফুলি টানেল, মাতারবাড়ী সমুদ্র বন্দরের মতো মেগা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে কয়লা, সিমেন্ট, লৌহজাত পণ্য, পাথর, বহুবিধ প্রকল্পের মেশিনারিজ হ্যান্ডলিং গড়ে ৮-১০% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বন্দরে কনটেইনার প্রবৃদ্ধি সামাল দিতে কী-গ্যান্ট্রিক্রেন, রাবার টায়ার গ্যান্ট্রিক্রেনসহ বর্তমানে মোট ১৫৩টি কনটেইনার হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট, ২৪৮টি কার্গো হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট রয়েছে। আরো ৮৮টি ইকুইপমেন্ট সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ২০০৯ সালে পণ্য হ্যান্ডলিংয়ের পরিমাণ ৩,৮১,৬৯,১২৪ মেট্রিক

টন কার্গো এবং ১১,৬১,৪৭০ টিইইউএস কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের বিপরীতে ২০২১-২০২২ সালে ১১,৮১,৭৪,১৬০ মেট্রিক টন কার্গো এবং ৩২,৫৫,৩৫৮ টিইইউএস কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে।

CARGO,CONT. & VESSEL HANDLING AT CTG. PORT(2010--2022)

C/YEAR	CARGO HANDLED (IN M/TONS)	%GROWTH	CONTAINER HANDLED (IN TEUs)	%GROWTH	VESSEL HANDLED	%GROWTH
2010	45396663	18.94	1343448	15.67	2249	3.78
2011	49273937	8.54	1392104	3.62	2248	-0.04
2012	48604756	-1.36	1406456	1.03	2076	-7.65
2013	50582574	4.07	1541517	9.60	2156	3.85
2014	56835941	12.36	1731219	12.31	2410	11.78
2015	65964929	16.06	2024207	16.92	2709	12.41
2016	77255731	17.12	2421880	19.65	3014	11.26
2017	85246948	10.34	2667223	10.13	3370	11.81
2018	96311224	12.98	2903996	8.88	3747	11.19
2019	103077736	7.03	3088187	6.34	3807	1.60
2020	103209724	0.13	2839977	-8.04	3728	-2.08
2021	116619158	12.99	3214548	13.19	4209	12.90
2022 (JAN-JUNE)	61397482	-	1632529	-	2160	-

৩। <u>শ্রমিক ব্যবস্থাপনা:</u> ২০১০ সাল হতে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে উম্মুক্ত পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতামূলক দরে বিভিন্ন মেয়াদে বার্থ অপারেটর, টার্মিনাল অপারেটর এবং শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর নিয়োজিত করার ফলে বন্দরে কার্গো ও কনটেইনার হ্যান্ডলিং ব্যয় সাশ্রয়পুর্বক পরিচালনা করা যাচ্ছে। ব্যক্তিমালিকানাধীন অপারেটগুলোর অধীনে চট্টগ্রাম বন্দরে তালিকাভুক্ত প্রায় ৮০০০ শ্রমিক কোনরূপ শ্রমিক অসন্তোষ ব্যতীত নিরলসভাবে কাজ করছে। তদুপরি সরকারী নির্দেশনাক্রমে এ সমস্ত শ্রমিকের মজুরী প্রতি বৎসর ১০% হারে বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

৪। <u>ইনল্যান্ড কানেকটিভিটির উন্নয়ন:</u> মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দুরদর্শী পরিকল্পনা ও নির্দেশনার অনুসরণে চট্টগ্রাম বন্দর শুধু সড়কপথে পণ্য পরিবহনের বদলে ইনল্যান্ড কানেকটিভিটি ও মাল্টমোডাল ট্রান্সপোর্টেশন ব্যবহার করছে। ২০১১ সালে বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে চট্টগ্রাম বন্দর ঢাকা, কমলাপুর আইসিডিতে পণ্য পরিবহণের জন্য ১০ বৎসরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। বন্দরের হিন্টারল্যান্ডে নদীপথে পরিবহন সেবা দিতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বিআইডব্লিউটিএ এর যৌথ উদ্যোগে দেশের প্রথম Inland Container Terminal ঢাকার অদূরে পানগাঁওতে ২০১৩ সালে যাত্রা শুরু করে। এর ফলে অভ্যন্তরীণ কনটেইনার পরিবহণ এ উন্নতি সাধনের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তি দেশ ভারতের সাথেও Coastal Trade Agreement এর আওতায় কন্টেইনারজাত পণ্য পরিবহণে নতুন মাইল ফলক স্থাপিত হয়।

৫। <u>মেরিটাইম কার্যক্রমঃ</u> বিগত ২৪ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এস আর ও ২১- আইন/২০১৯ মোতাবেক চট্টগ্রাম বন্দর সীমা বর্ধিত করা হয়েছে, যা দক্ষিণে কক্সবাজার জেলার সোনাদিয়া দ্বীপ সংলগ্ন সমুদ্র এলাকা হতে উত্তরে সীতাকুন্ড সংলগ্ন সমুদ্র এলাকা

পর্যন্ত বিস্তৃত। পাইলটেজ সেবা বৃদ্ধি করায় বিগত সময়ের তুলনায় জাহাজের আগমন, বহির্গমণ ও শিফটিংয়ের এর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। উপকূলীয় সাগর ও বহিঃনোঙরে নিরাপদ নেভিগেশন নিশ্চিত করার জন্য আউটার এ্যাংকরেজ সেল স্থাপন করা হয়েছে। এতে বহির্নোঙরে জাহাজ সমূহের নিরাপত্তা অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬। ভিটিএমআইএস কার্যক্রমঃ চট্টগ্রাম বন্দরে আগমনকারী ও বহর্গমণকারী বাণিজ্যিক জাহাজ সমূহের নিরাপদ নেভিগেশন এর জন্য ভিটিএমআইএস এর প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট আপগ্রেড করে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বন্দর ব্যবহারকারী জাহাজের বার্থিং স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রচলতি বার্থিং প্রথার সংস্কার করে ডিজিটাল বার্থিং চালু করা হয়েছে।

৭। নিরাপত্তা ও আইএসপিএসঃ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হিসেবে ২০০৪ সালে আইএসপিএস (ইন্টারন্যাশনাল শিপ এন্ড পোর্ট ফ্যাসিলিটি সিকিউরিটি) কোড প্রবর্তনের পর থেকে চট্টগ্রাম বন্দর সিকিউরিটি লেভেল-১ বজায় রেখে আসছে। চবক এর বহিঃনোঙরে অবস্থানরত জাহাজ সমূহের নজরদারি বাড়ানোর ফলে চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি সর্ম্পূণরূপে রোধ করা সম্ভব হয়েছে, যা সিঙ্গাপুরভিত্তিক পাইরেসি পর্যবেক্ষক সংস্থা ReCAAP কর্তৃক সমাদৃত হয়েছে।

৮। বন্দরে অবকাঠামোগত উন্নয়ন: বিগত কয়েক বছরের মধ্যে ১ লাখ ৫৬ হাজার বর্গফুট আয়তনের নিউমুরিং ওভারফ্লো কনটেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে তিন স্তরে প্রায় ১ হাজার ৮০০ একক কনটেইনার রাখা যাচ্ছে। ইনকন্ট্রেড কনটেইনার টার্মিনালের পিছনে রাস্তা ও রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ, টার্মিনালের পিছনে শোর প্রটেকশনসহ ব্যাকআপ ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের সর্বত্র ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।

৯। প্রশাসনিক কার্যক্রম: চট্টগ্রাম বন্দর আইন ২০২২ গত ১৩-০৪-২০২২ তারিখে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য গেজেট আকারে জারী করা হয়। বিগত ১১ বছরে চট্টগ্রাম বন্দর রাজস্ব খাতে ২৮৫৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বন্দরে কর্মরত মোট ৬৮৪৩ মানবসম্পদের মধ্যে ৪০৫ জন নারী রয়েছেন, যা এখানকার নারীবান্ধব কর্মপরিবেশের পরিচায়ক। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ হাসপাতালে কোভিড ১৯ আক্রান্তদের জন্য ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাই ফ্লো সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইনযুক্ত কোভিড ওয়ার্ড স্থাপন করা হয়েছে।

চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

- কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্তে **পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ(PCT)** আওতায় ৬০০ মিটার দীর্ঘ জেটি ও ২০০ মিটার দীর্ঘ একটি ডলফিন জেটির কাজ চলছে। প্রকল্পটি ১২২৯৫৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২ সময়ে বাস্তবায়নাধীন।
- ড্রেজিং এর মাধ্যমে নব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে **"কর্ণফুলী নদীর সদরঘাট হতে বাকলিয়ার চর পর্যন্ত বর্জ্য অপসারন এবং ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি"** - শীর্ষক প্রকল্পটি ৩০৭২৯.৪৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মে ২০১৭ হতে জুন ২০২৫ সময়ে বাস্তবায়ন চলছে।
- চট্টগ্রাম বন্দরের কার্গো/কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ইক্যুইপমেন্টের পর্যাপ্ততা নিশ্চতকরণের লক্ষ্যে **"চট্টগ্রাম বন্দরের বিভিন্ন ইয়ার্ড এবং টার্মিনালের জন্য প্রয়োজনীয় ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ"** প্রকল্পটি ৯১৪৩৭.৯৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী ২০২০ হতে জুন ২০২২ সময়ে বাস্তবায়ন চলছে।
- ১৬ মিঃ গভীরতা এবং ৮০০০ টিইইউএস ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কন্টেইনার জাহাজ প্রবেশ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে **"মাতারবাড়ি বন্দর উন্নয়ন"** প্রকল্পটি ১৭,৭৭৭,১৬.১৩ লক্ষ টাকা(প্রকল্প সাহায্য: ৬৭৪২৫৬.৭৯ লক্ষ টাকা, নিজস্ব অর্থঃ- ২২১৩২৪.৯৪ লক্ষ টাকা)ব্যয়ে ১ লা জানুয়ারী'২০২০ – ৩১ শে ডিসেম্বর'২০২৬ মেয়াদে এ প্রকল্প চলমান রয়েছে।
- International ship and Port Facility Security Code (ISPS)এর Complaince হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দরের রপ্তানি গেইটে দুইটি (০২) টি কন্টেইনার স্ক্যানার স্থাপন করার লক্ষ্যে **"চট্টগ্রাম বন্দরে ISPS Code বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী গেইটে কন্টেইনার স্ক্যানার স্থাপন"** প্রকল্পের কাজ চলছে।

প্রকল্পটি ৮৯০৩.৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মার্চ ২০২২ ইং হতে শুরু হয়ে জুন ২০২৩ ইং সময়ে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

১. হেভি লিফট জেটি নির্মাণ।
২. বে-টার্মিনাল নির্মাণ।
৩. এসওটি ভিত্তিতে পিসিটি কার্যক্রম পরিচালনা।
৪. মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প (স্টেজ -১, ফেইজ-২)।
৫. মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প (স্টেজ -২)।
৬. বন্দর প্রশাসনিক ভবন (পিএবি) নির্মাণ।

২০১০-২০২২ পর্যন্ত সমাপ্ত প্রকল্প

- বন্দরের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি তথা অবকাঠামোগত, লজিষ্টিক, অটোমেশন/ডিজিটাইজেশন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, শ্রম সম্পর্ক প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়ন, সম্প্রসারনের লক্ষ্যে ৮৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৯৯.(জিওবিলক্ষ ১৬.১৩১-, প্রকল্প সাহায্যলক্ষ টাকা ৮৩.৭৬৪-) এপ্রিলহতে ফেব্রুয়ারী ২০১৩--২০১৫ ইং মেয়াদে চট্টগ্রাম বন্দরের কৌশলগত উন্নয়নের জন্য একটি ৩০ বছর মেয়াদী একটি Strategic Master Plan) 2013 to 2043) প্রণয়ণ করা হয়েছে।
- বন্দরের কন্টেইনার অপারেশন দুততর করতে কম্পিউটারাইজেশনকরন সহ বন্দরের সংযোগ সড়ক, সেতু, ফ্লাইওভার ও ভৌত সুযোগ সুবিধাদি নির্মাণ এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন নিরাপত্তা বিধানের সাথে সাথে পরিবেশগত মানদন্ডের আলোকে চট্টগ্রাম বন্দরের পরিবেশ ব্যবস্থাপনার পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করনের লক্ষ্যে ১১৮৯০ লক্ষ ৩৬৩. টাকা ব্যয়ে ৯১২২ এডিবিঃ).৩১৩ লক্ষ২৭৬৮ জিওবিঃ,.০৫ লক্ষজুলাই ('২০০৪ থেকে জুন'২০১৩ মেয়াদে চিটাগাং পোর্ট ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন প্রজেক্ট সম্পন্ন করা হয়েছে।
- নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল এর ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মনিাল এর সবোর্ত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ১০৫০০০ বর্গ মিটার ইর্য়াড, ১০,০০০ বর্গ মিটার আরটিজি লাইন ৭,০০০ বর্গ মিটার ট্রাক পার্কিং এরিয়া সম্পন্ন ১১২৭০.২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০০৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ মেয়াদে নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনালের ৪ ও ৫ নং বার্থের পিছনে ইয়ার্ড সুবিধাদি নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
- জেটিতে অবস্থানরত জাহাজসমূহ পর্যবেক্ষণ, নৌ-যান সমূহের মধ্যে সংঘর্ষ এড়ানো, নিরাপদ পাইলটেজ, নিরাপত্তা নজরদারী সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ৪৬১৯লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০০. জুলাই ২০১১ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৪ মেয়াদে ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশান সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।
- জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা, নিমজ্জিত জাহাজ উদ্ধার কাজ পরিচালনা এবং অগ্নি নির্বাপণ সুবিধাদিসহ নিরাপদ নৌ-চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫২১৪লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০০. জুলাই ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাগবোট সংগ্রহ বিএইচপি ৪৫০০)) করা হয়েছে।
- ১৯৭৯ সালে নির্মিত সমুদ্রে পানি সরবরাহকারী পুরাতন জাহাজ M. V MOSHAK এর স্থলে নতুন ১০০০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন পানি সরবরাহকারী ২০০৫লক্ষ ০০. টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে ১০০০ টন বিশিষ্ট একটি সমুদ্রগামী ওয়াটার সাপ্লাই ভেসেল সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ওয়াসার উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে চট্টগ্রাম বন্দরের পানি সরবরাহে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার লক্ষ্যে ৪০০M^3/ ঘণ্টা ক্যাপাসিটি সম্পন্ন ২৮৯৫লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৭. জানুয়ারী ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত মেয়াদে সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

- কার্গো-হ্যান্ডলিং কার্যক্রমের দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২১৭৫৯ ০০.লক্ষ টাকা ব্যয়ে মার্চ, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে ২৯টি কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে।
- সড়ক ও রেলপথে যানবাহনের চাপ কমানোসহ কন্টেইনার পরিবহণে সময় ও ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে ৪৯৮৫লক্ষ ১০. টাকা ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে ০৩টি রিকন্ডিশন কন্টেইনার ভেসেল সংগ্রহ করা হয়েছে।
- চ্যানেলের তলদেশের বাধাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও ন্যূনতম নাব্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জাহাজসমূহের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১১৪৪লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯. ৩১ শে ডিসেম্বর ২০১৩ হতে ৩০ জুন ২০১৫ মেয়াদে জরিপ বোটপ্রতিস্থাপনপূর্বক মাল্টিবীম ইকোসাউন্ডার বিশিষ্ট আধুনিক জরিপ বোট ১১-সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ২০০৭ সালে নির্মিত নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনালটি পরিচালনার জন্য ২০১২ সালে ১০৪০১৯৪৪. লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫১ টি ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে ছয়তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১৭৪৪২২ বর্গফুট আয়তনের ৪ তলা বিশিষ্ট ৫০৬২.৭২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডিসেম্বর হতে ২০১২,জুন ২০১৯' মেয়াদে চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য হাসপাতাল কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে।
- কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এবং কন্টেইনার ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্তে ২৮,৮৭৫ টিইইউস কন্টেইনার ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন প্রায় ৩৪ একর জায়গার উপর ১,২০,০০০ বর্গ মিটার ইয়ার্ড ৯৮৩৩লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০. জানুয়ারী'২০১৮ হতে জুন ইং পর্যন্ত মেয়াদে ২০১৯'নিউমুরিং ওভারফ্লো কন্টেইনার ইয়ার্ড এবং ৮৭১০ ৯৬. লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেপ্টেম্বর'২০১৮ ইং হতে জুন ইং মেয়াদে ২০২০' নিউমুরিং ২য় ওভারফ্লো কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে।
- সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে শীপ টু শোর গ্যান্ট্রী ক্রেনের বিকল্প হিসাবে গিয়ারলেস ভেসেলের কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করার লক্ষ্যে ৯৫৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০০.জানুয়ারী'২০১৮ ইং হতে জুন'২০২০ ইং মেয়াদে দুইটি মোবাইল হারবার ক্রেন সংগ্রহ করা হয়েছে।

- ট্রেনিং ইনস্টিটিউটকে একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমিতে পরিণত করতে ৮২৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৭.মার্চ ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২০ মেয়াদে নেদারল্যান্ড এর আর্থিক সহায়তায় "Strengthening The Chittagong Port Authority Training Institute" কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- নোঙ্গর সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২২০-মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ৮২৯৫ ৮৩. লক্ষ টাকা ব্যয়ে বন্দরের ১ নং জেটির উজানে একটি সার্ভিস জেটি নির্মাণ করা হয়েছে।
- জাহাজকে টাগ/টোয়িং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৫০০০ বিএইচপি ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি টাগবোট সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ১৮৯০৭.২৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২২' সময়ে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে। টাগবোট দুটি ১৫ই তারিখে চট্টগ্রাম বন্দরে ২০২২/০৬/ পৌঁছেছে।

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (২০২১-২০২২)

Financial Year	Revenue Expenditure (Before Corporate Tax)	Capital Expenditure (Fram Revenue Budget)	ADP/Self Financed Development Project

	Budget (Revised)	Actual	Budget (Revised)	Actual	Budget (Revised)	Actual
2021-2022	2235.42	1934.30	4946.94	752.03	1333.45	681.49

চ্যালেঞ্জ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত রুপকল্প ২০২১ এবং রুপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে এই বন্দরের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বন্দর পরিচালনায় নিম্নোক্ত চ্যালেঞ্জসমূহ বিদ্যমান রয়েছেঃ
ক) নিলাম/ধ্বংসযোগ্য কন্টেইনার শুল্ক বিভাগ কর্তৃক দ্রুত নিষ্পত্তি করা।
খ) FCL কন্টেইনার বন্দর অভ্যন্তর হতে খুলে delivery না দিয়ে OFF-DOCK আমদানীকারক এর নিজস্ব Premises এ delivery দেয়া। এতে বর্তমান Facility ব্যবহার করে নতুন অর্থ ব্যয় না করে চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে আরো ২০-২৫% কন্টেইনার অধিক হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে।

সম্ভাবনা (Prospects)

বে টার্মিনাল, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরে টার্মিনাল নির্মাণের পাশাপাশি চলমান প্রকল্পসমূহের সফল বাস্তবায়ন হলে চট্টগ্রাম বন্দর সিঙ্গাপুর বা কলম্বোর মতো ট্রানজিট পোর্ট হিসেবে সেবা দিতে সক্ষম হবে। সর্বোচ্চ আকারের মাদার ভেসেল ভিড়তে পারবে বলে চট্টগ্রাম বন্দরকে গড়ে তোলা হচ্ছে প্রতিবেশী দেশ ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সাত অঙ্গরাজ্য, ভুটান, নেপাল, চীনের কুনমিং এবং প্রতিবেশি অন্যান্য দেশগুলোকে সার্ভিস দেয়ার জন্য উপযুক্ত সক্ষমতায়। কারণ বাংলাদেশে এখন গড়ে উঠছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরসহ ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল। দেশী বিনিয়োগ ছাড়াও বিদেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠান শিল্প কারখানা গড়ে তুলছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের আমদানি- রফতানিকারকদের আর অন্য দেশের ট্রানজিট পোর্টের ওপর নির্ভর করতে হবে না। বরং আন্তর্জাতিক রুটে চলাচল করা জাহাজগুলো এ বন্দর ব্যবহার করতে পারবে। এতে বাংলাদেশের অর্থনীতি, জীবন-জীবিকা যেমন উপকৃত হবে তেমনিভাবে বহির্বিশ্বে দেশের সুনামও বৃদ্ধি পাবে।

বহিঃনোঙ্গর এরিয়া

সিসিটি/এনসিটি এরিয়া

সিসিটি/এনসিটি এরিয়া

ওভারফ্লো কন্টেইনার ইয়ার্ড

মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দর

পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল

বে-টার্মিনাল

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

www.mpa.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২১-২০২২

পটভূমিঃ

মোংলা বন্দর বাংলাদেশের দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর। ১৯৫০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর পিডি-৪(৪৮)/৫০/১ সংখ্যক গেজেট নোটিফিকেশন বলে ১ ডিসেম্বর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে চালনা পোর্ট নামে এ বন্দর প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

একই বৎসরে ১১ই ডিসেম্বর তারিখে পশুর নদীর জয়মনিরগোল নামক স্থানে ''দি সিটি অন লিয়নস্'' জাহাজ নোঙ্গরের মাধ্যমে এ বন্দরের পরিচালন কার্যের সূচনা হয়। ১৯৫১ সালের ৭ই মার্চ জয়মনির গোল থেকে ১৪ মাইল উজানে চালনা নামক স্থানে এ বন্দরের কার্যক্রম স্থানান্তরিত হয় এবং ঐ স্থানে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত কার্যক্রম চলমান থাকে। ১৯৫৪ সালের ২০শে জুনে খুলনা মেট্রোপলিটন শহর হতে ৪২ কিলোমিটার দক্ষিণে পশুর নদীর পূর্ব তীরে মোংলা চ্যানেল ও পশুর নদীর সঙ্গমস্থলে বন্দরটি পুনরায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭৭ সালের মে মাস পর্যন্ত পোর্ট এ্যাক্ট ১৯০৮ অনুযায়ী এটা ডাইরেক্টরেট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। পরে চালনা পোর্ট অর্ডিন্যান্স নং-৫৩, ১৯৭৬ বলে এ ডাইরেক্টরেটকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করে এ বন্দরকে চালনা বন্দর কর্তৃপক্ষ হিসেবে নামকরণ করা হয়। ১৯৮৭ সালের পোর্ট অব চালনা অথরিটি এ্যাক্ট অনুসারে প্রথমে চালনা বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং পরবর্তীতে মোংলা পোর্ট অথরিটি নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৮০-৮১ সালে জেটি নির্মাণের মাধ্যমে বন্দরটির শোরবেইজড কার্যক্রম চালু হয়। রাজধানী ঢাকাসহ বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল এ বন্দরের পশ্চাৎভুমির অন্তর্ভুক্ত।

ভিশন:

বিশ্বমানের নিরাপদ ও আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনা।

মিশন:

- বন্দরের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্বমানের বন্দরে রূপায়ন।
- চ্যানেলে নাব্যতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ।
- কার্গো ও কন্টেইনার সংরক্ষণের সুবিধাদি বৃদ্ধি এবং আধুনিক সরঞ্জাম সংগ্রহসহ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ।

প্রধান কার্যাবলি :

- বন্দর ব্যবস্থাপনা, পরিচালন, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- বন্দর ব্যবহারকারীদের দক্ষ সেবা ও অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান;
- বন্দর অধিক্ষেত্রে জাহাজ বার্দিং ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং চ্যানেলের নাব্যতা সংরক্ষণ;
- বন্দর অভ্যন্তরে মুরিং, পিয়ার্স ব্রিজ পরিচালন ও সংরক্ষণ এবং স্ট্যাক ইয়ার্ড নির্মাণ;
- বন্দরে মালামাল খালাস, বোঝাই ও গুদামজাত কার্য সম্পাদন;
- মালামাল গ্রহণ, হ্যান্ডলিং, শিপমেন্ট সরবরাহ ও বিতরণ কার্যে যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু ব্যবহার, সংরক্ষণ ও পরিচালন ব্যবস্থাপনা;
- জাহাজ বার্দিং, লোডিং ও ডিসাচর্জ সহায়ক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিচালন;

- বন্দর অধ্যাদেশ প্রতিপালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল কার্যাদি সম্পাদন।

জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামোঃ

জনবল

অনুমোদিত জনবল	কর্মরত জনবল	শুন্যপদ
২৭৯৬ জন	১১১১ জন	১৬৮৫ জন

সাংগঠনিক কাঠামো

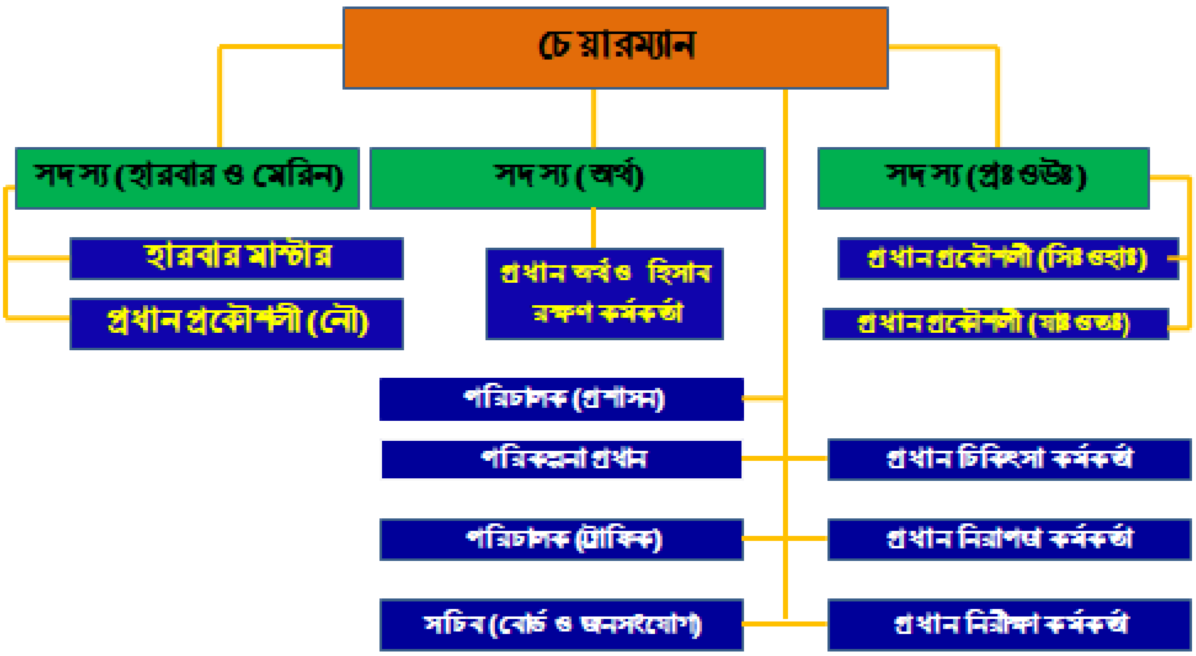
চেয়ারম্যান
সদস্য (হারবার ও মেরিন)
সদস্য (অর্থ)
সদস্য (প্রঃ ও উঃ)
হারবার মাস্টার
প্রধান প্রকৌশলী (নৌ)
প্রধান অর্থ ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
প্রধান প্রকৌশলী (সিঃ ওয়াঃ)
প্রধান প্রকৌশলী (যাঃ ও তঃ)
পরিচালক (প্রশাসন)
পরিকল্পনা প্রধান
প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা
পরিচালক (ট্রাফিক)
প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা
সচিব (বোর্ড ও জনসংযোগ)
প্রধান নিরীক্ষা কর্মকর্তা

সংস্থার উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডঃ

ক। উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত সম্পাদিত উন্নয়ন কার্যক্রম

মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯ হতে ২০২২ পর্যন্ত ১৪৫৭ কোটি ২৪ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা ব্যয়ে মোট ১৬টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ৪টি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে ৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে (১টি পিপিপি প্রকল্পসহ)।

উন্নয়ন প্রকল্প ও উন্নয়ন কার্যক্রমের অধীনে সৃষ্ট সুবিধাদি

- **কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহঃ** বিভিন্ন ধরণের ১০৪ টির অধিক কার্গো ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। এতে মোংলা বন্দরে কার্গো এবং কন্টেইনার সুষ্ঠু ও দ্রুততার সাথে হ্যান্ডলিং এর সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

- **নেভিগেশনাল এইড সংগ্রহ ও স্থাপনঃ** ১২৮টি বিভিন্ন ধরনের বয়া, ২টি রোটেটিং বীকন, ৬টি জিআরপি লাইট টাওয়ার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি বন্দর চ্যানেলে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে বন্দর চ্যানেলে অধিক নিরাপদ হয়েছে এবং মোংলা বন্দরে দিবারাত্র জাহাজ আগমন নির্গমন করতে পারছে।

- **জলযান সংগ্রহঃ** ১টি পাইলট বোট, ১টি পাইলট ডেসপাচ বোট, ১টি টাগ বোট এবং ৫টি স্পীড বোট সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত বোটগুলি সংগ্রহের ফলে বন্দরে সুষ্ঠুভাবে ও দক্ষতার সাথে সমুদ্রগামী জাহাজ হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হচ্ছে।

- **ড্রেজার সংগ্রহঃ** ক্রেন বোট ও হাউজ বোটসহ নিয়মিত সংরক্ষণ ড্রেজিং এর জন্য ২টি কাটার সাকশান ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে।

- **ড্রেজিং:** পশুর চ্যানেলের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৩৬ কিলোমিটার এলাকায় ৩১১ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে স্বাভাবিক জোয়ারে জেটিতে ৭.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ এবং এ্যাংকোরেজে ৯.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ নির্বিঘ্নে আগমন নির্গমন করতে পারছে।

- **মোংলা বন্দরের জন্য নিঃসৃত তেল অপসারণকারী জলযান সংগ্রহঃ** মোংলা বন্দর এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় সমুদ্রগামী জাহাজ কিংবা তেলবাহী ট্যাংকার দূর্ঘটনায় পতিত হয়ে তৈলাক্ত পদার্থ নিঃসৃত হলে উক্ত জলযান দ্বারা তা সংগ্রহ করে অপসারণের জন্য ২০১৮ সালে ১টি নিঃসৃত তেল অপসারণকারী জলযান সংগ্রহ করা হয়েছে।

- **<u>মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের রুজভেল্ট জেটি উন্নয়নঃ</u>** ২০১৮-১৯ সালে রুজভেল্ট জেটিতে স্ট্যাক ইয়ার্ড, বাইপাস রোড পুনঃনির্মাণ, নতুন স্ট্যাক ইয়ার্ড, পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ইত্যাদি কাজ করা হয়েছে।
- **<u>মোংলা বন্দরের প্রধান সড়ক ও বাইপাস সড়ক উন্নয়নঃ</u>** ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়া মোংলা বন্দরের ১০কিঃমিঃ প্রধান সড়ক ও বাইপাস সড়কের উন্নয়ন করা হয়েছে। এতে যানবাহন নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারছে।
- **<u>আমদানিকৃত গাড়ি রাখার জন্য ইয়ার্ড নির্মাণঃ</u>** আমদানিকৃত গাড়ি রাখার জন্য ৩টি ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে। এতে একসাথে ২০০০ গাড়ি রাখা সম্ভব হচ্ছে।

- **<u>কন্টেইনার সংরক্ষণ সুবিধাঃ</u>** আমদানিকৃত কন্টেইনার সংরক্ষণের জন্য ৩টি কন্টেইনার ইয়ার্ড সংস্কার ও ২টি নতুন ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে।
- **<u>ইকুপমেন্ট ইয়ার্ডঃ</u>** বন্দরের ইকুপমেন্টসমুহ সুষ্ঠুভাবে রাখার জন্য ১ টি ইকুপমেন্ট ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে।
- **<u>স্টাফিং ও আনস্টাফিং শেডঃ</u>** বর্ষাকালে পাট ও পাটজাত পণ্য স্টাফিং ও আনস্টাফিং এর লক্ষ্যে ১টি শেড নির্মাণ করা হয়েছে।
- **<u>সৌর প্যানেল স্থাপনঃ</u>** ৮০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের জন্য সৌর প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে।
- **<u>অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাঃ</u>** ১টি ফায়ার ফাইটিং ট্রাকসহ বিভিন্ন অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে।
- **<u>বিদ্যুৎ সরবরাহ পদ্ধতির উন্নয়নঃ</u>** ৭ টি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র সংস্কার ও উন্নয়ন, ৭টি ইনডোর ট্রান্সফরমার সংগ্রহ, ১০টি জেনারেটর সংগ্রহ, ১৩টি হাই মাস্ট ক্লাস্টার লাইট, ১টি ম্যানলিফটার, ইয়ার্ড ক্লিনিং ভেইকেল সংগ্রহ করা হয়েছে।
- **<u>চিকিৎসা সেবাঃ</u>**মোংলা বন্দরের হাসপাতালের জন্য প্যাথলজিক্যাল বিভিন্ন ইন্সট্রুমেন্ট এবং আধুনিক এ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ওয়ান স্টপ সার্ভিসকে অধিকতর আধুনিয়কায়ন করা হয়েছে।
- মোংলা বন্দরের কার্যক্রম আংশিক অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে।
- মোংলা বন্দরে আগত দেশী বিদেশী জাহাজের চলাচল ও নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে ভেসেল ট্রাফিক ম্যানজেমন্টে এন্ড ইনফরমশেন সিস্টেম (ভিটিএমআইএস) প্রর্বতন” করা হয়েছে।

খ। পরিচালন কার্যক্রমঃ

২০০৯-১০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত জাহাজ হ্যান্ডলিং

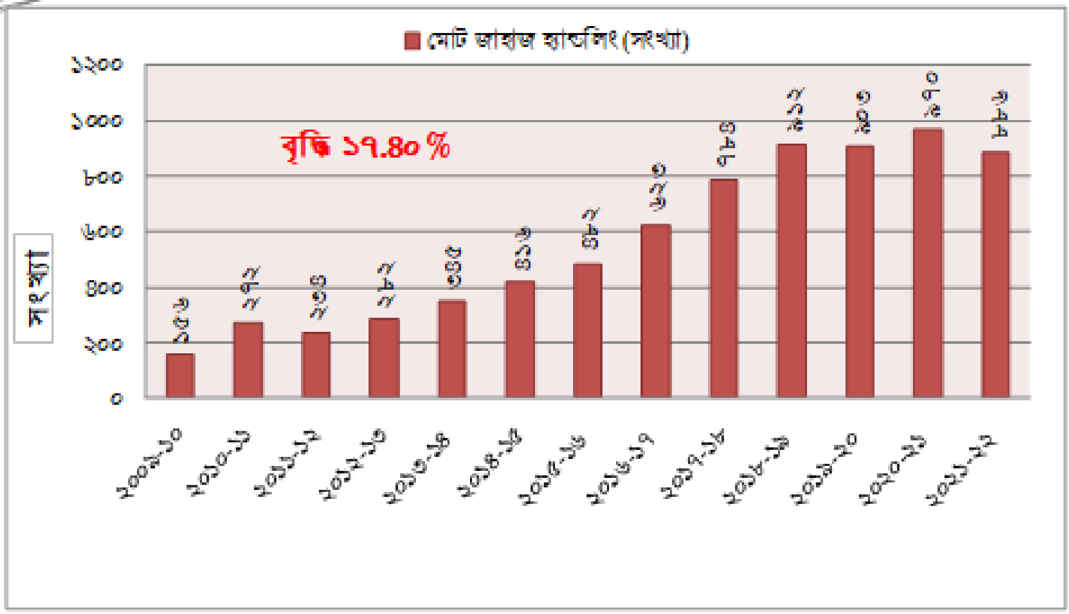

২০০৯-১০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত কার্গো হ্যান্ডলিং

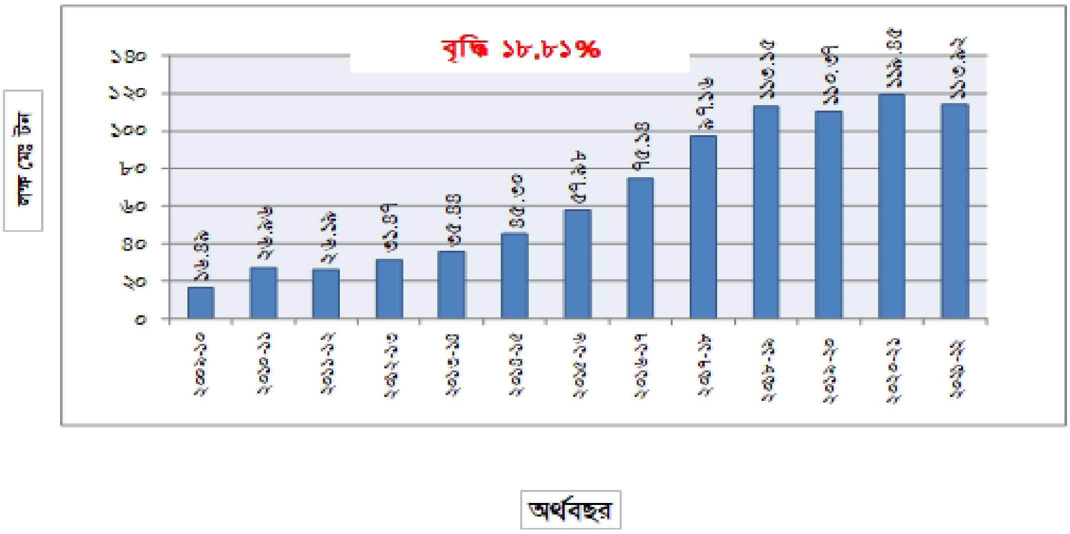

২০০৯-১০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত কন্টেইনার হ্যান্ডলিং

বৃদ্ধি ৭.৬৭%

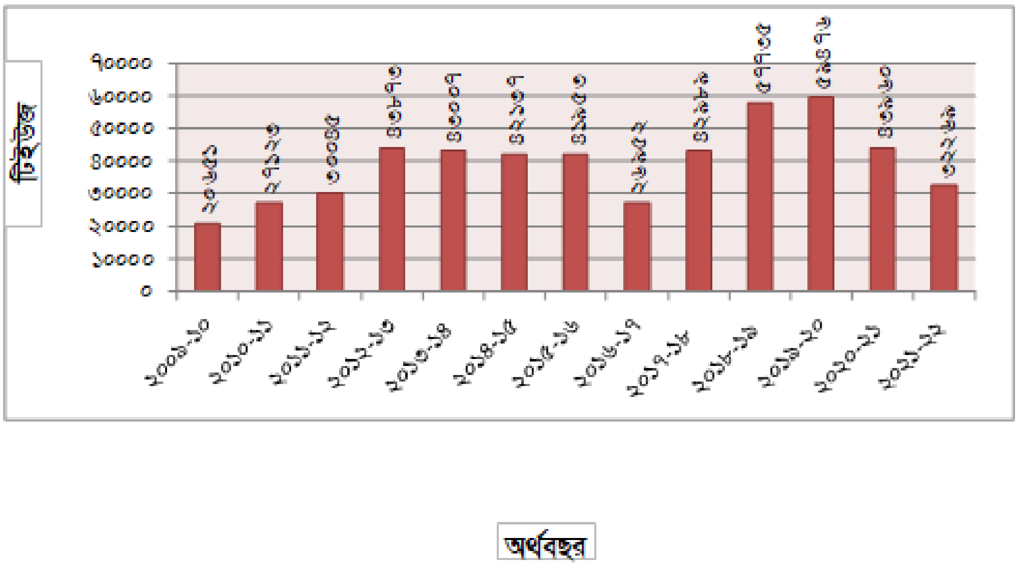

২০০৯-১০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত গাড়ি আমদানি

বৃদ্ধি ১৪.০৩%

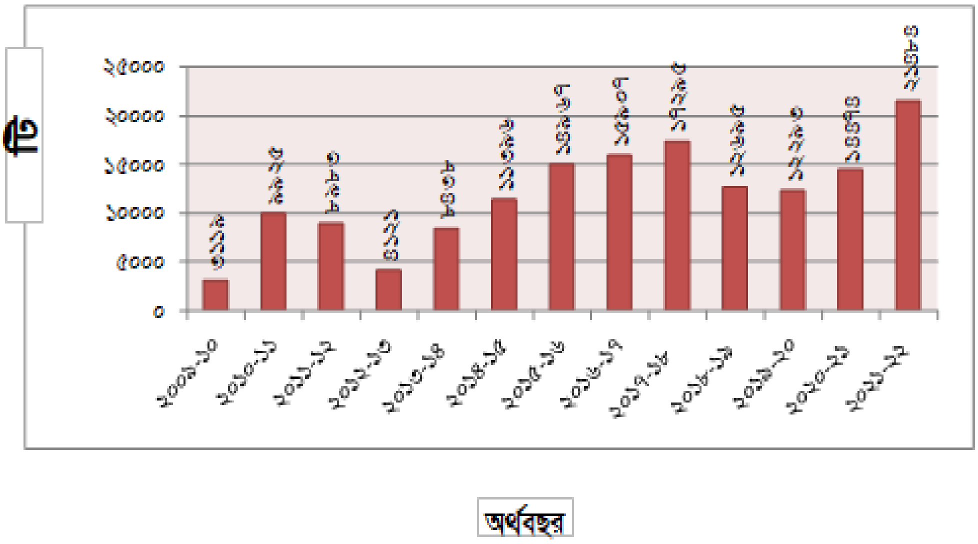

২০০৯-১০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত আয়, ব্যয় এবং নীট মুনাফা

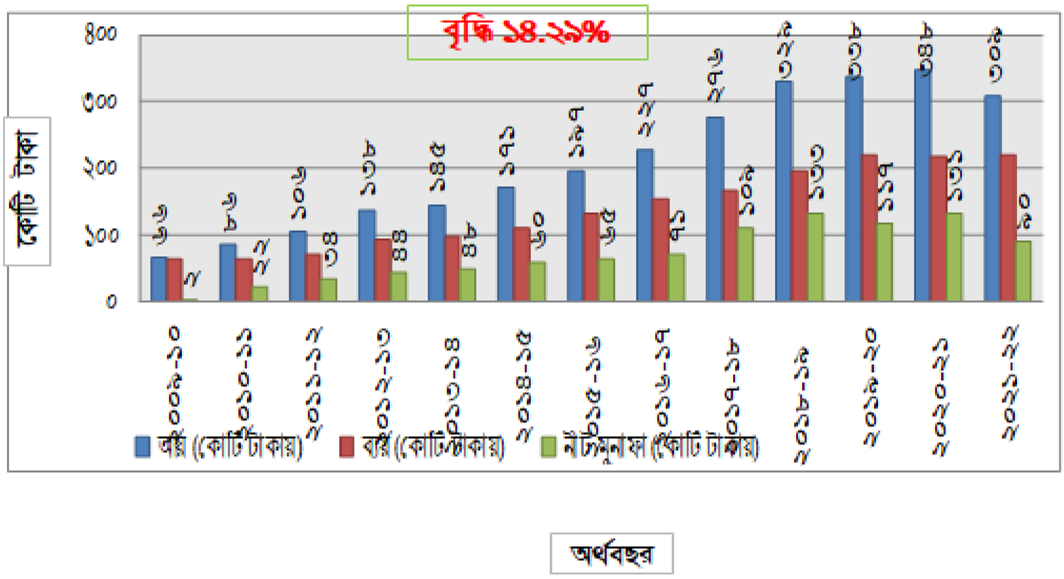

২০২১-২২ অর্থবছরে অর্জন

কাজের বিবরণ	বাজেট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জনের হার(%)
জাহাজ হ্যান্ডলিং (সংখ্যা)	৯১০	৮৮৬	৯৭.৩৬%
কার্গো হ্যান্ডলিং (লক্ষ মেঃটন)	৮৫	১১৩.৯২	১৩৪.০২%
কন্টেইনার হ্যান্ডলিং (হাজার টিইউজ)	৩৫	৩২.২৭	৯২.২০%
গাড়ি হ্যান্ডলিং (সংখ্যা)	-	২১৪৮৪	
রাজস্ব আয় (কোটি টাকা)	৩৩২.৭৪	৩০৯.২০	৯২.৯৩%
এডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকা)	৬৩৯.২৪	৫৯৮৭৮.৮৪	৯৩.৬৭%
এপিএ বাস্তবায়ন সূচকের মান	১০০	৯২.৫	৯২.৫%

চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

১. একটি হালনাগাদ মাস্টার প্লান তৈরীর জন্য ৫৩০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ‘‘স্ট্র্যাটেজিক মাস্টার প্ল্যান ফর মোংলা পোর্ট” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

২. সমুদ্রগামী জাহাজ, বন্দর অফিস ও আবাসিক এলাকাসহ মোংলা বন্দর সংলগ্ন বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থাসমূহের সুপেয় পানির চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে ২৪৭২.৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ‘‘সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

৩. মোংলা বন্দরের কার্গো ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪১৯৪৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ‘‘মোংলা বন্দরের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে।

৪. নিরাপদ চ্যানেল বিনির্মাণ, সমুদ্রগামী জাহাজ সুষ্ঠুভাবে হ্যান্ডলিং এবং দুর্যোগপুর্ণ আবহাওয়ায় জরুরী উদ্ধার কার্য পরিচালনার জন্য ৭৬৭২৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ‘‘মোংলা বন্দরের জন্য সহায়ক জলযান সংগ্রহ” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে।

৫. বন্দর এলাকায় চলাচলকারী বিভিন্ন জলযান এবং শিল্পকারখানা হতে সকল ধরণের বর্জ্য সংগ্রহ করে পরিবেশ সম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য ৪০১২৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলতি ব্যয়ে ‘‘মোংলা বন্দরে আধুনিক বর্জ্য ও নিসৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা’’ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নরে কাজ চলছে।

৬. ইকুইপমন্টেসহ কন্টেইনার টার্মিনাল, হ্যান্ডলিং ইর্য়াড, ডেলিভারী ইয়ার্ড, সার্ভিস ভেসেল, মেরিন ওয়ার্কসপ কমপ্লেক্স, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ কমপ্লেক্স, ওভারপাস, বন্দরের সংরক্ষিত এলাকা ও বন্দর ভবন সম্প্রসারণ এবং ৮টি জলযান সংগ্রহরে লক্ষ্যে ৬০১৪৬১.৯০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ‘‘আপগ্রেডেশন অব মোংলা পোর্ট” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

৭. মোংলা বন্দরের জেটি পর্যন্ত ১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডলিং এর সুবিধা সৃষ্টির জন্য ইনার বার এলাকায় ৭৯৩৭২.৮০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২১৬.০৯ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং এর জন্য ‘‘পশুর চ্যানলেরে ইনার বারে ড্রেজিং” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে।

৮. মোংলা বন্দররে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ইকুইপমন্টেসহ ২টি অসম্পুর্ণ জেটি নির্মাণ কাজ কাজ সম্পন্নের লক্ষ্যে পিপিপি’র আওতায় ৪১৮০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ‘‘মোংলা বন্দরের ২টি অসম্পুর্ণ জেটি নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে।

সংস্থার উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহঃ

উদ্ভাবনী উদ্যোগঃ

- সদর দপ্তর মোংলা হতে জেটি গেট পর্যন্ত দৃষ্টি নন্দন ওয়াকওয়ে নির্মাণ।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বার্ন হাউজ নির্মাণ ও ডাস্টবিন স্থাপন।
- মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন অফিস ও বিভিন্ন স্থাপনায় RO ইলেকট্রিক পানির ফিল্টার সংস্থাপন।
- মহিলাদের জন্য নামাজের ঘর স্থাপন।
- মহিলাদের জন্য বিভিন্ন দপ্তরে/অফিসে ওয়াশরুম স্থাপন।
- মাতৃদুগ্ধ কেন্দ্র স্থাপন।
- হেল্প ডেস্ক স্থাপন।

সেবা সহজীকরণঃ

- পেনশন প্রক্রিয়া সহজীকরণ।
- কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি বরাদ্দ সহজীকরণ।

ডিজিটাল সেবাঃ

- IP-PABX সরবরাহ ও সংস্থাপন

- মোংলা বন্দরে অটোমেশন ও ডিজিটাল সেবা চালুকরণ
- ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন।
- ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালুকরণ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ (২০২৫ সাল হতে ২০৪০ সাল পর্যন্ত)

- আধুনিক কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ
- জয়মনিরগোলে কার ইয়ার্ড নির্মাণ
- জয়মনিরগোলে মাল্টি-পারপাস জেটি নির্মাণ
- আকরাম পয়েন্টে ভাসমান জেটি নির্মাণ (সমীক্ষায় সুপারিশকৃত হলে)
- হিরণ পয়েন্ট পাইলট ষ্টেশনের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং জ্যাফর্ড পয়েন্টে লাইট হাউজ ও ভবন নির্মাণ
- নদী শাসন কার্যক্রম গ্রহণ
- যাবতীয় সুবিধাদিসহ হ্যালিপ্যাড ও হ্যাঙ্গার নির্মাণ ও হেলিকপটার ক্রয়।
- সহায়ক জলযান সংগ্রহ
- উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন উদ্ধারকারী জলযান সংগ্রহ
- পানি শোধনাগার নির্মাণ (২য় পর্যায়)
- জয়মনিরগোলে কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ (২য় পর্যায়)
- নেভিগেশনাল এইড সংগ্রহ
- ভিটিএমআইএস সম্প্রসারণ।

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (২০২১-২০২২)

বাজেট	বরাদ্দ	ব্যয় (কোটি টাকায়)	বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার %
ক) সংস্থার নিজস্ব বাজেট (কোটি টাকায়)	৩৩২.৭৪	২৪২.৭৪	৭২.৯৫%
খ) এডিপি বাজেট (কোটি টাকায়)	৬৩৯.২৪	৫৭৮.৯৮৮৪	৯৩.৬৭%

চ্যালেঞ্জঃ

- ১৪৫ কিঃমিঃ চ্যানেলের নাব্যতা সংরক্ষণ
- নিরাপদ ও দুষণমুক্ত পরিবেশ বান্ধব চ্যানেল নিশ্চিতকরণ
- ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের জন্য বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি
- পুরাতন সহায়ক জলযান প্রতিস্থাপন
- মেরামত সুবিধা সৃষ্টি
- দক্ষ জনবল।

সম্ভাবনাঃ (Prospects)

মোংলা বন্দর ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে পদ্মা সেতু নির্মাণ, খুলনা-মোংলা পর্যন্ত রেললাইন স্থাপন, খানজাহান আলী বিমান বন্দর নির্মাণ, রামপালে ১৩২০ মেগাওয়াট সক্ষমতার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা এবং মোংলা ইপিজেড সম্প্রসারণ ইত্যাদি কাজ উল্লেখযোগ্য। পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ায় ঢাকা ও ঢাকার আশপাশে আমদানি রপ্তানি পণ্য বিশেষ করে গার্মেন্টস সামগ্রী মোংলা বন্দরের মাধ্যমে গার্মেন্টস সামগ্রী মোংলা বন্দরের মাধ্যমে পরিবাহিত হওয়ার সহজ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে গার্মেন্টস সামগ্রী পরিবহন শুরু হয়েছে। রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য প্রতি বছর কমপক্ষে ৪৫.০০ লক্ষ মেঃ টন কয়লা আমদানী করা হবে। ভারত বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হলে নতুন নতুন পণ্য আমদানী-রপ্তানির দ্বার উন্মোচিত হবে এবং মোংলা বন্দরের ব্যবহার বহুগুনে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষা প্রতিবেদনে ২০২৫ সালে মোংলা বন্দরে ৪ কোটি মেঃ টন কার্গো, ৮ লক্ষ টিইউজ কন্টেইনার এবং ৩০ হাজার গাড়ি হ্যান্ডলিং এর প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

www.mpa.gov.com

বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২২

পটভূমি

মেরিটাইম বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপমহাদেশে সবার আগে দেশের জন্য নিজস্ব সমুদ্র এলাকা দাবী করেন। তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে মেরিটাইম বাংলাদেশের প্রকৃত যাত্রা শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালে দেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর হিসেবে পায়রা বন্দরের যাত্রা শুরু করে। প্রাথমিকভাবে বহিঃনোঙ্গরে ক্লিংকার, সার ও অন্যান্য বাল্ক পণ্যবাহী জাহাজ আনয়ন ও লাইটারেজ কার্যক্রমের মাধ্যমে সীমিত আকারে বন্দরটি চালু করা হয়।

মাননীয় প্রধান কর্তৃক পায়রা বন্দর উদ্বোধন

ভিশন

২০৪১ সালের মধ্যে বিশ্বের মধ্যে একটি প্রযুক্তিগতভাবে অত্যাধুনিক, বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক এবং সর্বোচ্চরূপে ব্যবসাবান্ধব, নিরাপদ ও স্মার্ট বন্দর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা।

মিশন

ভিশান ২০৪১ বাস্তবায়ন করার জন্য বন্দরের মিশনসমূহ:

- কাস্টমারদেরকে সর্বোচ্চ সার্ভিস ডেলিভারি প্রদান;
- বন্দরের অপারেটিং খরচ সাশ্রয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন;
- রেগুলেটর হিসেবে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও অনমনীয়তার দৃষ্টান্ত স্থাপন;
- সর্বোচ্চ পরিবেশবান্ধব উপায়ে অপারেশান পরিচালনা এবং এক্ষেত্রে ‘Zero Environmental Footprint’ অর্জন;

প্রধান কার্যাবলি

আমদানি/রপ্তানিজাত পণ্যবাহী জাহাজ নিরাপদ বার্থিং এবং পণ্য সামগ্রী খালাস, বোঝাইসহ জাতীয় ও আন্তজাতিক পরিবহণ চেইনের সাথে সংযুক্ত হয়ে দেশীয়/বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে প্রত্যাশিত অবদান রাখা।

জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

১) **জনবল সংক্রান্ত:**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের নাম	অনুমোদিত জনবল-৩৪১				কর্মরত জনবল-২৮১				শূন্যপদের বিবরণ-৬০				সর্বমোট জনবল-৩৪১		
	ম শ্রেণি	য় শ্রেণি	য়শ্রেণি	র্থ শ্রেণি	ম শ্রেণি	য় শ্রেণি	য়শ্রেণি	র্থ শ্রেণি	ম শ্রেণি	য় শ্রেণি	য়শ্রেণি	র্থ শ্রেণি	নুমোদিত	র্মরত	ন্য
সর্বমোট	৫	৮	৬	২২	৯	৩	০	০৯	৬	৫	৬	৩	৪১	৮১	০

২) <u>সাংগাঠনিক কাঠামো</u>:

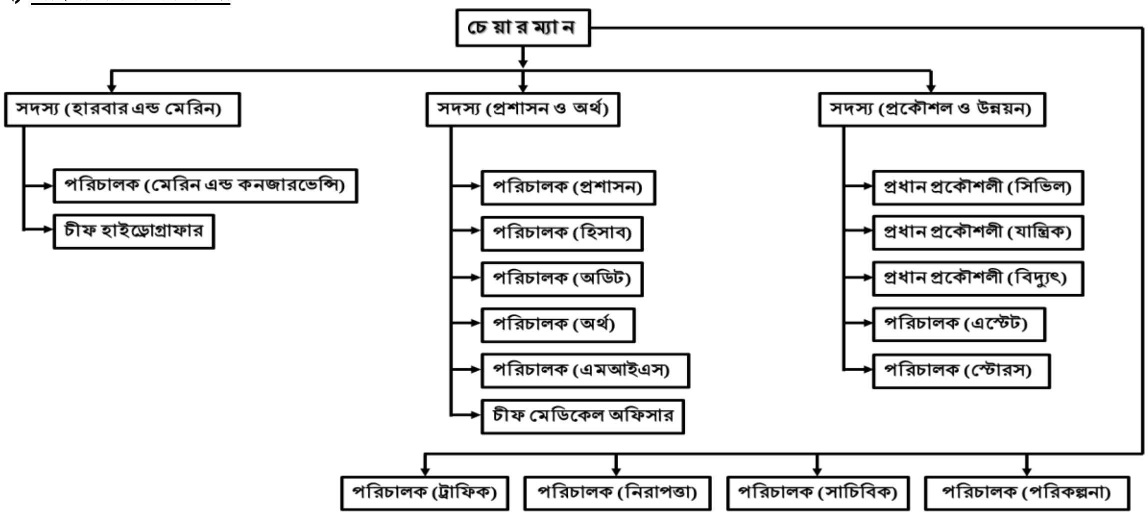

সংস্থার উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

দেশের অভ্যন্তরে পণ্য পরিবহণের জন্য নৌপথ চিহ্নিত করে ফেয়ারওয়ে ও মুরিং বয়া স্থাপন, যোগাযোগের জন্য Very High Frequency (VHF) বেইজ ষ্টেশনসহ যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং কাস্টমস ও শিপিং সুবিধাদি চালু করা হয়। একইসাথে ‘ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অব পোর্টস এন্ড হারবার’ এর চাহিদা মোতাবেক বন্দরের চ্যানেল ও বহিঃনোঙ্গরের নিরাপত্তার জন্য International Ship and Port Facility Security (ISPS) কোড বাস্তবায়ন এবং জাতিসংঘ হতে ইউএন লোকেটর কোড বরাদ্দ নেয়া হয়। পায়রা বন্দরটি পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান HR Wallingford কর্তৃক Feasibility Study সম্পন্ন করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন অনুযায়ী বন্দরের সকল কার্যক্রমকে ১৯টি কম্পোনেন্টে বিভাজন করা হয়। তন্মধ্যে ১২টি কম্পোনেন্ট নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও ৭টি কম্পোনেন্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে অনুযায়ী বন্দরটি পূর্ণাঙ্গরূপে গড়ে তোলার কাজ চলমান রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় “পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/ সুবিধাদির উন্নয়ন” (DISF) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৩,৮৯৫.০৪ একর ভূমি অধিগ্রহণ, ৪ লেন বিশিষ্ট ৫.২২৩ কিলোমিটার শেখ হাসিনা সংযোগ সড়ক নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ নৌরুটে ড্রেজিং, আমদানীকৃত পণ্য সংরক্ষণের জন্য ১ লক্ষ বর্গফুট এরিয়া বিশিষ্ট একটি ওয়্যারহাউজ নির্মাণ , ৬ তলা বিশিষ্ট একটি প্রশাসনিক ভবন এবং বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৭টি জাহাজ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। একইসাথে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য ৩,৪২৩ টি বাড়ি নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, যার মধ্যে গত ৬ই মে, ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৫০০ পরিবারকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাড়ির চাবি হস্তান্তর করা হয়। এ পর্যন্ত মোট ১৭২৬টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে বাড়ির চাবি হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির ৪,২০০ জন সদস্যের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

সংযোগ সড়ক

প্রশাসনিক

ওয়্যার হাউজ

ওয়্যার হাউজ

জাহাজ নির্মাণ

প্রনুর্বাসন কেন্দ্র

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৫০০ জন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে বাড়ির চাবি হস্তান্তর করেন

ক্ষতিগ্রস্তদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

রাজস্ব বাজেটের আওতায় লাইটারেজ জাহাজ থেকে পণ্য খালাসের জন্য বন্দরে ৮০ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি জেটি নির্মাণ, ৩০ (ত্রিশ) টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি মোবাইল হাইড্রোলিক ক্রেন, ৫০ (পঞ্চাশ) টন ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি টার্মিনাল ট্রাক্টর (ট্রেইলারসহ) সংগ্রহ এবং নেদারল্যান্ড এর বিশ্বখ্যাত জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান Damen হতে বন্দরের জন্য একটি অত্যাধুনিক টাগবোট ক্রয় করা হয়েছে। একই সাথে অফিসার ও স্টাফদের আবাসন নিশ্চিতকরণের জন্য ৫ তলা বিশিষ্ট তিনটি ভবন নির্মাণ, বন্দর ব্যবহারকারীদের অফিস, ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি ৫তলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস বিল্ডিং ও কমার্শিয়াল ভবন নির্মাণ, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি মেডিকেল সেন্টার ও পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

জেটি ও ইয়ার্ড

মাল্টিপারপাস বিল্ডিং ও

অফিসার ডরমেটরি

স্টাফ ডরমেটরি

সংস্থার উল্লেখযোগ্য অর্জণ (২০১০-২০২২)

ইতোমধ্যে পায়রা বন্দর ২২৪টি বিদেশী সমুদ্রগামী জাহাজ এবং ৪৬২টি দেশীয় লাইটারেজ জাহাজের পণ্য হ্যান্ডলিং করার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার প্রায় ৫০৮.২৬ কোটি টাকা (ভ্যাটসহ) রাজস্ব আয় করেছে।

চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

২০২৩ সালের মধ্যে পূর্ণাঙ্গরূপে বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে “পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রথম টার্মিনাল ও আনুষাঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ (PPFT)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় টেম্পোরারি সার্ভিস জেটি এবং জেটি সংলগ্ন রাস্তাসহ আধুনিক মানের ৬৫০ মিটার মূল জেটি, ব্যাকআপ ইয়ার্ড (৩.২৫ লক্ষ বর্গমিটার), ৬.৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ৬-লেন বিশিষ্ট রাস্তা, আন্ধারমানিক নদীর উপর ১.১২ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জেটি নির্মাণ

ইয়ার্ড নির্মাণ

জাহাজ চলাচল নিশ্চিত করার জন্য চ্যানেলের গভীরতা -৬.৩ মি: সিডি বজায় রাখার লক্ষ্যে "রাবনাবাদ চ্যানেলের (ইনার ও আউটার চ্যানেল) জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ২৫-৩০ হাজার Deadweight tonnage (DWT) বহন ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজ পায়রা বন্দরে প্রবেশের সক্ষমতা অর্জন করেছে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ বিনিয়োগ সংক্রান্ত তহবিল Bangladesh Infrastructure Development Fund (BIDF) এর মাধ্যমে স্কিমের আওতায় গত ১৩ জুন ২০২১ তারিখে Jan De Nul (JDN) এর সাথে একটি ড্রেজিং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ফলে চ্যানেলের গভীরতা বৃদ্ধি পেয়ে ৪০-৫০ হাজার DWT ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বাণিজ্যিক জাহাজ পায়রা বন্দর প্রবেশ করতে সক্ষম হবে। এছাড়া কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে বিস্তারিত নকশা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

সংস্থার উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

২০২০-২১ অর্থবছরে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের ৪২০০ জন সদস্যদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ এবং উক্ত প্রশিক্ষিত পরিবারসমূহের তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য একটি ডাটাবেস সফটওয়ার তৈরি করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে পায়রা বন্দরে জাহাজ চলাচলের সুবিধার্থে বিদ্যমান বয়া চিহ্নিত করণ এবং জাহাজসমূহের গতিবিধি ও মাইলেজ পর্যবেক্ষণের জন্য ২৬টি GPS Tracking Device লাগানো হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

বন্দরের আমদানী রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে বন্দরকে অধিকতর গতিশীল করণের লক্ষ্যে অদূর ভবিষ্যতে মাল্টিপারপাস টার্মিনাল নির্মাণসহ কন্টিনার টার্মিনাল-১ এবং কন্টিনার টার্মিনাল-২ নির্মাণ এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরনী (২০২১-২০২২)

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ (আবর্তন ব্যয়)	মোট বাজেট বরাদ্দ ২০২১-২২	প্রকৃত ব্যয়	মন্তব্য
১	৩৬৩১১০১	বেতন বাবদ সহায়তা	৫৪০.০০	৪৭২.২০	
২	৩৬৩১১০২	ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৪৪৪.৮০	৩৮৩.৭৬	

ক্রমিক	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ (আবর্তন ব্যয়)	মোট বাজেট বরাদ্দ ২০২১-২২	প্রকৃত ব্যয়	মন্তব্য
৩	৩৬৩১১০৩	পণ্য সেবা বাবদ সহায়তা	২,৭৪১.০০	২,১৪৮.৫৬	
৪	৩৬৩১১০৭	বিশেষ অনুদান	-	-	
৫	৩৬৩১১০৮	গবেষণা অনুদান	০.৫০	০.২৫	
৬	৩৬৩১১৯৯	অন্যান্য অনুদান	২০০.১০	-	
(ক) উপমোট-আবর্তক অনুদান			৩,৯২৬.৪০	৩,০০৪.৭৭	
৭	৩৬৩২১০২	যন্ত্রপাতি অনুদান	১,১৩৩.৬০	১,১৩১.১০	
৮	৩৬৩২১০৩	যানবাহন বাবদ অনুদান	৩.০০	০.০২	
৯	৩৬৩২১০৪	ভবন ও স্থাপনা নির্মান অনুদান	৪,৫০০.৫০	৪,৫০০.৫০	
১০	৩৬৩২১০৫	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	২৭৭.৫০	২৭২.৫৫	
১১	৩৬৩২১০৬	অন্যান্য মূলধন অনুদান	২৮.০০	২৮.০০	
		(খ) উপমোট-মূলধন অনুদান	৫,৯৪২.৬০	৫,৯৩২.১৭	
		সর্বমোট	৯,৮৬৯.০০	৮,৯৩৬.৯৪	

চ্যালেঞ্জ

২০২৩ সাল নাগাদ First Terminal নির্মাণসহ Capital Dredging কাজ শেষ হবে। সে লক্ষ্যে মূল বন্দরকে Hinter Land এর সাথে সংযুক্ত করার জন্য দ্রুততার সাথে আন্ধারমানিক নদীর উপর সেতু নির্মাণসহ ভাঙ্গা-কুয়াকাটা Highway কে চার লেনে উন্নতিকরণ এবং রেল এর আওতায় সংযুক্ত করাই বন্দরের জন্য মূল চ্যালেঞ্জ।

সম্ভাবনা (Prospects)

বাংলাদেশ সমুদ্রগামী আন্তর্জতিক বাণিজ্য দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্ণিত বাণিজ্যিক চাপ মোকাবেলার জন্য সরকার দেশের তৃতীয় বাণিজ্যিক করিডর হিসাবে পায়রা বন্দর প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। Royal HaskoningDHV এর সমীক্ষা অনুযায়ী আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ পায়রা বন্দর দিয়ে ৫৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন বাল্কপন্য সহ ১৩.৫ মিলিয়ন টিউস কন্টিনার পায়রা বন্দর কর্তৃক অপারেশন করা সম্ভব হবে যার ফলে পণ্যসমূহ খালাস বোধাইসহ অর্থনৈতিক ও বানিজ্যিক কার্যক্রমের প্রসার এর মাধ্যমে দক্ষিণ অঞ্চলের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

www.bsbk.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ -২০২২

পটভূমি:

বাংলাদেশের স্থলসীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য ৪,২৪৬ কি.মি.। এর মধ্যে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪,০৫৩ কি.মি. এবং মিয়ানমারের সাথে আরও ১৯৩ কি.মি. *(উৎস: বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন)*। এই দীর্ঘ স্থলসীমান্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ করে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রতিবেশি দেশগুলোর সাথে স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে উন্নত ও সহজতর করার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও বন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ২০ নং আইন) বলে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্তৃপক্ষ ২০০২ সালে স্থলবন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে এ কর্তৃপক্ষের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ ২৪টি শুল্ক স্টেশনকে সরকার কর্তৃক স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ১২টি শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর হিসেবে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ০৭টি স্থলবন্দর যথা- বেনাপোল, বুড়িমারী, আখাউড়া, ভোমরা, নাকুগাঁও, তামাবিল এবং সোনাহাট বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। বিরল স্থলবন্দর ব্যতীত অপর ০৫টি স্থলবন্দর যথা- বাংলাবান্ধা, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ ও বিবিরবাজার স্থলবন্দরের আবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য BOT ভিত্তিতে পোর্ট অপারেটর নিয়োগ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১২টি স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান ও চালুর অপেক্ষাধীন রয়েছে। স্থলবন্দরসমূহ আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি ও সরকারি রাজস্ব আদায়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। একইসাথে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও সীমান্ত চোরাচালান হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

১.১) রূপকল্প:

দক্ষ, নিরাপদ, প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বমানের স্থলবন্দর।

১.২) অভিলক্ষ্য:

স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন, পণ্য হ্যান্ডলিং ও সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে অপারেটর নিয়োগের মাধ্যমে দক্ষ ও সাশ্রয়ী সেবা প্রদান।

১.৩) কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

- স্থলবন্দর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের নীতি প্রণয়ন;
- স্থলবন্দরে পণ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ ও প্রদানের জন্য অপারেটর নিয়োগ;
- সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে স্থলবন্দর ব্যবহারকারীদের নিকট হতে আদায়যোগ্য কর, টোল, রেইট ও ফিসের তফসিল প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে চুক্তি সম্পাদন।

কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পর্ষদ

২০০১ সনের ২০ নং আইনের ধারা- ০৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বোর্ড গঠিত হয়।
বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়। যথা:
ক) একজন চেয়ারম্যান

খ) তিনজন সার্বক্ষণিক সদস্য এবং

গ) তিনজন খন্ডকালীন সদস্য, যাদের মধ্যে একজন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা, একজন শিল্প ও বাণিজ্যে নিয়োজিত বেসরকারি ব্যক্তি এবং অন্য একজন সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি।

জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ২০০৬ সালে অনুমোদিত জনবল ছিল ২৯০। ২০০৯হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরির পদ সৃজিত হয়ে বর্তমানে জনবল ৪৯০ এ উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে অনুমোদিত জনবলের তথ্যাদি নিম্নরূপ:

শ্রেণি	অনুমোদিত পদসংখ্যা	কর্মরত পদ সংখ্যা	শূন্যপদের সংখ্যা	মন্তব্য
১ম শ্রেণি	৭৪	৪৬	২৯	
২য় শ্রেণি	২১	১৩	০৮	
৩য় শ্রেণি	৩০৯	১৬৯	১৪০	
৪র্থ শ্রেণি	৫২	৩১	২১	
আউট সোর্সিং	৩৪	৩৪	০০	
মোট	৪৯০	২৯২	১৯৮	

সারণী:১

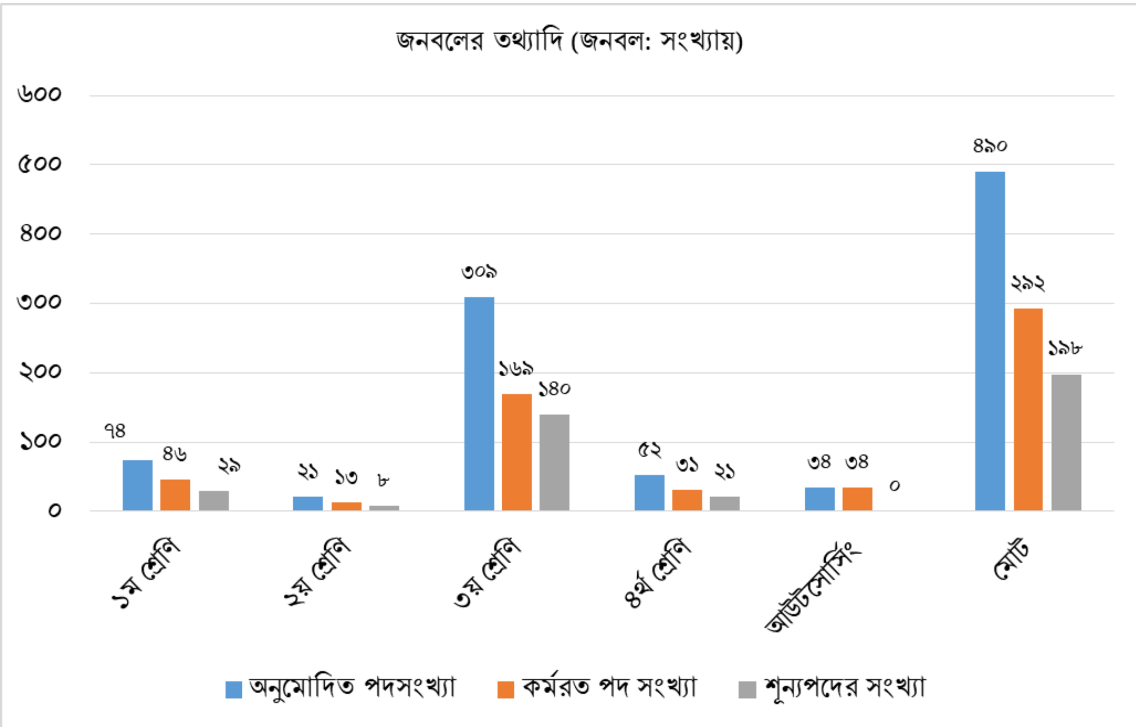

লেখচিত্র: ১

২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থার উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড:

- ✓ "গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলায় ৭৫.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নতুন স্থলবন্দর নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আরসিসি ইয়ার্ড, ০২টি ওয়্যারহাউজ, ০৪টি ওয়েব্রীজ স্কেল, টয়লেট কমপ্লেক্স, ড্রেইন, সীমানা প্রাচীর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ✓ জামালপুর জেলার ধানুয়া-কামালপুরে জমি অধিগ্রহণ করে একটি আধুনিক স্থলবন্দর নির্মাণকাজ চলছে। এর আওতায় একটি ওপেন ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- ✓ যশোর জেলার শার্শা উপজেলাধীন বেনাপোল স্থলবন্দরে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সিসিটিভি স্থাপন কাজ ৭৫% সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজের ২৫% সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে নেটওয়ার্কিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ✓ বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার শেওলা স্থলবন্দরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর আওতায় নিরাপত্তা প্রাচীর, ইয়ার্ড, ব্যারাক ভবন, ডরমেটরি ভবন ও ট্রান্সশিপমেন্ট শেডের ৪০% কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।
- ✓ হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার বাল্লা স্থলবন্দরের ইয়ার্ড, ড্রেইন, সীমানা প্রাচীর, ডরমেটরী, অফিস ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- ✓ বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের অন্যতম ০৩টি প্যাকেজ খোলা, ইয়ার্ড, সীমানাপ্রাচীর ও ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

২০১০ সাল হতে অদ্যাবধি উল্লেখযোগ্য অর্জন:

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিগত এক যুগে বাংলাদেশে উন্নয়নে ব্যাপক কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হয়েছে। ১১টি শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয় এবং স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে ভোমরা, বুড়িমারী, আখাউড়া, নাকুগাঁও, তামাবিল, সোনাহাট, সোনামসজিদ, হিলি, বাংলাবান্ধা, টেকনাফ ও বিবিরবাজারসহ ১১ টি স্থলবন্দর পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করা হয়। এছাড়াও অন্যান্য স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- ➢ বেনাপোল স্থলবন্দরে ৫১.২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ওয়্যারহাউজ, ইয়ার্ড, আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ও বাস টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়।
- ➢ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ভারতীয় আইসিপি'র সাথে সংযোগের লক্ষ্যে চার লেনবিশিষ্ট রাস্তা, আধুনিক ওয়্যারহাউজ, অভ্যন্তরীণ প্রায় সকল পার্কিং ইয়ার্ড টেকসহই করে নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া, বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রমের গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে বেনাপোল স্থলবন্দরে অটোমেশন কার্যক্রম চালু করা হয়।
- ➢ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত 'ভোমরা স্থলবন্দর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটি ২০.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো উন্নয়ন করে মে, ২০১৩ সালে বন্দরটি চালু করা হয়। বন্দরটি চালুর ফলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয় বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া, প্রায় ৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।
- ➢ বুড়িমারী স্থলবন্দরে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে ১১.২৫ একর জমি অধিগ্রহণ করে বন্দরের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম অবকাঠামো নির্মাণ করা হয় এবং ২০১০ সালে এ বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করা হয়। সম্প্রতি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় প্রায় ১৩.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া প্রায় ৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

- আখাউড়া স্থলবন্দরে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে ১৫.০০ একর জমি অধিগ্রহণ করে ন্যূনতম অবকাঠামো নির্মাণ করা হয় এবং ২০১০ সালে এ বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করা হয়।
- প্রায় ১৬.১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে 'নাকুগাঁও স্থলবন্দর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নাকুগাঁও স্থলবন্দরে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন করে বন্দরটি চালু করা হয়।
- প্রায় ৭২.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে তামাবিল স্থলবন্দর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করে বন্দরটি চালু করা হয়।
- প্রায় ৩৯.৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সোনাহাট স্থলবন্দর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন করে বন্দরটি ২০১৮ সালে চালু করা হয়।
- প্রায় ৩১.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকার আগারগাঁওয়ের শেরে-বাংলা নগরে 'প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- বেনাপোল স্থলবন্দরে অটোমেশন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- প্রায় ৭৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে "গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

ম. নং	প্রকল্পের নাম	উন্নয়ন কার্যক্রম
১.	''বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১: শেওলা, ভোমরা, রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়ন এবং বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন " শীর্ষক প্রকল্প।	শেওলা ও ভোমরা স্থলবন্দর জমি অধিগ্রহনসহ ওয়্যারহাউজ, ইয়ার্ড, ট্রান্সশিপমেন্ট শেডসহ বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ভোমরা স্থলবন্দর সম্প্রসারণ এবং বেনাপোল স্থলবন্দরে সিসিটিভিসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়ন কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, যে শেওলা স্থলবন্দরের নির্মাণ কাজ প্রায় ৪০% সম্পন্ন হয়েছে। বেনাপোল স্থলবন্দরে প্রায় ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে যার প্রায় ২৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সিসিটিভি স্থাপন করা হয়েছে।
২.	''বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন''শীর্ষক প্রকল্প।	''বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড, পার্কিং ইয়ার্ড, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ওয়েব্রীজ স্কেল প্রভৃতি অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।
৩.	''বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন''শীর্ষক প্রকল্প।	''বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩৮.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সীমানা প্রাচীর, ওপেন ইয়ার্ড, পার্কিং ইয়ার্ড, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ওয়েব্রীজ স্কেল প্রভৃতি অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, সেপ্টেম্বর, ২০২২ মাসে এ বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করা হবে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন বলে আশা করা যায়।
৪.	"ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।	ধানুয়া-কামালপুর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫৯.৩০ কোটি ব্যয়ে সীমানা প্রাচীর, ওপেন ইয়ার্ড, পার্কিং ইয়ার্ড, অভ্যন্তরীণ রাস্তা , ওয়েব্রীজ স্কেল প্রভৃতি অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
৫.	বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিকেল	বেনাপোল স্থলবন্দরের কার্গো ভেহিকেল টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম	উন্নয়ন কার্যক্রম
	টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।	প্রকল্পের আওতায় ২৪.৯৮ একর জমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন, সীমানাপ্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ওপেন ইয়ার্ড, ভবন নির্মাণ, ওয়েব্রীজ স্কেল প্রভৃতি অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। উক্ত প্রকল্পের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে ড্রইং ডিজাইন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অন্যতম ০২ টি প্যাকেজ ওপেন ইয়ার্ড এবং সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ কাজ আরম্ভ করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- South Asian Subregional Economic Cooperation (SASEC), Integrated Trade Facility Project: বাংলাদেশ স্থলবন্দর উন্নয়ন (অংশ); যা ইতোমধ্যে একনেক (ECNEC) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- বিবিআইএন রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট এন্ড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন প্রোগ্রাম বাংলাদেশ ফেজ- ১ (BRTFP-1) (BLPA Component) প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল, বুড়িমারী, ভোমরা স্থলবন্দর উন্নয়ন এবং বর্ডার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের উন্নয়ন করা হবে।
- ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর উন্নয়ন
- দর্শনা স্থলবন্দর উন্নয়ন
- বিওটি ভিত্তিতে পরিচালিত স্থলবন্দরসমূহের জন্য জমি অধিগ্রহণ
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের Strategic (কৌশলগত) মাস্টার প্লান প্রণয়ন করা।

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (২০২১-২০২২):

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপ:

কোটি টাকায়

ক্রম	অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	অর্জনের হার (%)
১.	২০২১-২০২২	২৭৯.৬৫	২২৭.৪১	৮১.৩২

সারণী: ২

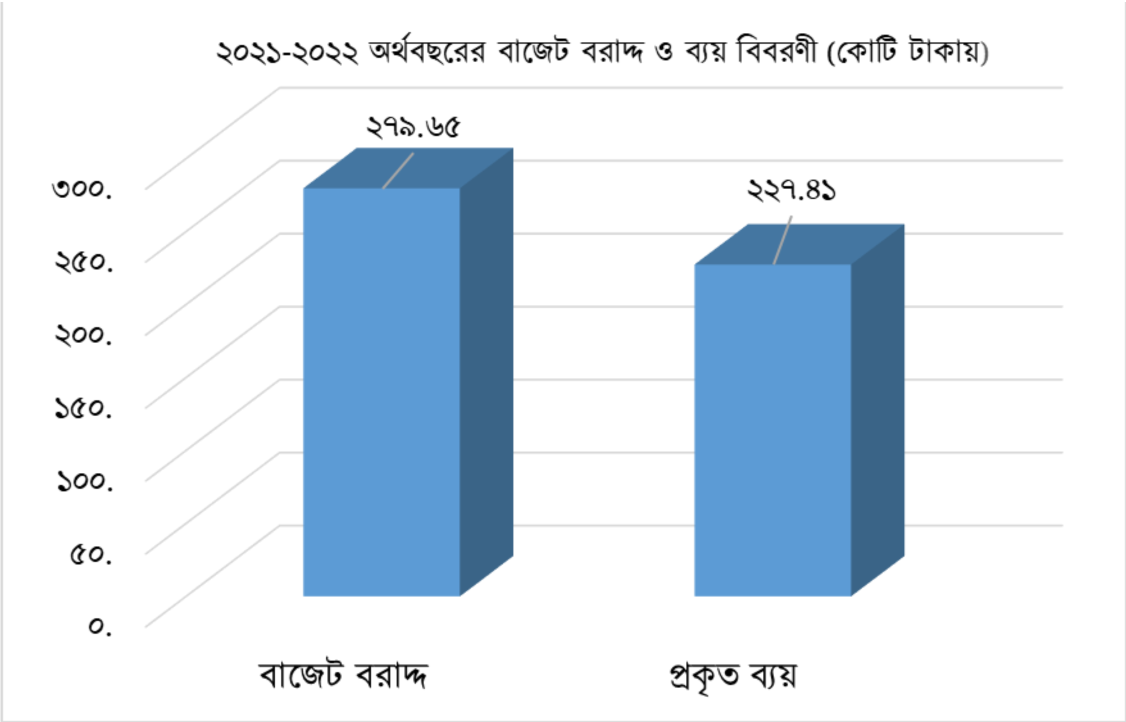

লেখচিত্র-২

এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি

কোটি টাকায়

ম	অর্থবছর	বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	২০২১-২০২২	২৩১.৪১	২২৮.৪৩	৯৮.৭২%	

সারণী: ৩

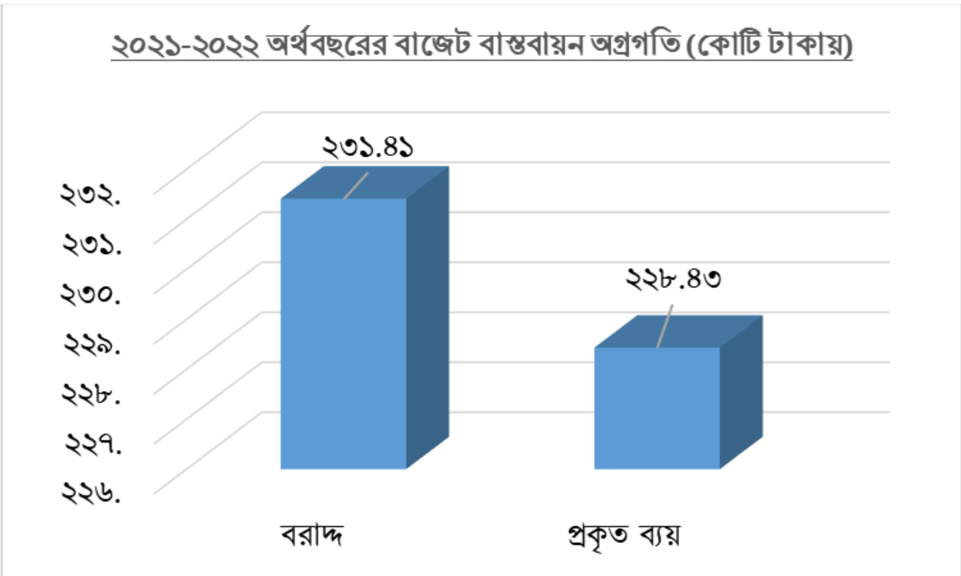

লেখচিত্র-৩

সংস্থার উদ্ভাবনী উদ্যোগ:

১। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বেনাপোল স্থলবন্দরের আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবনে “মাতৃদুগ্ধ কর্ণার” স্থাপন
করা হয়েছে।

২। ২০২২ সালের ১৪ জুন প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও- এ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী- তে আয়োজিত সেমিনারে মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি এবং ভারতীয় দূতাবাসের মান্যবর হাইকমিশনার জনাব বিক্রম কে দোরাইস্বামীর উপস্থিতিতে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আলমগীর ‘আঞ্চলিক বাণিজ্য, আন্তঃসংযোগ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্থলবন্দরের ভূমিকা’ শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

৩। ৩০/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সোনাহাট স্থলবন্দরে আমদানিকারকের নিকট পণ্যের ওজন সংক্রান্ত তথ্য Auto SMS এর মাধ্যমে প্রেরণ সিস্টেম সংস্থাপন করা হয়।

কল্যাণমূলক কার্যক্রম:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম যেমন: অবসর ভাতা ও অবসর সুবিধাদি, পেনশন ও উৎসাহ বোনাস প্রদান করার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। উৎসাহ বোনাস ও গৃহঋণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পেনশনের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষে আত্মীকৃত ০২ (দুই) জন কর্মচারির অবসর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

আন্তঃদেশীয় চ্যালেঞ্জসমূহ:

- জিরো পয়েন্ট থেকে ১৫০ গজের মধ্যে অবকাঠামো নির্মাণ;
- ভূটানের পণ্যবাহী ট্রাক ভারতের চেংড়াবান্ধা বন্দর দিয়ে বাংলাদেশের বুড়িমারী স্থলবন্দরে প্রবেশে অগ্রাধিকার;
- বাংলাদেশি পণ্যবাহী ট্রাকসমূহ নেপালের কাকড়ভিটা পর্যন্ত গমন;
- বিরল-রাধিকাপুর ও দর্শনা-গেদে রেলরুটের পাশাপাশি সড়কপথে বাণিজ্যের অনুমতি;
- ভারতীয় অংশে কোয়ারেন্টাইন/টেস্টিং সুবিধা বৃদ্ধি;
- ভূটানের গেলুপ পর্যন্ত একটি ত্রিপক্ষীয় ক্রসবর্ডার রুট স্থাপন;
- হিলি স্থলবন্দরে ভারতীয় অংশের জিরোপয়েন্ট থেকে সংযোগ সড়কের প্রায় ০২ কি.মি. রাস্তা প্রশস্তকরণ;
- রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে ননট্যারিফ ব্যারিয়ার।

সম্ভাবনাসমূহ (Possibilities)

- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বন্দরসমূহে আধুনিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ৫১.০০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প ছিল। বর্তমানে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রায় ১২ শত কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে।

➢ এ সকল উন্নয়নের ফলে ক্রমান্বয়ে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং একইসাথে স্থলবন্দরের আয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন উন্নয়ন/সেবামূলক কার্যক্রমের ক্যাপশনসহ আলোকচিত্র:

চিত্র ৩: ঢাকার আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নির্মিত প্রধান কার্যালয় ভবন

চিত্র ৫: বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন (১৪/০২/২০২২)

চিত্র ৬: বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

চিত্র ৭: রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন (১৪/০২/২০২২)

চিত্র ৯: নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি কর্তৃক ভারতীয় প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল বিল্ডিং (১) এর নামফলক উন্মোচন (১৪/০৯/২০২১)

চিত্র ১০: বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আলমগীর (গ্রেড-১) কর্তৃক বেনাপোল স্থলবন্দরের বিভিন্ন শেড ও ইয়ার্ড পরিদর্শন (২৩/০৯/২০২১)

চিত্র ১২: বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আলমগীর (গ্রেড-১) কর্তৃক বুড়িমারী স্থলবন্দর পরিদর্শন (০৯/১০/২০২১)

চিত্র ১৩: বেনাপোল স্থলবন্দর: সিসিটিভি

চিত্র ১৪: গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম

চিত্র ১৬: নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল এর বিলোনিয়া স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন

চিত্র ১৭: জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রি, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাল্লা স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন

চিত্র ১৯: বেনাপোল স্থলবন্দরে স্থাপিত মাতৃদুগ্ধ পান কর্ণার

চিত্র ১৯: ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম

চিত্র ২০: শেওলা স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম

চিত্র ১১: [illegible] উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ওয়্যারহাউজ

নৌপরিবহন অধিদপ্তর

www.dos.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

১। দপ্তরের নাম ও ঠিকানা : নৌপরিবহন অধিদপ্তর

১৪১-১৪৩, মতিঝিলবা/এ, ঢাকা-১০০০।

২। **ওয়েবসাইট** : www.dos.gov.bd
ই-মেইল : info@dos.gov.bd
ফোন : ৯৫১৩৩০৫
ফ্যাক্স : ৯৫৮৭৩০১

৩। পরিচিতি

নৌপরিবহন অধিদপ্তর নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সরকারী রেগুলেটরী সংস্থা। সংস্থাটি মেরিটাইম প্রশাসন হিসাবে অভ্যন্তরীণ নৌযান এবং সমুদ্রগামী জাহাজের নিরাপত্তা ও পরিবেশ দূষণ রোধে কার্যক্রম গ্রহণ ছাড়া ও জাহাজে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও সনদায়ন এবং নৌ-বাণিজ্যের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। Inland Shipping Ordinance (ISO) 1976, Merchant Shipping Ordiance (MSO) 1983, বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ ও বাংলাদেশ বাতিঘর আইন, ২০২০ এবং এর আওতায় প্রণীত বিধিমালা এবং আন্তর্জাতিক মেরিটাইম কনভেনশন বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই অধিদপ্তর কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অধিদপ্তরের প্রশাসনিক আওতাধীন নিম্নোক্ত কার্যালয়সমূহ রয়েছে :

(১) নৌ বাণিজ্য অফিস, চট্রগ্রাম,
(২) সরকারী শিপিং অফিস, চট্রগ্রাম,
(৩) প্রকৌশলী ও জাহাজ জরিপকারকের কার্যালয়, ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/বরিশাল ও খুলনা
(৪) ইন্সপেক্টরেট অব ইনল্যান্ড শিপস, প্রধান কার্যালয়/সদরঘাট, ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/চাঁদপুর/ পটুয়াখালী/ বরিশাল/ খুলনা/চট্রগ্রাম/চামড়া বন্দর/ মোংলা।
(৫) আঞ্চলিক নৌযান সার্ভে এন্ড রেজিস্ট্রেশন/পরিদর্শন অফিস, ঢাকা/চট্টগ্রাম/ কক্সবাজার/ চাঁদপুর/ভৈরব/ ভোলা/রাঙ্গামাটি।

৪। ভিশন ও মিশন

ভিশনঃ নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব এবং দক্ষ নৌ-চলাচল ব্যবস্থা ।

মিশনঃ দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক নৌসংক্রান্ত আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দক্ষ, নিরাপদ এবং পরিবেশ বান্ধব নৌচলাচল ব্যবস্থা নিশ্চিত করণ।

৫। নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

১। সমুদ্রগামী, ফিশিং, কোস্টাল এবং অভ্যন্তরীণ জাহাজ রেজিস্ট্রেশন, সার্ভেকরণ এবং নতুন জাহাজ নির্মানের নকশা অনুমোদন;
২। সমুদ্রগামী, ফিশিং এবং অভ্যন্তরীণ জাহাজের কর্মকর্তা/নাবিকদের আন্তর্জাতিক মেরিটাইম সংস্থা

(আইএমও) এর প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসারে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত মেরটাইম প্রশিক্ষন মনিটরিং, পরীক্ষা গ্রহন এবং সনদ প্রদান;

৩। নৌপথের নিরাত্তায় ভ্রাম্যমান নৌ-আদালত পরিচালনা করা এবং মেরিন কোর্ট নৌ সংক্রান্ত মামলা দায়ের ও বিচার কার্য পরিচালনায় প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান;

৪। বাংলাদেশী বন্দরে আগত বিদেশী জাহাজ সমূহের উপযুক্ততা নির্দ্ধারণে পোর্টস্টেট কন্ট্রোলের আওতায় পরিদর্শন করন কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৫। বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দরে জাহাজের আগমন-নির্গমন অনুমতি প্রদান;

৬। নৌযান সমূহকে দিকনির্দেশনা সুবিধা প্রদানের জন্য উপকূলে বাতিঘর পরিচালনা;

৭। The International Ship and Port Facility Security (ISPS) কোড বাস্তবায়নে কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৮। বাংলাদেশের জলসীমায় বিপদগ্রস্থ জাহাজ উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা;

৯। মেরিটাইম বিধি-বিধান প্রণয়ন ও প্রয়োজনমত সংশোধনের কার্যক্রম পরিচালনা;

১০। বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত নৌ-সম্পর্কীয় আন্তর্জাতিক কনভেনশন সমূহ বাস্তবায়ন এবং দেশের স্বার্থে আন্তর্জাতিক মেরিটাইম কনভেনশন অনুসমর্থনের কার্যক্রম;

১১। অন্যান্য মেরিটাইম দেশের সাথে সম্পাদিত শিপিং চুক্তি বাস্তবায়ন করা;

১২। বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজের ব্যবসায়িক স্বার্থ সংরক্ষণ;

১৩। বিদেশী সমুদ্রগামী জাহাজে বাংলাদেশী নাবিকদের নিয়োগ এবং বেতন-ভাতা পাওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশী নাবিকদের স্বার্থরক্ষা করা;

১৪। রপ্তানী পণ্য ওজন সংক্রান্ত Verified Gross Mass এর অনুমতি প্রদান।

৬। দপ্তরের জনবলঃ

নৌপরিবহন অধিদপ্তর ও ইহার অধীনস্ত অফিসসমূহসহ সর্বমোট অনুমোদিত/মঞ্জুরীকৃত জনবলের সংখ্যা ৩৮১ জন। উহার শ্রেনী বিন্যাস নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

শ্রেণী	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থশ্রেণী	মোট শ্রেণী
জনবল	৭৭	৬৭	১৫৯	৭৮	৩৮১

অফিস ভিত্তিক ও নবসৃষ্ট জনবলের শ্রেণী বিন্যাস নিম্নরূপঃ

শ্রেণী	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থশ্রেণী	মোট শ্রেণী
নৌপরিবহন অধিদপ্তর ও অভ্যন্তরীণ জাহাজ পরিদর্শনালয়	২০	১৬	৭৩	৩৭	১৪৬
নৌ-বাণিজ্য দপ্তর, চট্টগ্রাম	৬	১	২৩	১৭	৪৭
সমুদ্র পরিবহন অফিস, চট্টগ্রাম	২	২	২২	৬	৩২
অস্থায়ী ভিত্তিতে নবসৃষ্ট জনবল	৪৯	৪৮	৪১	১৮	১৫৬

১৯৭৬ সনে নৌপরিবহন অধিদপ্তর সৃষ্টি এবং প্রশাসনিক পুনঃবিন্যাস সংক্রান্ত এনাম কমিটির রির্পোটের পর অধিদপ্তরের জনবল তেমন বৃদ্ধি করা হয়নি বললেও চলে, যদিও এই সময়ে অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকান্ড

ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীমার্তৃক ও সমুদ্র উপকুলবর্তী বাংলাদেশের নৌপরিবহন সেক্টর অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। এই সেক্টর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এবং দেশের অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নৌপরিবহন ব্যবস্থা বিবেচনাপূর্বক নৌপরিবহন অধিদপ্তরকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ১৫৬টি পদ সৃষ্টি করা হয়। সৃষ্টিকৃত উক্ত জনবল নিয়োগ করা সম্ভব হলে তাদের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর ফলে অভ্যন্তরীণ নৌ-দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে। ফলে জনসাধারণের জানমাল রক্ষাসহ আইনের আওতাবহিভুত নৌযানসমূহকে আইনের আওতায় আনয়নের ফলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। কারিগরী জনবল বৃদ্ধির ফলে প্রশিক্ষণ ও সনদায়ন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশী-বিদেশী জাহাজে বাংলাদেশী মেরিন অফিসার ও নাবিক নিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। সে কারণে একদিকে যেমন প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধি পাবে অপরদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। যা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক হবে।
নবসৃষ্ট পদ হতে ইতোমধ্যে ২০জন ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ১৯টি পদে কর্মচারী নিয়োগের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির উন্নতি হলে দ্রুতই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। নবসৃষ্ট পদের যে সমস্ত পদের নিয়োগবিধি নেই, উক্ত পদসমূহের জন্য এবং অধিদপ্তরের বিদ্যমান নিয়োগবিধি হালনাগাদ করে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি বর্তমানে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে। প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি অনুমোদিত হলে নতুন পদসমূহে নিয়োগ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

৭। ২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

● ২০২০-২১ অর্থ বৎসরে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের নবসৃষ্ট পদ হতে ১টি প্রসিকিউটিং অফিসার ও ১টি পরিদর্শক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ১টি শূন্য পরিদর্শক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। শূন্য ১টি সিস্টেম এনালিস্ট পদের মৌখিক পরীক্ষা পিএসসি কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। শূন্য ১৫টি পরিদর্শক পদে ৩৮তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশের জন্য পিএসসির চাহিদা মোতাবেক রিকুইজিশন ফরম পুরণ করে প্রেরণ করা হয়েছে।

● বাংলাদেশের সরকারী/বেসরকারী মেরিটাইম ট্রেনিং ইন্সটিটিউটসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন-লাইন মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে। বেসরকারী মেরিটাইম ট্রেনিং ইন্সটিটিউট সমূহে পরিচালিত বিভিন্ন কোর্সের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার অন-লাইনে প্রদান করা হচ্ছে, সকল ধরণের মেরিটাইম সনদ জারীতে অনলাইন সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশী নাবিকদের বিদেশী জাহাজে নিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। নাবিক নিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রায় দেশের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

● কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশী সীফেয়ারারদের দেশে ও বিদেশে চাকুরীর বাজার বজায় রাখার জন্য Online Appointment System Software for Exam এবং Standard Operation Procedure (SoP) প্রস্তুত করা হয়েছে;

● বাংলাদেশী সীফেয়ারারদের International Maritime Organization (IMO) কর্তৃক কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে 'অত্যবশীয় কর্মী' (Key Worker) ঘোষণা করা হয়েছে ও করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) টিকা প্রাপ্তিতে সিফেয়ারারদের অগ্রাধিকার প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে।

● **সীফেয়ারারদের সমুদ্রগামী জাহাজে যোগদানের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত বেসরকারি অথবা বিদেশী পাসর্পোটধারীদের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হাসপাতাল/প্রতিষ্ঠানসমূহে কোভিড-১৯ পরীক্ষা গ্রহন ও সনদ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে;**

● কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশী সীফেয়ারারদের চাকুরীর বাজার বজায় রাখার স্বার্থে মেরিটাইম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য Standard Operation Procedure (SoP) প্রস্তুত করা হয়েছে;

● বাংলাদেশী অফিসার ও নাবিকদের Certificates of Competency (CoC) and Certificates of Proficiency (CoP), Medical certificate, Continues

Discharge Certificate (CDC) এবং জাহাজের Extension of mandatory surveys, audits and expiry of statutory certificates, Extension of Seafarers Employment Agreements (SEA) , Minimum Safe Manning Document (MSMD) ও Port State Control বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান পূর্বক সার্কুলার দেয়া হয়েছে;

- এসটিসিডব্লিউ কনভেনশন অনুসারে বাংলাদেশে পরিচালিত সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সি (সিওসি)স্বীকৃতির বিষয়ে ডেনমার্ক, পালাও,বেলজিয়ামের সাথে পারস্পরিক সমঝোতা স্বাক্ষর করা হয়েছে।
- EGIMNS প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন ও কুতুবদিয়ার বাতিঘর সমূহ আধুনিকায়ন করে পুনঃনির্মান, কোষ্টাল রেডিও ষ্টেশনসহ কুকরি মুকরিতে , দুবলারচর, নিঝুমদ্বীপ, ও কুয়াকাটায় কোষ্টাল রেডিও ষ্টেশনসহ ৪টি নতুন বাতিঘর স্থাপন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;
- সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক অধিদপ্তরের সাথে সম্পর্কিত আইন সমূহ সংশোধন পূর্বক বাংলায় প্রণয়নের অংশ হিসাবে The Lighthouse Act,1927 সংশোধন পূর্বক বাংলাদেশ বাতিঘর আইন, ২০২০ চুড়ান্ত অনুমোদন করা হয়েছে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌঅধ্যাদেশ ১৯৭৬ এবং মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ সংশোধন পূর্বক খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে, যা চুড়ান্ত অনুমোদন পর্যায়ে রয়েছে। বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ এর আওতায় বিধির বিধির খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।
- সরকারী/বেসরকারী মেরিটাইম প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠানে সমন্বিত ক্যাডেট ভর্তি পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে উপযুক্ত সফটওয়ার তৈরী করে ভর্তির জন্য আবেদন গ্রহণ করা এবং উপযুক্ত প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

৮। ২০২০-২১ অর্থ বছরের উন্নয়ন প্রকল্প বিবরণ :

Establishment of GMDSS & Integrated Maritime Navigation System (EGIMNS) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীর রয়েছে;

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১. Turn-Key পদ্ধতিতে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় অবস্থিত বাতিঘর সমূহ আধুনকায়ন এবং নতুন বাতিঘর ও কোষ্টাল রেড়িও স্টেশন স্থাপন, ঢাকায় একটি Command & Control Centre (C&C) স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জলসীমায় অবস্থানরত জাহাজের সাথে ২৪ ঘন্টা যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাসহ নৌনিরাপত্তা, Security ও Surveillance ব্যবস্থা প্রবর্তন,
২. নৌসহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন ও পরিচালনা করা,
৩. আন্তর্জাতিক কনভেনশনের চাহিদা পূরণ,
৪. আধুনিক Navigational সহায়তা ও Vessel Traffic ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নৌনিরাপত্তা প্রসারিত করা,
৫. Maritime Search & Rescue কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন এবং
৬. সরকারের Digital Bangladesh গড়ায় সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

EGIMNS প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত আর্থিক বিবরণ :

- **প্রকল্পের মোট বরাদ্দ (ডিপিপি):** ৬৮৭০৩.১৪ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৩৯৪৯০.৯১ লক্ষ টাকা, ডিপিএ- ২৯২১২.২৩ লক্ষ টাকা)।

- **২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ:** ৬২৩০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৩৩৭৫.০০ লক্ষ টাকা, ডিপিএ- ২৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা)।
- **২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ**: ৬০৩৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ২১৬২.০০ লক্ষ টাকা, ডিপিএ- ৩৮৭৩.০০)।
- **২০২০-২১ অর্থবছরের জুন ২০২১ মাসের অগ্রগতি:** ৩২.১৪ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৩২.১৪ লক্ষ টাকা, ডিপিএ- ০.০০)।
- **২০২০-২১ অর্থবছরের জুন ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি**: ৩৪৯১.৪৫ লক্ষ টাকা (জিওবি- ১৭৪০.৬৫ লক্ষ টাকা, ডিপিএ- ১৭৫০.৮০ লক্ষ টাকা)।
- **২০২০-২১ অর্থবছরের ৪র্থ কিস্তি পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি**: ৪৭৮১.৮০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৩০৩১.০০ লক্ষ টাকা, ডিপিএ- ১৭৫০.৮০ লক্ষ টাকা)।
- **ডিপিএ জুন ২০২১ মাস পর্যন্ত সর্বমোট ব্যয়**: ১২৬৬৩.৮৯ লক্ষ টাকা।
- **জুন ২০২১ পর্যন্ত সংযোজনীয় অগ্রগতি**: ২০১৬৪.৭৮ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৭৫০০.৮৯ লক্ষ টাকা, ডিপিএ-১২৬৬৩.৮৯ লক্ষ টাকা) এবং ভৌত অগ্রগতি ২৯.৩৫%।
- **প্রস্তাবিত এডিপি ২০২১-২২**: ২৫১৫০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ১৭০৫০.০০ লক্ষ টাকা, ডিপিএ- ১৪৪০০.০০ লক্ষ টাকা)।

৯। ২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য:

- নতুন জনবল পদ সৃষ্টি, নতুন জনবল নিয়োগ এর ফলে অধিদপ্তরের কর্মকান্ড পরিচালনায় আরও গতিশীলতা সৃষ্ঠ হয়েছে, সেইসাথে ঘরে ঘরে একজনকে চাকুরীর সংস্থান করা সরকারের কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে;
- অধিদপ্তরের মাধ্যমে মেরিটাইম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অধিকতর মনিটরিংয়ের আওতায় আনার ফলে বাংলাদেশের নাবিকদের মান বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে বাংলাদেশে পরিচালিত মেরিটাইম প্রশিক্ষণ ও সনদায়নে কার্যক্রম আন্তর্জাতিক ভাবে অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে;
- নাবিকদের প্রশিক্ষণ ও সনদায়ন কার্যক্রমে সকল ক্ষেত্রে অনলাইন ব্যবস্থা প্রবর্তন করায় এই ক্ষেত্রে সরকারী সেবা প্রদান স্বচ্ছ ও সহজতর হয়েছে;
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশী সীফেয়ারারদের দেশে ও বিদেশে চাকুরীর বাজার সম্প্রসারিত হয়েছ এবং তাদের মাধ্যমে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধি পেয়েছে;
- **গৃহীত ব্যবস্থাদির ফলে বাংলাদেশী নাবিকগণ** কোভিড-১৯ হতে অনেকাংশে সুরক্ষিত রয়েছে;
- ডেনমার্ক, পালাও,বেলজিয়ামের সাথে পারস্পরিক সমঝোতা স্বাক্ষরের ফলে ওই সকল দেশের জাহাজে বাংলাদেশী নাবিকদের নিয়োগ বৃদ্ধি পাবে;
- বর্তমান লাইট হাউজ আধুনিকায়ন এবং নতুন লাইট হাউজ স্থাপনের ফলে উপকূলে নৌচলাচলে নিরাপত্তা বৃদ্ধিসহ অবৈধ নৌযান চলাচল রোধ করা সম্ভব হবে;
- আইন সমূহ প্রয়োজনীয় সংশোধন ও বাংলায় প্রবর্তন করায় জনগণের নিকট এগুলোর সহজবোধ্য হয়েছে, সেই সাথে এই সংক্রান্ত সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে; আইন সংশোধনের ফলে নৌবানিজ্য প্রসারিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : নৌপরিবহন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা : ৪টি
প্রতিবেদনাধীন বছর ২০২০-২০২১ প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখ : ১৯/৭/২০২১খ্রি:

(১) প্রশাসনিক

১.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	**অনুমোদিত পদ**	**পূরণকৃত পদ**	**শূন্যপদ**	**বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ**	**মন্তব্য***
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**
মন্ত্রণালয়					
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	৩৮১	১৯৭	১৮৪	বর্ণিত পদসমূহের মধ্যে ২৪টি পদ অস্থায়ীভিত্তিতে সৃজিত হয়েছে। যা বছরভিত্তিক নবায়ন করা হয়।	
মোট	৩৮১	১৯৭	১৮৪		

* অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

১.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	**জেলা কর্মকর্তার পদ**	**অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ**	**২য় শ্রেণির পদ**	**৩য় শ্রেণির পদ**	**৪র্থ শ্রেণির পদ**	**মোট**
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**
-	-	৪৪	৪৩	৭২	২৫	১৮৪

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে
তার তালিকা :
অধিদপ্তরের আওতাধীন নৌ-বানিজ্য দপ্তরের প্রিন্সিপাল অফিসার ৩য় গ্রেড কর্মকর্তা পদ শূন্য রয়েছে। অধিদপ্তরের সমমানের পদ মর্যাদার একজন কর্মকর্তার মাধ্যমে উক্ত পদের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

১.৪ শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা :**বড় ধরনের কোন সমস্যা নেই।**

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
১	২
-	-

*কোন সংলগ্নী ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই।

১.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	৪	৫	২	-	২	

১.৭ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	-	-	-	-
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ	-	-	-	-

১.৮ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা) *	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫

* কতদিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১.৯ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা

(২) অডিট আপত্তি

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

(*টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)*

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সং	টাকার	সংখ্যা	সং	টাকার	সংখ্যা	টাকার

		খ্যা	পরিমাণ (কোটি টাকায়)		খ্যা	পরিমাণ (কোটি টাকায়)		পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	নৌপরিবহনঅধিদপ্তর, ঢাকা।	২	১১,২৫,০০০/-	২			২	১১,২৫,০০০/-
	নৌবাণিজ্যদপ্তর	৯	৯,১৭,৩১৭/-				৯	৯,১৭,৩১৭/-
	সরকারিসমুদ্রপরিবহনঅফিস	২	১,৩১,৬৯২/-				২	১,৩১,৬৯২/-
সর্বমোট		১৩	২১,৭৪,০০৯/-				১৩	২১,৭৪,০০৯/-

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সেসব কেসসমূহের তালিকা :

গুরুতর/বড় রকমের কোন অডিট আপত্তি অধিদপ্তরের অনুকূলে নেই।

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে(২০২০-২১) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরেনিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
৪	-	১	-	১	৩

(৪) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
			২১	-

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
২৬	৩২

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৮-১৯) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা :
(১) শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য অধিদপ্তর কর্তৃক বৎসরে ৪টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া অধিদপ্তরের অধিনস্থ অফিসসমূহেও প্রশিক্ষনের আয়োজনকরা হচ্ছে।

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা: প্রযোজ্য নয়।

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর ব্যবস্থা আছে কি-না; না থাকলে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি-না? নাই

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা : নাই

(৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২

(৭) তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ / সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
৫৩টি (টিওএন্ডটিতেঅন্তর্ভুক্ত)	আছে	আছে	নাই	৫৭	৮৭

(৮) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমুহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

(অর্থ বিভাগের জন্য)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

		২০২০-২১		২০১৯-২০		হ্রাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ	-	-	-	-	-	-
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	৪০.৭৩	৩৯.০৩	৪১.৮১	৩৮.১১		
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)							
লভ্যাংশ হিসাবে							

(৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট

৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করে থাকলে তার তালিকা :

(১) বাংলাদেশ বাতিঘর আইন,২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(২) অভ্যন্তরীণ নৌ অধ্যাদেশ‘১৯৭৬ এবং মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ‘১৯৮৩ সংশোধনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৩) **বাংলাদেশ পতাকাবাহী** জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন,২০১৯ এর আওতায় বিধির খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত **গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য** কার্যাবলি :

১। সমুদ্রগামী, ফিশিং, কোস্টাল এবং অভ্যন্তরীণ জাহাজ রেজিষ্ট্রেশন, সার্ভেকরণ এবং নতুন জাহাজ নির্মানের নকশা অনুমোদন;

২। সমুদ্রগামী, ফিশিং এবং অভ্যন্তরীণ জাহাজের কর্মকর্তা/নাবিকদের আন্তর্জাতিক মেরিটাইম সংস্থা (আইএমও) এর প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসারে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত মেরটাইম প্রশিক্ষন মনিটরিং, পরীক্ষা গ্রহন এবং সনদ প্রদান;

৩। নৌপথের নিরাত্তায় ভ্রাম্যমান নৌ-আদালত পরিচালনা করা এবং মেরিন কোর্ট নৌ সংক্রান্ত মামলা দায়ের ও বিচার কার্য পরিচালনায় প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান;

৪। বাংলাদেশী বন্দরে আগত বিদেশী জাহাজ সমূহের উপযুক্ততা নির্দ্ধারণে পোর্টস্টেট কন্ট্রোলের আওতায় পরিদর্শন করন কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৫। বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দরে জাহাজের আগমন-নির্গমন অনুমতি প্রদান;

৬। নৌযান সমূহকে দিকনির্দেশনা সুবিধা প্রদানের জন্য উপকূলে বাতিঘর পরিচালনা;

৭। The International Ship and Port Facility Security (ISPS) কোড বাস্তবায়নে কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৮। বাংলাদেশের জলসীমায় বিপদগ্রস্থ জাহাজ উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা;

৯। মেরিটাইম বিধি-বিধান প্রণয়ন ও প্রয়োজনমত সংশোধনের কার্যক্রম পরিচালনা;

১০। বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত নৌ-সম্পর্কীয় আন্তর্জাতিক কনভেনশন সমূহ বাস্তবায়ন এবং দেশের স্বার্থে আন্তর্জাতিক মেরিটাইম কনভেনশন অনুসমর্থনের কার্যক্রম;

১১। অন্যান্য মেরিটাইম দেশের সাথে সম্পাদিত শিপিং চুক্তি বাস্তবায়ন করা;

১২। বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজের ব্যবসায়িক স্বার্থ সংরক্ষণ;

১৩। বিদেশী সমুদ্রগামী জাহাজে বাংলাদেশী নাবিকদের নিয়োগ এবং বেতন-ভাতা পাওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশী নাবিকদের স্বার্থরক্ষা করা;

১৪। রপ্তানী পণ্য ওজন সংক্রান্ত Verified Gross Mass এর অনুমতি প্রদান।

৯.৩ **২০২০-২১** অর্থ-বছরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ **(সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই; উদাহরণ: পদ সৃজন, শূন্যপদ পূরণ ইত্যাদি):**

গ্রহনযোগ্য তেমন সংকট নেই।

(১০) মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত

১০.১ ২০২০-২১অর্থ-বছরের কার্যাবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে কি? হ্যাঁ

১০.২ উদ্দেশ্যাবলি সাধিত না হয়ে থাকলে তার কারণসমূহ : প্রযোজ্য নয়।

১০.৩ মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি আরও দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

www.bsc.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

পটভূমি:

১৯৭২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির ১০নং আদেশ বলে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয় (বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আইন, ২০১৭ সালের ১০ নং আইনের মাধ্যমে যুগোপযুগী করা হয়েছে)। এ কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার মূখ্য উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক নৌ-পথে নিরাপদ ও দক্ষ শিপিং সেবা প্রদান করা এবং বাংলাদেশের আমদানী ও রপ্তানী পণ্য নিজস্ব জাহাজ বহর দ্বারা পরিবহন করা। তাই স্বাধীন বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী নৌ-বাণিজ্যের সহায়ক পরিবহন নেটওয়ার্ক এর ভিত গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে সরাসরি তাঁর অধীনে রাখেন। কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভের মাত্র ০৪ মাসের মধ্যেই জাহাজ সমৃদ্ধ ০১টি শক্তিশালী নৌবহর গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। উল্লিখিত পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় বিএসসি প্রতিষ্ঠার মাত্র ২৯ মাস অর্থাৎ নভেম্বর ১৯৭৪ এর মধ্যে ১৪ টি সমুদ্রগামী জাহাজ সংগৃহীত হয়। কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ যাবত সর্বমোট ৪৪ টি জাহাজ সংগ্রহ করা হয়েছে।

ভিশন:

জাতীয় পতাকাবাহী সংস্থা হিসেবে এ অঞ্চলে মূখ্য শিপিং কোম্পানীতে উন্নীত হওয়া এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

মিশন:

আন্তর্জাতিক নৌ-পথে নিরাপদ ও দক্ষ শিপিং সেবা প্রদান করাসহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকল প্রকার কার্য সম্পাদন করার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা।

প্রধান কার্যাবলি:

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আইন, ২০১৭ অনুযায়ী সংস্থার কার্যাবলি নিম্নরূপ:

(১) কর্পোরেশনের কার্যাবলি হইবে আন্তর্জাতিক নৌপথে নিরাপদ ও দক্ষ নৌবাণিজ্য সেবা প্রদান এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা, বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক লেনদেন বৃদ্ধি করা এবং ইহা ব্যতীত সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুসারে কোনো প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ এই সংস্থায় অর্পণ করা হইলে তাহা গ্রহণ ও পরিচালনা করা।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধানের প্রযোজ্যতার ক্ষেত্রে কোনোরূপ ব্যত্যয় না ঘটাইয়া কর্পোরেশন বিশেষভাবে নিম্নরূপ ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে, যথা:-

(ক) জাহাজ অথবা নৌযান অর্জন করা, ভাড়া করা, ভাড়া দেওয়া, দখলে রাখা বা হস্তান্তর করা;

(খ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অথবা বাহিরে কর্পোরেশনের কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত ব্যবসায়িক লেনদেনসহ যে কোনো কার্যে নিয়োজিত হওয়া বা কার্যক্রমের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা অথবা এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত হওয়া;

(গ) জাহাজ, নৌযান ও অনুরূপ অন্যান্য যান মেরামত, নির্মাণ, পুনঃসচল বা সংযোজন করা;

(ঘ) জাহাজ, নৌযান ও অনুরূপ অন্যান্য যানের যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ উপযোজন এবং যন্ত্রাদি সংযোজন, তৈরি, এবং পুনঃসচলের জন্য মেরামতের কার্য করা;

(ঙ) শিপিং সংশ্লিষ্ট বা ইহার সহযোগী কার্যক্ষেত্রে সম্ভাব্য নিয়োগপ্রার্থী অথবা নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের জন্য নির্দেশনা এবং প্রশিক্ষণের নিমিত্ত কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা স্থাপনের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(চ) যে কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও দখলে রাখা বা হস্তান্তর করাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তর করা যাইবে না;

(ছ) জাহাজ বা নৌযান মেরামতের জন্য নিজস্ব ওয়ার্কশপ পরিচালনা করা এবং ওয়ার্কশপের মাধ্যমে নিজস্ব জাহাজ এবং প্রয়োজনে দেশি অন্য কোনো জাহাজ বা বিদেশি জাহাজ মেরামত করা;

(জ) নিজস্ব বা যৌথ উদ্যোগ অথবা অন্য কোনো ব্যবস্থাপনায় জাহাজ, জলযান অথবা নৌযান অর্জন এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট যে কোনো ধরনের ব্যবসা পরিচালনা করা;

(ঝ) দেশের ও বিদেশের বন্দরসমূহে শিপিং এজেন্ট নিয়োগ করা;

(ঞ) কর্পোরেশনের বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দেশে ও বিদেশে ব্যাংক হিসাব খোলা এবং পরিচালনা করা;

(ট) (ক) হইতে (ঞ) পর্যন্ত দফাসমূহে বর্ণিত কার্যাবলির সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্য সম্পাদন করা; এবং

(ঠ) সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা অর্পিত অন্য যে কোনো কার্য সম্পাদন করা।

সংস্থা **বর্তমান** সম্পাদিত **কার্যাবলী** সংস্থার **কার্যাবলি** নিম্নরূপ:

- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক বিদেশ হতে আমদানিকৃত ক্রুড অয়েল পরিবহন করা।
- সরকারের আমদানিতব্য সার পরিবহন করা।

<u>বিএসসি'র উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড:</u>

সংস্থার উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ নিম্নরূপ:

- জাহাজ ব্যবসার মাধ্যমে আমদানী ও রপ্তানী কার্যক্রম পরিচালনাপূর্বক মুনাফা অর্জনসহ জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা;
- নারী পুরুষ সমান সুযোগ নিশ্চিত করে চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখা;
- মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ লোকবল সৃষ্টি করা;
- খাদ্যশস্য পরিবহন ও লাইটারেজ এর মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তায় অংশগ্রহণ;
- জ্বালানী পণ্য আমদানী ও পরিবহনের মাধ্যমে জ্বালানী নিরাপত্তায় অংশগ্রহণ;
- জাতীয় উন্নয়ন ও নিরাপত্তায় প্রয়োজনে শিপিং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন।

এছাড়াও **বিএসসি'র কর্মকান্ড** নিম্নরূপ:

(ক) মানব সম্পদ উন্নয়ন

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের (বিএসসির) কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজম্যান্ট (বিয়াম), বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া, কর্পোরেশনের ছয়জন কর্মকর্তা World Maritime University (WMU) সুইডেন, মালমো হতে ১৪ মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহন করে দেশে ফিরেছেন। এ বছর ০৩ (তিন)জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণের জন্য সুইডেন অবস্থান করছেন।

(খ) পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রম

বিএসসির জাহাজ যেন সমুদ্র এবং কর্ণফুলী নদীর পানিকে দূষিত করতে না পারে সে জন্য আন্তর্জাতিক ও দেশীয় সকল আইনের আওতায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে ।বিএসসি মেরিন ওয়ার্কশপের বর্জ্য যাতে নদীর পানিকে দূষিত করতে না পারে সে জন্য ওয়ার্কশপ কর্তৃক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(গ) দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পণ্যসহ জ্বালানি, সার ও খাদ্যশস্য পরিবহন ছাড়াও বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জাতীয় স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। প্রচুর লোকবল শিপিং ব্যবসা, জাহাজ চালান, মেরামত রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সম্পৃক্ত রয়েছেন। কাজেই কর্পোরেশন দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

(ঘ) তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি কার্যক্রম

- সংস্থার কর্মকান্ড ও তথ্যাদি একটি ডাইনামিক ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বাংলা ও ইংরেজী দুইভার্সনে জনসম্মূখে প্রকাশ করা হচ্ছে। নিজস্ব ডোমেইন এর মাধ্যমে মেইল বার্তা আদান প্রদান করা হচ্ছে, যাতে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কর্পোরেশনের তথ্যগত নিরাপত্তা ও পরিচিতি নিশ্চিত করা যায়।
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কম্পিউটার ব্যবহারে আগ্রহী করে তোলার জন্য পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সংস্থার সকল কর্মকর্তাদের ডেস্কে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার পর্যায়ক্রমে সরবরাহ করা হচ্ছে এবং কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- সংস্থার কর্মকান্ডে কম্পিউটার বেইজড অফিস ব্যবস্থাপনা চালুর মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Enterprise Resource Planning (ERP) সফটওয়্যার স্থাপন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- দাপ্তরিক কাজে ওয়েব বেইজ ই-নথি সিষ্টেম ব্যবহার করা হচ্ছে।
- জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জাহাজে নারী ক্যাডেট নিয়োগ করা প্রদান হয়েছে।
- সরকারি নির্দেশমতে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনে কর্মরত মহিলা কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চত করা হচ্ছে। এছাড়া, নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা কোটায় কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।

(ঙ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

দুর্যোগকালীন বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজসমূহ নিরাপদে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম /ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। এছাড়া, দুর্যোগ পরবর্তী বিদেশ থেকে খাদ্য ত্রাণ সামগ্রী আনয়নের ক্ষেত্রেও বিএসসি’র জাহাজসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিএসসি’র জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো:

	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট
অনুমো	২১৭	১	৮৫৬	২৭৭	১৫২১

দিত পদ		৭১			
কর্মরত পদ	৬৩	১ ৬	১১৮	২২	২১৯
শূন্য পদ	১৫৪	১ ৫৫	৭৩৮	২৫৫	১৩০২

বিএসসি'র উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০১০-২০):

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি:

২০০৮ সালের শেষের দিকে শুরু হওয়া বিশ্ব মন্দার বিরূপ প্রভাবে আন্তর্জাতিক শিপিং ট্রেডে ধ্বস নামে এবং সেই সঙ্গে জাহাজ ভাড়া সর্বনিম্ন পর্যায়ে হ্রাস পায় । এছাড়া জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি জাহাজী কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাজারে যন্ত্রাংশের দুষ্প্রাপ্যতা ও উচ্চমূল্য, জাহাজ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ এবং আন্তর্জাতিক শিপিং এ নিত্য নতুন বিধি সংযোজিত হওয়ায় কর্পোরেশনের জাহাজ পরিচালনা ব্যয় অত্যাধিক বৃদ্ধি পায়। এ প্রতিকূল পরিবেশে অতি পুরাতন জাহাজবহর দিয়ে শিপিং বাণিজ্যে সফলভাবে বাণিজ্যে টিকে থাকার স্বীকৃত স্বরূপ স্পেনের মাদ্রিস্থ গ্লোবাল লিডারস ক্লাব কর্তৃক বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনকে গত ৫ নভেম্বর, ২০১২ স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে "ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ফর লিডারশিপ ইন ইমেজ এন্ড কোয়ালিটি" সম্মাননা দেয়া হয়।

জাহাজ ক্রয়:

১৯৯১ সালের পর বিগত ২৭ বছর বিএসসি বহরে কোন জাহাজ যুক্ত হয়নি। বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় জাহাজ ক্রয়ের জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় চীন সরকারের ঋণ সহায়তায় জি টু জি ভিত্তিতে ''৬(ছয়)টি নতুন জাহাজ (প্রতিটি প্রায় ৩৯,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন ৩টি নতুন প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাঙ্কার এবং ৩টি নতুন বাল্ক ক্যারিয়ার)'' শীর্ষক প্রকল্প টাকা ১৬৩৭.৩৫ কোটি ব্যয়ে জুলাই, ২০১৫ হতে জুন,২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়। বর্নিত প্রকল্পের আওতায় ৩টি নতুন প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাঙ্কার এবং ৩টি নতুন বাল্ক ক্যারিয়ার ইতোমধ্যে বিএসসি' র জাহাজবহরে যুক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে মধ্যে পাঁচটি জাহাজ গত ২৮ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুভ উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে ০১ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথম জাহাজ "বাংলার জয়যাত্রা" ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন।

ভবন নির্মাণ:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গত ২৭-০৭-২০১১ তারিখে বিএসসির ঢাকাস্থ নিজস্ব জমিতে তিনটি বেজমেন্টসহ ২৮তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। প্রকল্পটির কাজ সফলভাবে সম্পন্নপূর্বক গত ১৫ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উক্ত ভবন উদ্বোধন করা হয়।

বিএসসি মেরিন ওয়ার্কশপ আধুনিকীকরণ:

দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর পর মধ্যমেয়াদী বাজেটের আওতায় ''বিএসসি মেরিন ওয়ার্কশপ আধুনিকীকরণ'' শীর্ষক কর্মসূচী টাকা ৭.৫৯ কোটি ব্যয়ে জুলাই, ২০১০ -জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়। এতে ওয়ার্কশপটির কর্মক্ষমতা বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সংস্থার জাহাজ মেরামত সাশ্রয় এবং অন্য সংস্থার জাহাজ মেরামত করে অতিরিক্ত আয়ের পথ সুগম হয়েছে।

শেয়ার বাজারজাতকরণ:

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন গত নভেম্বর ২০১১ মাসে প্রতিটি ১০০/-(একশত) টাকা মূল্যমানের ৬২ লক্ষ ৭৪ হাজার শেয়ার ৪০০/-(চার শত) টাকা প্রিমিয়ামসহ প্রতিটি ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হারে বিক্রয় করে শেয়ার বাজার হতে ৩১৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছে।

জনবল নিয়োগ:
বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের দিক নির্দেশনায় বিএসসির শোর ব্যবস্থাপনায় ২০১০ থেকে ২০২০ পর্যন্ত অত্র সংস্থায় বেশ কয়েক জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালে ১১ জন কর্মচারি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিএসসি'র পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম:
চলমান প্রকল্প:

চীন সরকারের ঋণ সহায়তায় জি টু জি ভিত্তিতে ০৬টি জাহাজ ক্রয় প্রকল্প:

- ০৬টি জাহাজ ক্রয় "০২(দুই)টি নতুন প্রতিটি ১,০০,০০০-১,২৫,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন ক্রুড অয়েল মাদার ট্যাংকার, ০২(দুই)টি ন তুন প্রতিটি কমপক্ষে ৮০,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন মাদার প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার (ডিজেল পরিবহন উপযোগী) এবং ০২ (দুই)টি নতুন প্রতিটি কমপক্ষে ৮০,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন মাদার বাল্ক ক্যারিয়ার (কয়লা পরিবহন উপযোগী) প্রকল্পটি সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত গত ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত CCEA'র সভার সুপারিশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
- ইআরডির বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধান কমিটির ৪৬তম সভায় চায়নাকে অর্থায়নের অনুরোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- CCEA এর সুপারিশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ৬টি জাহাজ অর্জন সংক্রান্ত ৩টি আলাদা প্রকল্পকে একীভূত করে একটি প্রকল্পের আওতায় প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে গত ০৮-০৫-২০১৯ তারিখে ইআরডি কর্তৃক Loan Application ঢাকাস্থ China Economic and Commercial Counsellor দপ্তরে প্রেরণ করা হয়।
- আলোচ্য ০৬ টি নতুন জাহাজ ক্রয় প্রকল্পে অর্থায়ন/ঋণ প্রদানের নিমিত্ত চায়না পক্ষের নীতিগত অনুমোদনের বিষয় উল্লেখ করে গত ০৬-০৪-২০২০ তারিখে ঢাকাস্থ China Economic and Commercial Counsellor কর্তৃক বর্ণিত প্রকল্পের প্রাথমিক অনুমোদন পত্র ইআরডিকে প্রেরণ করা হয়, যা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গৃহীত হয়।
- সে প্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্পের ঠিকাদার নির্বাচনের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে মতামত প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত নির্বাচিত ঠিকাদার China National Machinery Import and Export Corporation (CMC) এর বিষয়ে অবগত করা হয়।
- পরবর্তীতে আলোচ্য প্রকল্পের জাহাজসমূহের পূর্ণাঙ্গ Technical Specification ও Maker List পর্যালোচনান্তে চুড়ান্তকরণ এবং খসড়া কমার্শিয়াল চুক্তি পর্যালোচনাপুর্বক চুড়ান্তকরণের নিমিত্ত

মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুইটি পৃথক কমিটি গঠন করা হয়। পাশাপাশি প্রকল্পের নেগোশিয়েশন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়।

- প্রকল্পের জাহাজসমূহের খসড়া Commercial Contract, Technical Specification ও Maker List চূড়ান্ত করা হয়েছে ;

বিএসসি'র ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) কে সামনে রেখে এবং বর্তমান বাণিজ্যিক চাহিদাকে বিবেচনায় নিয়ে বিএসসির জন্য বিভিন্ন ধরন ও আকারের বেশকিছু সংখ্যক জাহাজ অর্জনের পরিকল্পনা রয়েছে। সামুদ্রিক অবকাঠামো উন্নয়নের অংশ হিসেবে বিএসসি'র জাহাজ অর্জন পরিকল্পনার মধ্যে একাধিক বিভিন্ন আকার ও ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজ সংগ্রহের কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত। অধিকন্তু দেশের মোট আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে সরকারী খাতে পরিবহন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবসায়িক চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিএসসি'র নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছেঃ-

(১) ৪(চার)টি নতুন প্রতিটি ১২০০-১৫০০ টিউজ সম্পন্ন সেলুলার কন্টেইনার জাহাজ ক্রয়।

(২) ২(দুই)টি নতুন প্রতিটি ১৪০,০০০ সিবিএম ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এলএনজি ক্যারিয়ার ক্রয়।

(৩) ২(দুই)টি নতুন প্রতিটি ১৭৪,০০০ সিবিএম ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এলএনজি ক্যারিয়ার ক্রয়।

(৪) ২(দুই)টি নতুন প্রতিটি ১৮০,০০০ সিবিএম ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এলএনজি ক্যারিয়ার ক্রয়।

(৫) ১০(দশ) টি নতুন প্রতিটি ১০,০০০-১৫,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন বাল্ক ক্যারিয়ার ক্রয়।

বিএসসি'র বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (২০০৯-২০২২):

অর্থ বছর	বাজেটে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	মোট ব্যয় (কোটি টাকায়)	অর্থ বছর	বাজেটে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	মোট ব্যয় (কোটি টাকায়)
২০০৯-১০	২৯১.৯৫	২৭১.৯১	২০১৫-১৬	১১৪.৪৮	১১২.০৯
২০১০-১১	২৯৮.৭৩	২৭৪.৩১	২০১৬-১৭	১২০.৪৫	১০৭.৮৯
২০১১-১২	৩১১.৪৭	৩০৫.৬৩	২০১৭-১৮	১১৪.৭১	১১৩.৭২
২০১২-১৩	৩৩৩.১৩	৩২৬.৯৭	২০১৮-১৯	২০১.৯৭	১৬৬.৩৩

২০১৩-১৪	৩২১.৮৬	১৬৭.৭৮	২০১৯-২০	২৪৮.৬৭	২৪৫.৩৬
২০১৪-১৫	১৫৮.৫৩	১২৪.৬৮	২০২১-২২	২২৯.৯৬	২১০.৮৮ (অনিরীক্ষিত)

চ্যালেঞ্জ:

নতুন জাহাজ সংগ্রহ বিএসসি’র জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। জাহাজ ক্রয়/নির্মাণে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান তথা সহজশর্তে ঋণ সহায়তার অপ্রতুলতাসহ জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন আইন ও বিধি বিধান প্রতিপালনে বাধ্যবাধকতা বিএসসি’র জাহাজ অর্জন/সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এলডিসি স্ট্যাটাস হতে দেশ উত্তরণ হলেও বিএসসি নিজস্ব অর্থ দ্বারা জাহাজ অর্জনের মতো প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এখনও পুরোপুরি সক্ষমতা অর্জন করেনি। তথাপি চায়নাতে ৬টি নতুন জাহাজ নির্মাণ, ঢাকায় ২৫ তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যক ভবন নির্মানসহ আরো কিছু নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাণিজ্যিক সংস্থা হিসেবে বিএসসি সক্ষমতা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তবে বর্তমানে চীন ব্যাতীত Concessional loan/grant বা যে কোন ধরনের সুবিধাজনক আর্থিক ঋণ পাওয়া বিএসসির জন্য দুরূহ হয়ে পড়েছে। অধিকন্তু উচ্চ পুঁজিঘন (Highly Capital Intensive) শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য অভ্যন্তরীন উৎস হতে এবং উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট হতে বিনিয়োগ সহযোগিতা প্রয়োজন।

এদিকে বৈশ্বিক মহামারীতে কোভিড-১৯ প্রত্যেকটা দেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি শিল্প কারখানা গুলোতে উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ায় শিপিং শিল্প ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা শিল্প কারখানার কাচাঁমাল প্রায় ৯৮% শিপিং এর মাধ্যমে পরিবহন করা হয়ে থাকে। কিন্তু শিল্প সারকারখানাগুলো বন্ধ থাকার কারণে খুব কম পরিমাণ কাঁচামাল আমদানি রপ্তানি হয় ফলে জাহাজগুলোর ভাড়া প্রতি দিন যেখানে মা:ড: ১০০০০ ছিল তা বর্তমান মার্কেটে মা:ড: ২৫০০ থেকে স্থান ও কার্গোর ভিত্তিতে মা.ড ৪০০০ এ নেমে আসছে। তদুপরি কিছু কার্গো চলাচল থাকলেও কোভিড-১৯ থেকে রাষ্ট্রকে নিরাপত্তার জন্য পোর্ট ষ্টেট কন্ট্রোল এর কঠোর বিধিনিষেধের কারণে বন্দরে অলস সময় বৃদ্ধি পাওয়ায় জাহাজ মালিকরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

সম্ভাবনা (Prospects):

রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে বিএসসি সরকারের সাথে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। দারিদ্রতা দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়নের জন্য “ব্লু ইকোনমি” ধারণার পূর্ণ বাস্তবায়ন অপরিহার্য। সমুদ্রপথে সাধারন পন্য পরিবহন ছাড়াও বিশেষায়িত কার্গো যেমনঃ এলএনজি, কয়লা ইত্যাদি পরিবহন এবং এতদঞ্চলে টুরিজম এর ব্যাপক সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের মাধ্যমে এই অঞ্চলে বানিজ্যিক অবস্থানে শীর্ষে পৌছানো সম্ভব। পাশাপাশি সামুদ্রিক অবকাঠামো উন্নয়ন ও যথাযথ পরিচালনার মাধ্যমে সরকার বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। আমদানি নির্ভর অর্থনীতির কারনে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় একটি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং বিষয়। বর্তমানে বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা জাহাজ ভাড়াবাবদ পরিশোধ করা হচ্ছে। শুধুমাত্র বিপিসি’র জ্বলানি তেল (ক্রুড অয়েল) পরিবহন বাবদ বছরে প্রায় ২৮০-২৯০ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যয় হচ্ছে যা বিএসসি বহরের মাত্র দুটি ক্রুড অয়েল মাদার ট্যাংকার দ্বারা এই পরিমান বৈদেশিক মূদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হত। এলডিসি স্টাটাস হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরনের ফলে দেশের অভ্যন্তরে সমূদ্রপথে আমদানী ও রপ্তানী বিপুল পরিমানে বৃদ্ধি পাবে যার ফলশ্রুতিতে দেশে বৈদেশিক জাহাজের উপর নির্ভরতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে ফলে ভাড়া বাবদ বিপুল পরিমান অর্থ পরিশোধ করতে হবে যা প্রকারান্তরে

দেশজ জিডিপিতে চাপ সৃষ্টি করবে। বিএসসি'র বর্তমান গৃহীত প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন করে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জাহাজ অর্জনের মাধ্যমে বৈদেশিক ব্যয় হ্রাস পেয়ে জিডিপি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহজতর হবে। মাল্টিপারপাস কার্গো জাহাজসহ বিশেষায়িত জাহাজ (রেফ্রিজারেটেড, এলপিজি, এলএনজি, ক্রুজ ভেসেল ইত্যাদি) এর সমন্বয়ে বিএসসি'র বহরকে শক্তিশালী করলে দেশের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মূদ্রা সাশ্রয় করে শক্তিশালী রিজার্ভ নিশ্চিত করা যাবে। সরকারী পর্যায়ে আমদানী-রপ্তানীকৃত পণ্য বিএসসি'র মাধ্যমে পরিবহন করলে বিএসসি'র বহরের জাহাজসমুহের বাণিজ্যিক নিয়োগ নিশ্চিত হবে। এতে জাহাজসহ এই সেক্টরে দেশীয় কর্মসংস্থানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুযোগ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। দেশীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্প বিএসসি'র চাহিদানুযায়ী জাহাজ প্রস্তুতকরনে সক্ষমতা অর্জন করলে বিদেশী শিপ ইয়ার্ডের উপর অধিক নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে এবং এতে দেশের অর্থ দেশে থাকবে।

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি চট্টগ্রাম

www.macademy.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

১। পটভূমি :

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী বাংলাদেশের একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে বাণিজ্যিক জাহাজের ক্যাডেট, ডেক অফিসার এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এটি চট্টগ্রাম শহরের ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে জুলদিয়া এলাকায় কর্ণফুলী নদী এবং বঙ্গোপসাগরের মোহনায় অবস্থিত। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'মেরিন একাডেমী, বাংলাদেশ ' তথা 'বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী' নামে একাডেমিটি চালু করেন; প্রথম বাঙালী কমান্ড্যান্ট হিসাবে নিয়োগদেন মার্চেন্ট মেরিন ক্যাপ্টেন মরহুম লুৎফর রহমান-কে একাডেমীর উন্নয়নকল্পে গ্রহণ করেন 'ডেভেলপমেন্ট অব মেরিন একাডেমী ১৯৭৩-৮০' শীর্ষক প্রকল্প; যার মাধ্যমে একাডেমীর লক্ষ্যণীয় উন্নতি সাধিত হয়। একই সময়ে বিশেষত বৃটিশ কারিগরী সহায়তায় আন্তর্জাতিক অবস্থানে উন্নীত হয় এই একাডেমী। মেরিটাইম বাংলাদেশের জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান র্কতৃক প্রতিষ্ঠার পর হতে বাংলাদশে মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা IMO 'STCW Convention' অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগতভাবে দক্ষ, পরিবেশ সচেতন, বুদ্ধিদীপ্ত এবং চৌকস প্রায় 5083 জন মেরিন ক্যাডেট (২০১২ থেকে অদ্যাবধি ৮4 জন ফিমেল ক্যাডটেসহ) প্রশিক্ষিত করেছে । সাম্প্রতিক সময়ে এই একাডেমি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান Nautical Institute, London ও Institute of Marine Engineering, Science and Technology, London এবং মার্চেন্ট নেভি ট্রেনিং বোর্ড, লন্ডন-কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেছে।বঙ্গবন্ধুর স্পর্শ-ধন্য প্রতিষ্ঠানটি এখন পূর্ণগতিতে সম্মুখপানে অগ্রসরমান।

২। ভিশন : বিশ্ব মানের মেরিটাইম নেতৃত্ব তৈরী করণ।

৩। মিশন : উন্নত প্রশিক্ষনের মাধ্যমে মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ, মেধাবী এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম মানব বিশ্বমানের মানবসম্পদ গড়ে তোলা।

৪। প্রধান কার্যাবলী : বাংলাদেশ মেরিন একাডেমিতে আন্তর্জাতিক নৌ-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

যথা:- (১) প্রি-সী (মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং) প্রশিক্ষনাথীদের প্রশিক্ষণ প্রদান

(২) প্রি-সী (নটিক্যাল সায়েন্স) প্রশিক্ষনাথীদের প্রশিক্ষণ প্রদান

(৩) বি এম এস (অনার্স ইন নটিক্যাল সায়েন্স)প্রশিক্ষনাথীদের প্রশিক্ষণ প্রদান

(৪) বি এম এস (অনার্স ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং) প্রশিক্ষনাথীদের প্রশিক্ষণ প্রদান

(৫) প্রিপারেটরী কোর্স এবং এনসিলিয়ারী কোর্স।

৫। জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো:

বিদ্যমান জনবল কাঠামো অনুযায়ী বর্তমানে অনুমোদিত জনবল ২১৫ জন। তন্মধ্যে কর্মরত জনবলের সংখ্যা ১৯৮ জন। বাকী ১৭টি পদ শুন্য রয়েছে। শূন্যপদগুলোর মধ্যে ১ম শ্রেণির ১২ জন, ২য় শ্রেণির ০৩ জন, ৩য় শ্রেণির ০৪ জন ও ৪র্থ শ্রেণির ০৭ জন।

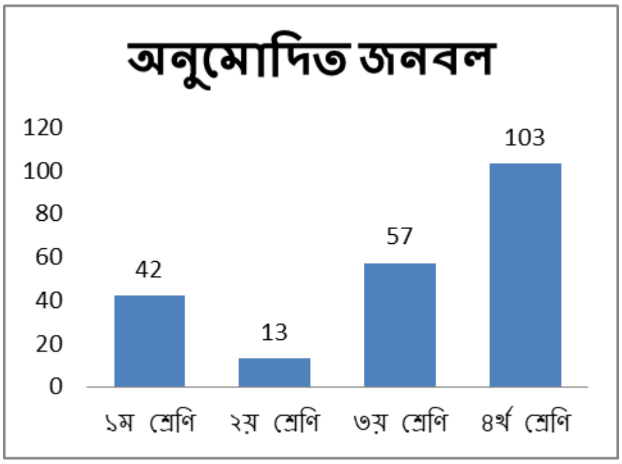

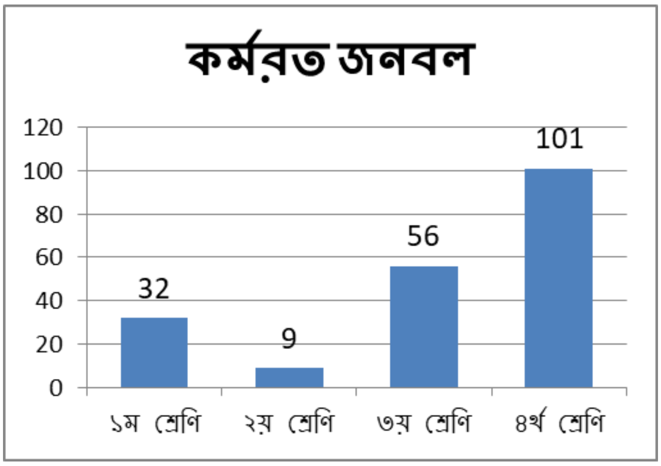

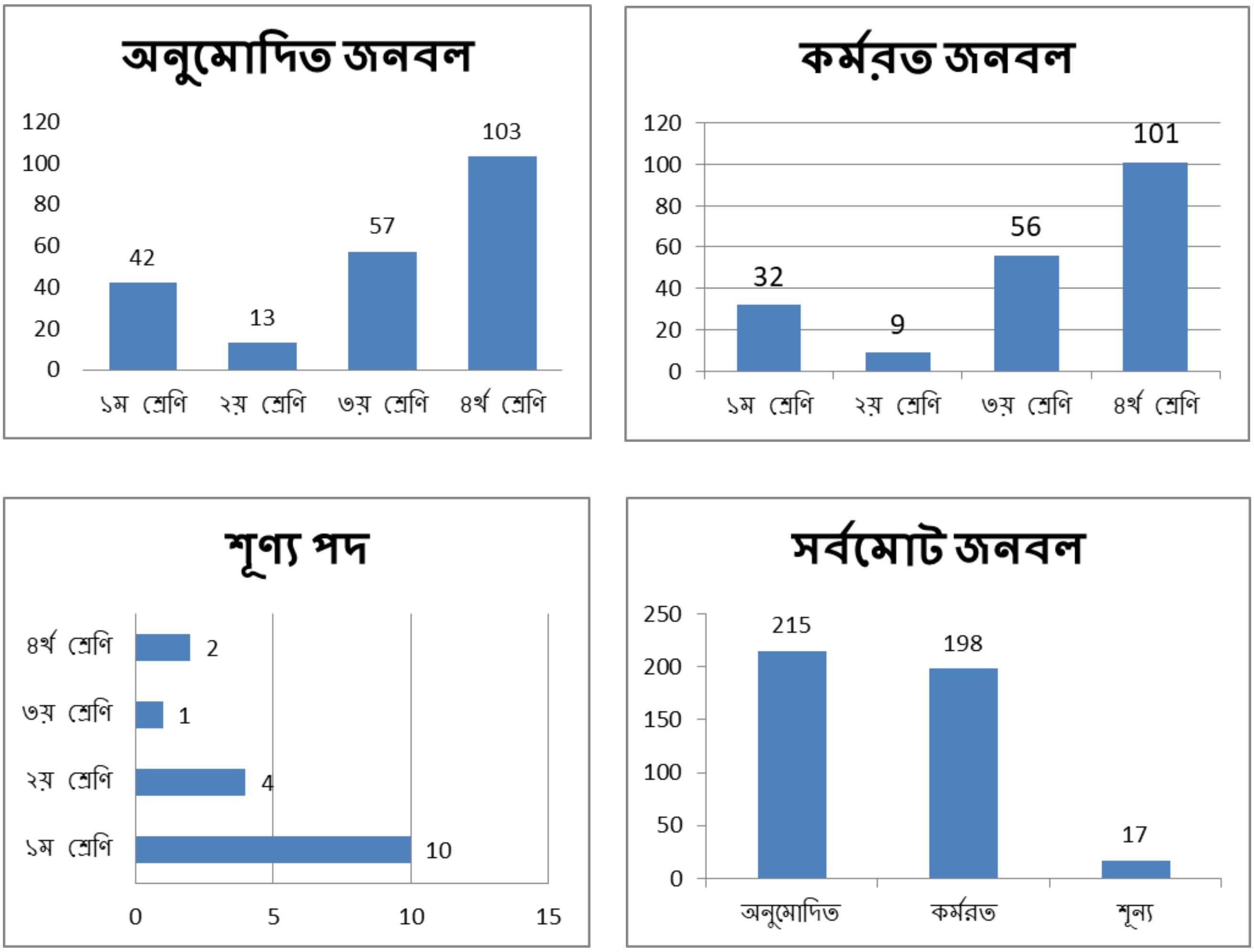

চিত্রঃ বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রামের জনবলের বিবরন

সাংগঠনিক কাঠামোঃ সংযুক্তি

৬। বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রামের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড:

ক্র: নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন কাল
১	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমিতে ফুল মিশন পিসি বেইজড ইঞ্জিন সিমুলেটর স্থাপন	২০২২
২	ইনষ্ট্রাকশনাল ব্লক থেকে শহীদ লিয়াকত আলী ক্যাডেট ব্লকের ডাইনিং হলে যাওয়ার জন্য শেডসহ ফুট ওভার ব্রীজ নির্মান।	**২০২১**
৩	ট্রান্সপোর্ট শেড নির্মাণ।	**২০২০**
৪	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমিতে ফুল মিশন পিসি বেইজড সিমুলেটর স্থাপন	২০১৯
৫	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ-এ অপটিক্যাপল ফাইবার মাল্টিফ্লেকচার স্থাপন	২০১৯
৬	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির ৩ (তিন) টি বোট মার্কেনটাইল মেরিন ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক রেজিষ্ট্রেশন করণ	২০১৯
৭	মেরিন একাডেমির প্রধান গেট নবায়ন/সংস্কার করণ	২০১৯
৮	মেরিন একাডেমির পতেঙ্গা জেটির গেট নবায়ন/সংস্কার করণ	২০১৯-২০
৯	৬তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ফিমেল ক্যাডেট ব্লকের ৩য় ও ৪র্থ তলার কাজ।	২০১৬
১০	প্রশাসনিক ভবন ও প্রশিক্ষণ ভবণের আধুনিকীকরণ	২০১৫
১১	দৃষ্টি-নান্দনিক নকশায় নতুন একটি শহীদ মিনার নির্মিত হয়েছে	২০১৩
১২	সকল ক্লাসরুমে রুফ-মাউন্টেড মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর স্থাপন করা হয়েছে	২০১১
১২	Enhancing Capacity of the Marine Academy শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদিত হয়	২০০৯-২০১৪

৭। বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রামের উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০১০-২০২২):

বিগত এক দশকে (২০১১-২০২১) নানাবিধ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনসহ একাডেমির অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। নৌ-শিক্ষায় পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে গত ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ তারিখে Tolani

Maritime Institute, India এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত, সেপ্টেম্বর ২০১৯-এ UK MNTB (Merchant Navy Training Board), London-এর Centre Recognition অর্জন এবং নটিক্যাল ইনস্টিটিউট, লন্ডন এবং ইনস্টিটিউট অব মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, সাইন্স এন্ড টেকনোলজি, লন্ডন (IMarEST, London)- এর 'Centre of Excellence' অর্জন। আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ্য যে, মে ২০১৯ এর বোর্ড অব গভর্নর্সের সভায়, ১৪ টি শাখার মধ্যে, আমাদের 'বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি 'WMU 'শাখা থেকে 'WMU পার্টনার –এ উন্নীত হয়। গত ২৯ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে South Asia's Best Education Institute in Maritime Education in Bangladesh by South Asia Business Excellence Award (SAPSAA)- ২০১৭ অর্জন করেছে।২০১৯ সালে একাডেমীল কমান্ড্যান্ট (নৌপ্রকৌ. ড. সাজিদ হোসেন) IMarEST London কর্তৃক "Outstanding Contribution in Marine Education Award 2019" পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন যা মেরিটাইম বাংলাদেশ তথা পুরো বাংলাদেশের জন্য এক বিরল গৌরবের বিষয়।

৮। **চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ**

'অবকাঠামোগত পুনর্গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির আধুনিকীকরণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প একনেকে অনুমোদন পরবর্তীতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে এএমএস সফটওয়ারে চলমান প্রকল্প হিসেবে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ব্যয় খাত হতে ১০.০০ কোটি টাকা অনুমোদনের প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির আইবাস (iBAS) এন্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া মেরিন একাডেমিতে একটি সমন্বিত সিমুলেটর কেন্দ্র স্থাপন এবং বঙ্গবন্ধু মেরিনা কমপ্লেক্স স্থাপনের মাধ্যমে নৌ-শিক্ষা ও গবেষণা বৃদ্ধি করণ প্রকল্পদ্বয়ের ডিপিপি প্রণয়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নিচে সারনীতে বিস্তারিত দেয়া হল:

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প স্থান ও মেয়াদ	প্রকল্পের ব্যয় ও অর্থায়ন	মন্তব্য
১.	অবকাঠামোগত পুনর্গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির আধুনিকীকরণ	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী, চট্টগ্রাম মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৪	১১৪৯৬.৬১ লক্ষ টাকা জিওবি	অবকাঠামোগত পুনর্গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির আধুনিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন হয়। প্রশাসনিক অনুমোদন পরবর্তীতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে এএমএস সফটওয়ারে চলমান প্রকল্প হিসেবে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ব্যয় খাত হতে ১০.০০ কোটি টাকা অনুমোদনের প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির আইবাস (iBAS) এন্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, অতি সত্বর গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হবে বলে আশা করা যায়।
ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প স্থান ও মেয়াদ	প্রকল্পের ব্যয় ও অর্থায়ন	মন্তব্য
২.	মেরিন একাডেমিতে একটি সমন্বিত সিমুলেটর কেন্দ্র স্থাপন	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী, চট্টগ্রাম মেয়াদ: জানুয়ারি	১১০১১.২০ লক্ষ টাকা (কোরিয়ান ইডিসিএফ)	**'Scope of work'** পরিবর্তনের ফলে পুনরায় ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

		২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৪		
৩.	মেরিন একাডেমিতে বঙ্গবন্ধু টেকনো মেরিনা কমপ্লেক্স স্থাপনের মাধ্যমে নৌ-শিক্ষা ও গবেষণা বৃদ্ধি করণ	মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৪	৫৬৩১.৬৮ লক্ষ টাকা জিওবি	সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

৯। মেরিন একাডেমির উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ:

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রামের **উদ্ভাবনী** উদ্যোগ সমূহের মধ্যে ২০১৮-১৯ সালে উদ্ভাবিত 'সাসটেইন্যাবল ওয়াষ্ট ম্যানেজমেন্ট প্লান' এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের জুলাই মাসে কোভিড - ১৯ প্রতিরোধে সহায়ক জনবান্ধব **ক.** "আল্ট্রাভায়োলেট ডিসইনফেক্ট্যান্ট ওভেন" (জীবানুনাশক কেমিক্যাল ও সাবান পানির বদলে একটি আবদ্ধ বাক্সে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মী ব্যবহার করে বিভিন্ন জিনিসপত্র জীবানুমুক্ত করা), **খ.** "নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেটর" (নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেটরের চাহিদা পূরণের জন্য খুব সহজে একটি ক্লিনিক্যাল আম্বু ব্যাগ ও মটর-পিনিয়াম/নিউম্যাটিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি অটোমেটিক ভেন্টিলেটর তৈরি করা যেতে পারে। এ ধরণের ভেন্টিলেটর করোনা রোগীর শ্বাস-কষ্ট প্রশমনে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সহ কৃত্রিম শ্বাসকার্য চালাতে সক্ষম।) এবং **গ.** অটোমেটিক হ্যান্ড-স্যানিটাইজার। উল্লেখিত ৩ টি উদ্ভাবনই বাস্তাবায়ি হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন মেরিন একাডেমির দাপ্তরিক কার্যক্রমে ও ক্যাডেট প্রশিক্ষণে কঠোর ভাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হচ্ছে এবং এসকল স্বাস্থ্যবিধি খুব সহজে, দ্রুত এবং কম খরচে মেনে চলায় একাডেমির নিজস্ব উদ্ভাবিত এই যন্ত্রগুলি কার্যকরভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে।

নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেটর

আল্ট্রাভায়োলেট ডিসইনফেক্ট্যান্ট ওভেন

অটোমেটিক হ্যান্ড-স্যানিটাইজার

চিত্রঃ বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রামের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

১০। ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির ক্যাডেটদের আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যে ক্যাডেটদের জন্য সিমুলেটর সেন্টার প্রতিষ্ঠা (Full mission), নেভীগেশন কন্ট্রোল এবং মেরিন ইঞ্জিন কন্ট্রোল সিস্টেম স্থাপন করা হবে। ক্যাডেটদের উন্নতমানের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে নেভিগেশনাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপের যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ। সামুদ্রিক আবহ ও স্থাপত্যশৈলীতে উচ্চতর মেরিন প্রশিক্ষণ এবং রিসার্চ ল্যাবরেটরী, লেকচার গ্যালারী, নটিক্যাল/মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটরী, ব্যাংকোয়েট হল, অবজারভেশন লাউঞ্জ ইত্যাদি সহকারে ‘‘বঙ্গবন্ধু টেকনো মেরিনা কমপ্লেক্স’’ নির্মাণ করা।

১১। বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরনী (২০২১-২০২২):

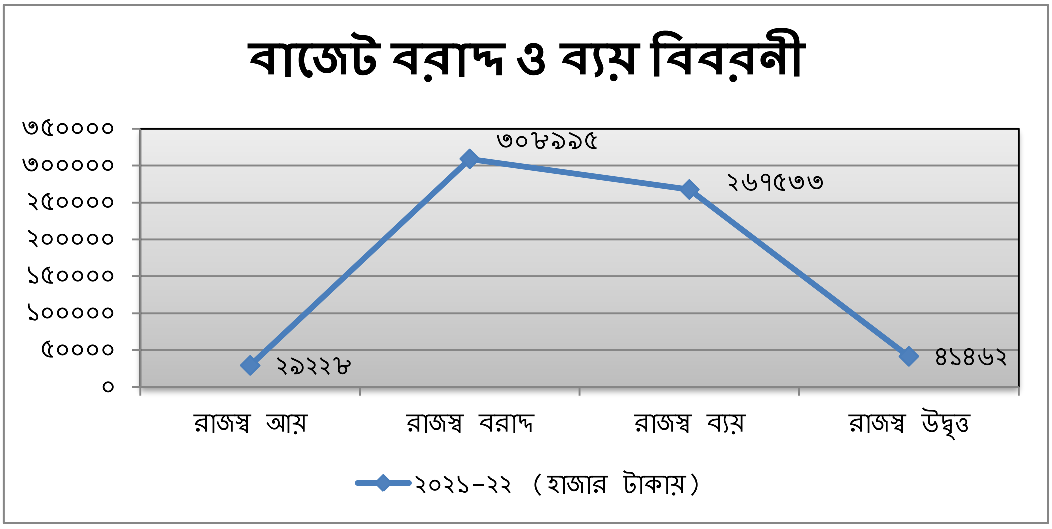

২০২১-২২ অর্থ বছরে ৩০৮৯৯৫.০০ হাজার টাকা বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে রাজস্ব ব্যয় ২৬৭৫৩৩.০০ হাজার টাকা এবং উদ্বৃত্ত ছিল ৪১৪৬২.০০ হাজার টাকা। ২৫০০০.০০ হাজার টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয় ২৯২২৮.০০ হাজার টাকা।

চিত্রঃ বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রামের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরনী

১২। চ্যালেঞ্জ:

ক্যাডেট প্রশিক্ষণ আরও উন্নত করণের লক্ষ্যে সদ্য অনুমোদিত অবকাঠামোগত পূনর্গঠনের মাধ্যমে মেরিন একাডেমি আধুনিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্প সূচারু রুপে বাস্তবায়ন এবং SDG বাস্তবায়ন কল্পে মেরিটাইম গবেষণার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু টেকনো মেরিনা কমপ্লেক্স স্থাপন।

১৩। সম্ভাবনা (Prospects):

২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৮০০ জন সমুদ্রগামী মেরিনারদের (প্রি-সী, অনার্স এবং এনসিলিয়ারী ও প্রিপারেটরী কোর্স) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। চলমান অর্থ বছরের মধ্যে Recognition of UK Maritime & Coastguard Agency, Academic Collaboration with Maritime Academy of Asia Pacific, Philippines-এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এছাড়া, ভৌত অবকাঠামো সংস্কার, সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন সম্পন্ন করা হবে।

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি পাবনা

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

পটভূমি:

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, পাবনা ৬ মে ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন। এটি যমুনা নদীর তীরে একটি চমৎকার স্থানে অবস্থিত, পোষ্ট: রাজনারায়ণপুর, থানা: আমিনপুর, উপজেলা: বেড়া, জেলা: পাবনা। এটি আধুনিক অবকাঠামো সহ ১০ একর জমিতে নির্মিত।

একাডেমি তরুণ ক্যাডেটদের এইচএসসি (এ-লেভেল) একটি রেজিমেন্টাল এবং আবাসিক শিক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয় এবং STCW কনভেনশন দ্বারা সংশোধিত নটিক্যাল সায়েন্স এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দক্ষতা অনুসারে ইংরেজিতে প্রশিক্ষণ দেয়। বিশ্ব মেরিটাইম ইন্ডাস্ট্রির জন্য মেরিটাইম পেশাদার হওয়ার জন্য তরুণ ক্যাডেটদের জন্য সর্বোচ্চ স্তরের মেরিটাইম শিক্ষা প্রদান করা একাডেমির উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য।

মিশন: আন্তর্জাতিক মানের মেরিটাইম প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিশ্ব মেরিটাইম সেক্টরের সম্পদে পরিনত হওয়া।

ভিশন: বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, পাবনা মেরিটাইম স্টাডিজে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য স্বীকৃত বিশ্বমানের মেরিটাইম এডুকেশনাল অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট হবে।

মূল কার্যক্রম সমূহ:

১। একাডেমি তরুণ ক্যাডেটদের এইচএসসি (এ-লেভেল) একটি রেজিমেন্টাল এবং আবাসিক শিক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয় এবং STCW কনভেনশন দ্বারা সংশোধিত নটিক্যাল সায়েন্স এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দক্ষতা অনুসারে ইংরেজিতে প্রশিক্ষণ দেয়।

২। আন্তর্জাতিক মানের মেরিটাইম পেশাদারদের বিকাশ করা।

৩। নাবিকদের জন্য মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা।

৪। আঘাত, অসুস্থতা, সম্পত্তি এবং পরিবেশের ক্ষতি প্রতিরোধ।

জনবল এবং সাংগঠনিক কাঠামো:

Class	Approved Employee	Working Employee	Vacant	Remarks
1st Class	32	06	26	-
Visiting Lecturer	12	08	04	-
2nd Class	06	00	06	-
3rd Class	19	00	19	-
4th Class	03	00	03	-
Skilled Worker	30	25	5	-
Unskilled Worker	30	16	14	-
Outsourcing	16	10	06	-
Total	**148**	**65**	**83**	**-**

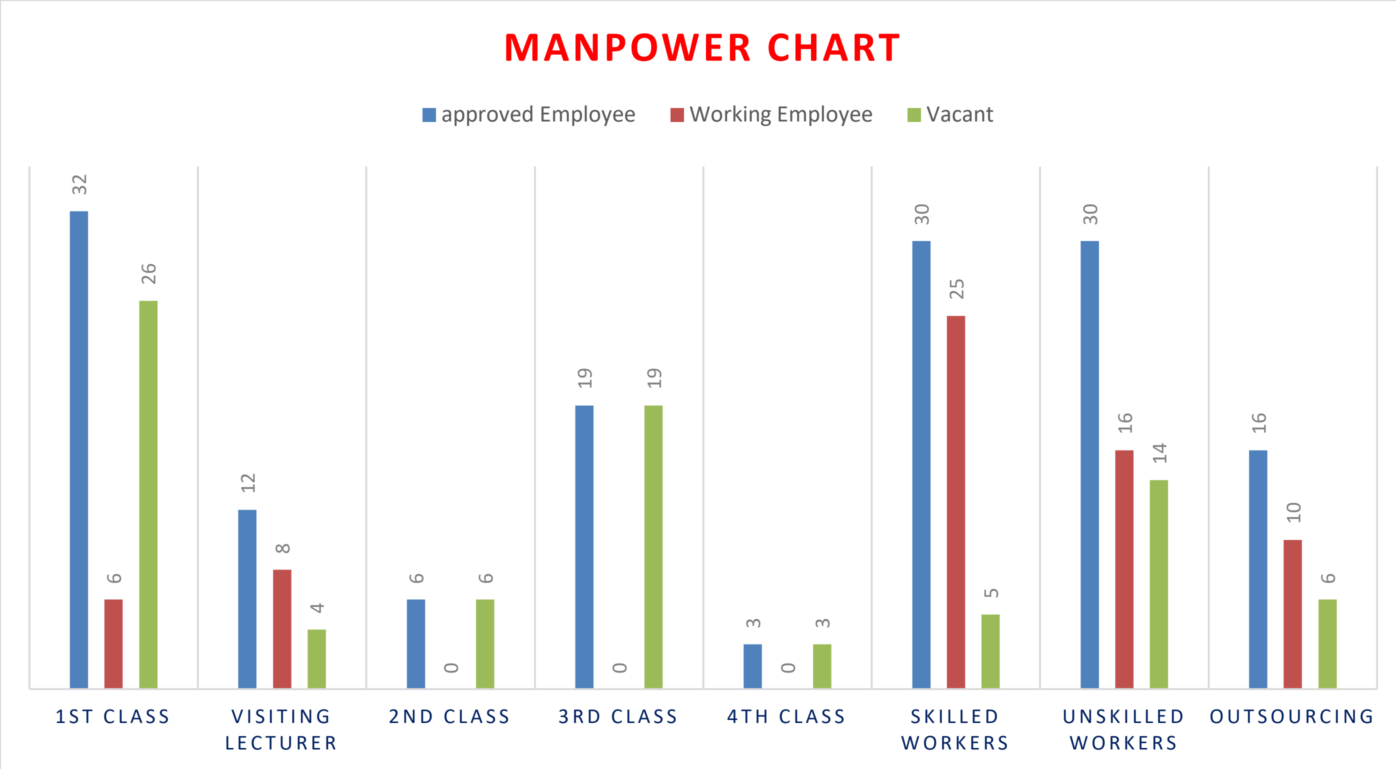

ইনস্টিটিউটের প্রধান অর্জন:

১। সফলভাবে ২য় ব্যাচের ক্যাডেটদের (৩৫ নটিক্যাল ৩৩ ইঞ্জিনিয়ারিং) প্রাক-সমুদ্র প্রশিক্ষণ চলছে।
২। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি থেকে অধিভুক্তি লাভ।
৩। BSMRMU-এর অধীনে ক্যাডেটদের প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষা সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে।
৪। আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তাগুলি সফলভাবে মেনে চলছে।
৫। পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, এডওয়ার্ড কলেজ পাবনা এবং ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউটের সাথে সমঝোতা স্মারক।
৬। সামুদ্রিক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মান মেনে চলতে সক্ষম।
৭। ক্লাস রুম, ওয়ার্ক সপ এবং সমস্ত প্রশিক্ষণ ল্যাব জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয়তা মেনে চলছে।
৮। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয়তা মেনে চলছে।

কার্যক্রম পরিচালনা এবং উন্নয়নের পরিকল্পনা:

ক। ফায়ার ফাইটিং স্কুলের নির্মাণ কাজ চলমান।
খ। সম্পূর্ণ মিশন ব্রিজ এবং ইঞ্জিন রুম সিমুলেটর সংগ্রহ, তরল কার্গো হ্যান্ডলিং সিমুলেটর বিবেচনাধীন।
গ। ফুটবল এবং ক্রিকেট খোলার মাঠ, আধুনিক সীম্যানশিপ ল্যাব, এবং কর্মচারীদের বাসস্থানের জন্য ৫ একর জমি অধিগ্রহণ।
ঘ। একাডেমী কর্মকর্তা এবং ক্যাডেটদের জন্য পরিবহন ব্যাবস্থা।
ঙ। পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে পানি নিষ্কাশনের স্লুইস গেটের ব্যবস্থা চলছে।
চ। সুপেয় পানির শোধনাগার স্থাপন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

ক। সম্পূর্ণ মিশন ব্রিজ এবং ইঞ্জিন রুম সিমুলেটর সংগ্রহ, তরল কার্গো হ্যান্ডলিং সিমুলেটর বিবেচনাধীন।
খ। ফুটবল এবং ক্রিকেট খোলার মাঠ, আধুনিক সীম্যানশিপ ল্যাব, এবং কর্মচারীদের বাসস্থানের জন্য ৫ একর জমি অধিগ্রহণ।

গ। একাডেমী কর্মকর্তা এবং ক্যাডেটদের জন্য পরিবহন ব্যাবস্থা।
ঘ। পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে পানি নিষ্কাশনের স্লুইস গেটের ব্যবস্থা চলছে।
ঙ। সুপেয় পানির শোধনাগার স্থাপন।

Budget Sanction and Expenditure Details (2021 – 2022):

(In Crores)

SL	Fiscal Year	Budget Sanction	Actual Expenses
1	2021 - 2022	825.35	280.92

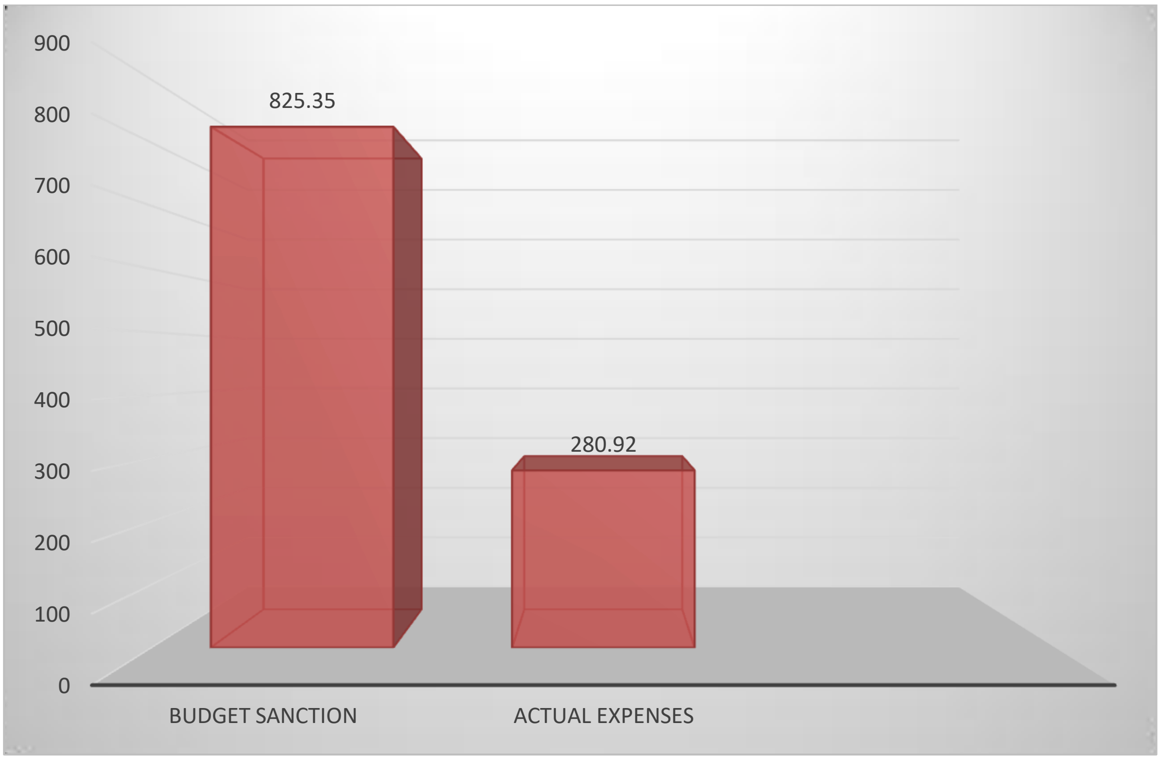

Budge Sanction and Expenditure Details (2021 – 2022) Graph

চ্যালেঞ্জ:
১। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পেশাদার প্রশিক্ষকের সল্পতা।
২। অনুমোদিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ।

৩। বিভিন্ন শিপিং কোম্পানিতে ক্যাডেটদের চাকুরীর ব্যাবস্থা।
৪। অফিসার ও ক্যাডেটদের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা।
৫। পানির সমস্যা (আর্সেনিক ও আয়রণ)।

সম্ভাবনা:
১। প্রশিক্ষিত ক্যাডেট যারা ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক শিপিং শিল্পের জন্য মার্চেন্ট নেভি অফিসার হবেন তারা দেশের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবেন।
২। এছাড়াও এই ক্যাডেটরা স্থানীয় বিদেশী গামী ভেসেলের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য বিশাল চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম।
৩। এই প্রশিক্ষিত ক্যাডেটরা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের শিপিং ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন সেক্টরের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে কাজ করতে সক্ষম।
৪। জাতীয় অর্থনীতি ও সামাজিক জীবনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম।

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী, পাবনার বিভিন্ন কার্যক্রমের স্থির আলোকচিত্র

একডেমির প্রবেশদ্বার

প্যারেড গ্রাউন্ড

১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস

পরিক্ষার হল

লাইফ বোট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সাপ্তাহিক ক্যাডেটস টক

বৃক্ষরোপণ

অভিভাবকদের সাক্ষাত

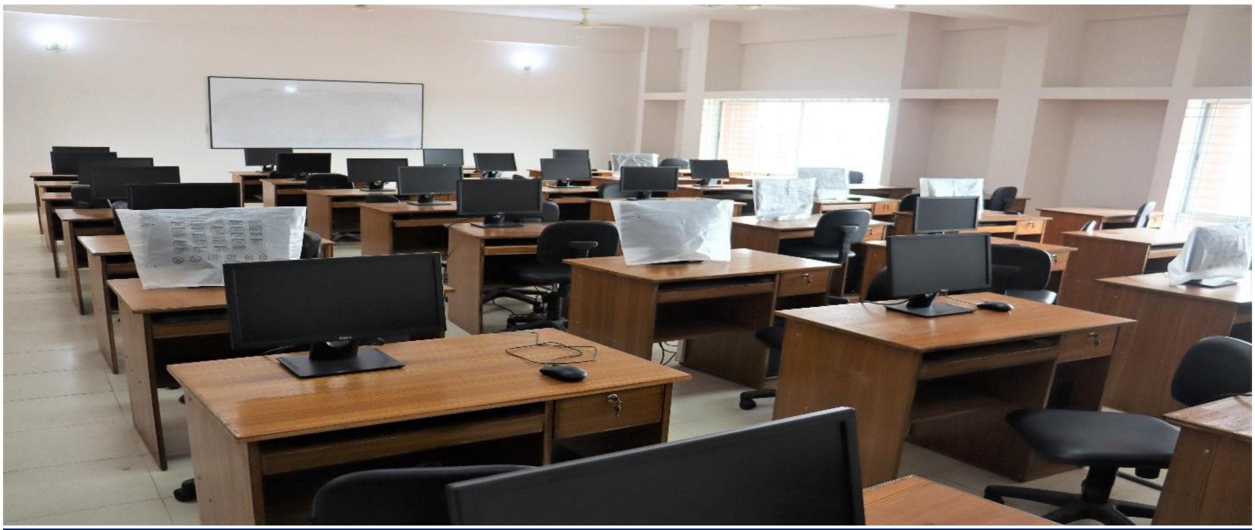
কমম্পিউটার শ্রেণীকক্ষ

অগ্নি নির্বাপণ শ্রেণীকক্ষ

গ্রন্থাগার

নির্মানাধীন অগ্নি নিরর্বাপণ প্রশিক্ষণ স্কুল

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি বরিশাল

বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২১-২০২২

পটভূমি ঃ

নদীমাতৃক বাংলাদেশের নৌপরিবহন সেক্টরের ঐতিহ্য প্রাগৈতিহাসিক ও পূর্ণবিকশিত। বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে জালের মতো প্রবাহিত হয়েছে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ৭০০ নদ-নদী। এ ছাড়াও পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত, বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর, বৃহত্তম ব-দ্বীপ থাকার কারনে বাংলাদেশের মানুষ হাজার বছর ধরেই স্বতঃস্ফূর্ত সমুদ্রচারী। বাংলাদেশের ভৌগলিক কাঠামোর কারনেই প্রাচীনকাল হতে বাংলাদেশের জাহাজ তৈরী ও দক্ষ নাবিক তৈরীতে নৌপরিবহন সেক্টরের ঐতিহ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

বাংলাদেশের নৌপরিবহন সেক্টরের এই ঐতিহ্যকে কাজে লাগিয়ে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নৌপরিবহন সেক্টরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৬২ সালে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম স্থাপন করা হয়। নৌপরিবহন সেক্টরে বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনা বিবেচনা করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরবর্তী পরিত্যক্ত বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম পূণর্গঠনের কাজ শুরু করেন। এরই প্রেক্ষিতে “British Technical Corporation (BTC)” এর সহায়তায় “বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির উন্নয়ন-১৯৭৩” শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেন।

বর্তমান সময় আন্তর্জাতিক বাজারে দক্ষ মেরিন প্রফেশনালদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালে “বাংলদেশে ০৪টি মেরিন একাডেমি স্থাপন (বরিশাল, পাবনা, রংপুর ও সিলেট)” শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে গত ৬ই মে, ২০২১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ভার্চুয়ালী উদ্বোধন করা হয়। উদ্ভূত করোনা পরিস্থিতির কারনে একাডেমির ১ম ব্যাচ অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে এবং পরবর্তীতে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১ম ব্যাচ বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম হতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে। বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল-এর ২য় ব্যাচের গত ১৪ই জানুয়ারি, ২০২২ তারিখ হতে একাডেমিতে স্বশরীরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়।

১.১ রুপকল্প ঃ

বিশ্বমানের দক্ষ নাবিক গড়ে তোলা।

১.২ অভিলক্ষ্য ঃ

ক্রমাগত প্রচেষ্টা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে নৌপরিবহন সেক্টরে অগ্রগামী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে উদিত হওয়া।

১.৩ একাডেমির উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী ঃ

উদ্দেশ্য ঃ

- ❖ সমুদ্রগামী জাহাজের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ মেরিন প্রফেশনাল গড়ে তোলা।
- ❖ দক্ষ সি ফেয়ারার্স এবং মেরিনার্স রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা।
- ❖ বাংলাদেশে মেরিন শিক্ষা সম্প্রসারণ করা।
- ❖ মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ।

কার্যাবলী ঃ

- ❖ দু-বছরের প্রি-সী ট্রেনিং প্রদান।
- ❖ নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত পারদর্শীতা সনদ (CoC) পাওয়ার জন্য আবশ্যক এনসিলারী কোর্সের ট্রের্নি প্রদান।
- ❖ ৩য় বর্ষের শিপ বোর্ড ট্রেনিং পরবর্তী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত অনার্স ডিগ্রির জন্য পোস্ট-সী ট্রেনিং প্রদান।

একাডেমির পরিচালনা পর্ষদ ঃ

নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ১৮.০০.০০০০.০১৪৭.০৬.০২২.২০-১২২ তারিখ: ৩১/০৫/২০২১ মোতাবেক বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল-এর জন্য পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হয়। পর্ষদটি নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত হয়।

১.	সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সভাপতি
২.	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য

৩. বিভাগীয় কমিশনার/প্রতিনিধি — সদস্য

৪. চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর প্রতিনিধি — সদস্য

৫. মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা — সদস্য

৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম — সদস্য

৭. যুগ্মসচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় — সদস্য

৮. বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল এর উপযুক্ত প্রতিনিধি (অধ্যাপকের নিচে নয়) — সদস্য

৯. সভাপতি, বাংলাদেশ সমুদ্রগামী জাহাজ মালিক সমিতি — সদস্য

১০. সভাপতি, বাংলাদেশ শিপ ম্যানিং এজেন্ট এসোসিয়েশন — সদস্য

১১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি — সদস্য

১২. কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল — সদস্য সচিব

জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশালের জন্য ৭১টি পদে স্থায়ী জনবল নির্ধারন করে প্রস্তাব করা হয়েছে। যা বর্তমানে জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। বর্তমানে একাডেমির কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত প্রেষণ ও সংযুক্তিতে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা হতে ০৭ হন কর্মকর্তা নিযুক্ত রয়েছেন। এছাড়াও একাডেমির জনবলের চাহিদা বিবেচনা করে অস্থায়ী ভিত্তিতে ১৬টি আউটসোর্সিং পদ, ২৫টি দক্ষ দৈনিক ভিত্তিক মজুর ও ৩৫টি অদক্ষ দৈনিক ভিত্তিক মজুর পদের অনুমোদন রয়েছে।

একাডেমির উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড ঃ

- ❖ গত ১৪ই জানুয়ারি ২০২২ তারিখ হতে একডেমিতে ক্যাডটদের স্ব-শরীরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়।
- ❖ ইতোমধ্যে ২য় ব্যাচের ক্যাডেটদের ১ম সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ২য় সেমিস্টারের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

একাডেমির উল্লেখযোগ্য অর্জন ঃ

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর ক্যাডেটদের ০৪ বছরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি (BSMRMU) হতে অনার্স ডিগ্রী প্রদান করার নিমিত্ত গত ০৮ আগস্ট ২০২২ তারিখে সংশ্লিষ্ট ইউনিভার্সিটিতে অধিভূক্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ

১. STCW এর চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ধাপে ধাপে সেমিস্টার অনুযায়ী প্রশিক্ষণের সুবিধাদি সংযোজন করা হচ্ছে।
২. অগ্নিনির্বাপনের বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি অত্যাধুনিক Fire Fighting Simulator স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
৩. ক্যাডেট প্রশিক্ষণ নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিচালনা করার নিমিত্ত ৪৫০ কে ভি এর একটি জেনারেটর সংগ্রহ করা হচ্ছে।
৪. একাডেমির প্রশিক্ষণার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে ১০,০০০ লিটার উৎপাদন ক্ষমতার একটি RO Plant স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ঃ

১. ক্যাডেটদের জাহাজ পরিচালনার বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করার নিমিত্ত Full Mission Bridge Simulator, Full Mission Engine Simulator ও Liquid Cargo Simulator স্থাপন করার জন্য কার্যক্রম চলমান। এতদ্‌সংক্রান্ত ০১টি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
২. একাডেমিতে ক্যাডেটদের তাত্ত্বিক, শারীরিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে একাডেমি প্রাঙ্গনের পশ্চিম ও দক্ষিণ পার্শ্বে মোট ০৫ একর জমি অধিগ্রহণ করার নিমিত্ত প্রস্তাব নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩. প্রশিক্ষণার্থী ও এলামনাইগণের ডিজিটাল ও রিমোট একসেসের মাধ্যমে মেরিটাইম সংক্রান্ত সকল বইপত্র, গবেষণা প্রকাশনা প্রভৃতি অধ্যয়নের সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত ই-লাইব্রেরী স্থাপন করা হবে।
৪. বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল-এর প্রশিক্ষণের মান যুগোপোযোগী করার নিমিত্ত World Maritime University, Malmo, Sweden এর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫.

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী ঃ

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপ ঃ

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	অর্জনের হার
২০২১-২২	১১.৮০	৬.২৪	৫২.৮৮

সারণী : ১

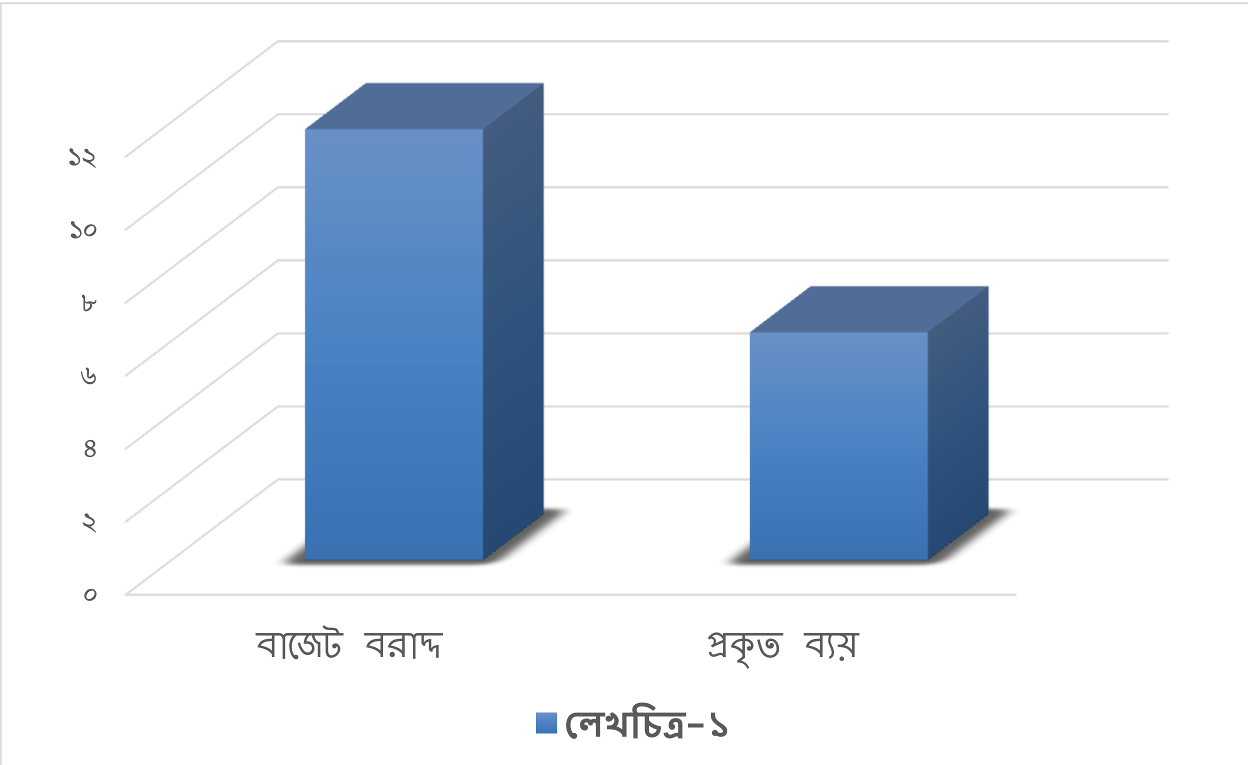

উদ্ভাবনী উদ্যোগ ঃ

১. প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিভিন্ন ত্রুটি নিরসনের জন্য সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ভিডিওগ্রাফিতে ধারণ করা হচ্ছে। যা পরবর্তীতে প্রশিক্ষকদের সরবরাহ করার মাধ্যমে পর্যালোচনার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। এ ছাড়াও ধারনকৃত ভিডিও সমূহ দেখার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ ক্লাসগুলো পুনরাবৃত্তি করার সুযোগ পাচ্ছে।

২. Student & Exam Management System স্থাপনের মাধ্যমে ডিজিটাল সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। যা QR Code কোড এর মাধ্যমে বিশ্বের যে কোন প্রান্ত হতে সত্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
৩. কভিড-১৯ লকডাউনের সময় নটিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং উভয় বিভাগের প্রশিক্ষাণার্থীদের অনলাইনে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়।

কল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল-এর সৌন্দর্য্য এবং পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণের জন্য নিজস্ব উদ্যোগে একাডেমি প্রাঙ্গনে বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়াও একাডেমির সম্মুখ সীমানার বাইরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতঃ অত্র জায়গায় বনায়ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ সমূহ ঃ

- ❖ কোন স্থায়ী জনবল ছাড়াই একাডেমির সকল প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা।
- ❖ রেজিমেন্টাল প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানের অভাব।
- ❖ নৌকা চালনা, Survival Technique প্রভৃতি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় Training Vessel ও জেটির অভাব।
- ❖ একাডেমির প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার নিজস্ব কোন প্রকার যানবাহন না থাকা।

সম্ভাবনা সমূহ ঃ

১. নদীমাতৃক বাংলাদেশের বরিশাল বিভাগ হচ্ছে অন্যতম নদী অধ্যুষিত এলাকা। এই বিভাগের মানুষের জনজীবন অনেকাংশে নদী সম্পর্কিত হওয়ায় এখানকার মানুষ আদিযুগ হতেই নাবিক পেশার সাথে জড়িত। এর ফলে বরিশাল বিভাগে স্থাপিত এই মেরিন একাডেমির সুবিধা কাজে লাগিয়ে অত্র অঞ্চল হতে বিশ্বমানের দক্ষ নাবিক প্রস্তুত করণের সম্ভাবনা রয়েছে।
২. বিশ্ব বাজারে মেরিন প্রফেশনালদের উচ্চ বেতন সুবিধা থাকায় ০১ জন মেরিন প্রফেশনাল ৫০ জন অদক্ষ প্রবাসী শ্রমিকের সমান বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশের জন্য আয় করতে সক্ষম।

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল-এর বিভিন্ন উন্নয়ন/সেবামূলক কার্যক্রমের ক্যাপশনসহ আলোকচিত্রঃ

চিত্র ১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ভার্চুয়ালী বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল উদ্বোধন

চিত্র ২: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মাননীয় মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহ কর্তৃক উদ্বোধন ফলক উন্মোচন

চিত্র ৩: নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব লায়লা জেসমিন কর্তৃক একাডেমি

পরিদর্শন

চিত্র ৪: BSMRMU এর অধিভূক্তি পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক একাডেমি প্রাঙ্গন পরিদর্শণ

চিত্র ৫: BSMRMU এর অধিভূক্তি পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক একাডেমির বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সুবিধা পরিদর্শণ

চিত্র ৬: ২য় ব্যাচের ক্যাডেটদের খুলনা শিপইয়ার্ড ভ্রমণ

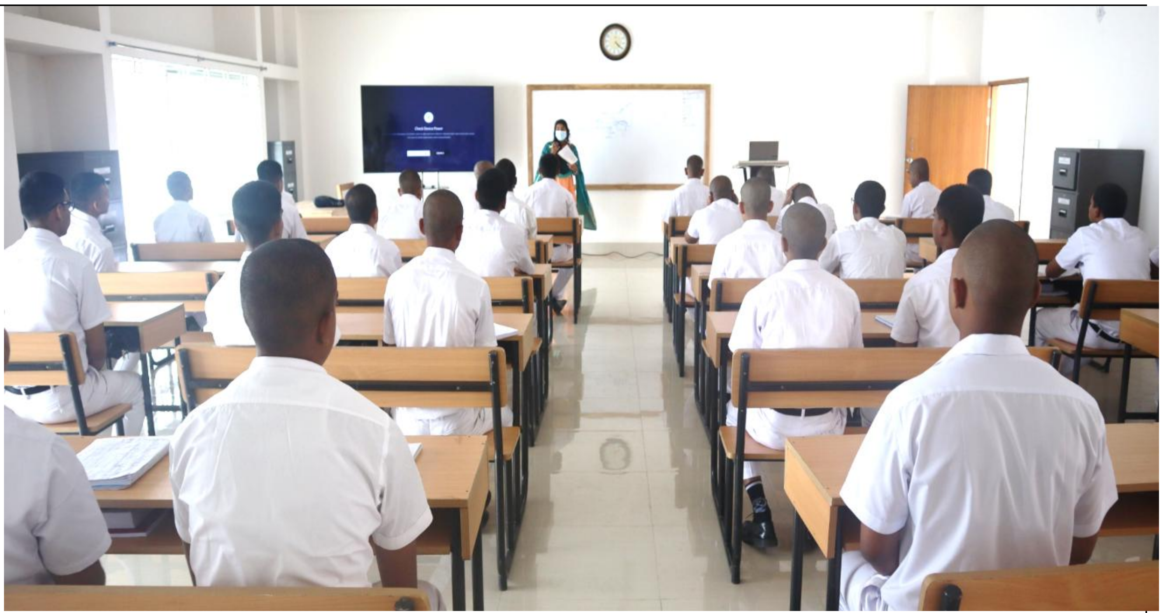

চিত্র ৭: একাডেমিক ক্লাস

চিত্র ৮: চার্ট ক্লাস

চিত্র ৯: লাইব্রেরী সুবিধা

চিত্র ১০: কম্পিউটার ও ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব সুবিধা

চিত্র ১১: অডিটরিয়াম সুবিধা

চিত্র ১২: ডেমোনেস্ট্রেশন হল ও মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ

চিত্র ১৩: লেদ মেশিন প্রশিক্ষন

চিত্র ১৪: প্যারেড গ্রাউন্ড

চিত্র ১৫: শারিরীক প্রশিক্ষন

চিত্র ১৬: খেলাধুলা

চিত্র ১৭: ডাইনিং সুবিধা

চিত্র ১৮: মেডিকেল সেন্টার

চিত্র ১৯: পাখির চোখে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি রংপুর

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

পটভূমি:

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত এবং উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে রূপান্তরের জন্য বর্তমান সরকার রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন করেন। এ রূপকল্প এবং বর্ণিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে আরও ৪টি নতুন মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরতঃ গত ০৬ মে ২০২১ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, রংপুরে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি কাযক্রম চলমান রয়েছে। ফলে একদিকে যেমন মেধাবী এবং বুদ্ধিদীপ্ত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে অন্যদিকে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার জন্য কাংখিত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অপার সম্ভাবনার দাড় উন্মোচিত হয়েছে।

ভিশন:

ব্যাচেলর অব মেরিটাইম সাইন্স (নটিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং) ডিগ্রী এবং সর্বশেষ সংশোধিত STCW এর আলোকে তৈরিকৃত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মেরিটাইম সেক্টরে আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ, মেধাবী এবং ভবিষ্যত নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম কর্মকর্তা পর্যায়ের মানব সম্পদ গড়ে তোলা।

মিশন:

আন্তর্জাতিক মানের প্রাক-সামুদ্রিক প্রশিক্ষণ, পেশাগত আনুসাংগিক কোর্স পরিচালনা, বিভিন্ন পর্যায়ের উচ্চতর সামুদ্রিক প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা সুবিধা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা।

প্রধান কার্যাবলি:

ক। ভর্তিকৃত তরুণ ক্যাডেটদের রেজিমেন্টালসহ পেশাগত দক্ষ সামুদ্রিক মানব সম্পদ তৈরির উদ্দেশ্যে একাডেমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

খ। কঠোর শৃঙ্খলা ও শারীরিক প্রশিক্ষণে অর্জিত সার্বিক দক্ষতায় ক্যাডেটদেরকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাণিজ্যিক নৌবহরের জন্য সাহসী, দক্ষ ও পরিশ্রমী কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে তোলা।

গ। সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক জাহাজে পেশাগত দায়িত্বপালনে সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে ক্যাডেটদের বিভাগ অনুযায়ী (নটিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং) তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা।

ঘ। নির্ধারিত অভিজ্ঞতা অর্জনের পর সমুদ্রোত্তর বা উচ্চতর কোর্সসমূহ সম্পন্নের মাধ্যমে সার্টিফিকেট অফ কম্পিটেন্সি (CoC) অর্জনে সক্ষম প্রশিক্ষিত ক্যাডেট গড়ে তোলা।

ঙ। বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ব্যাচেলর অব মেরিটাইম সাইন্স (বিএমএস) অনার্স ডিগ্রি ও STCW পাঠ্যক্রম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পাঠদান ও পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের কার্যক্রম গ্রহণ করা।

চ। সমুদ্রগামী জাহাজের সনদায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় IMO Model কোর্স সমূহ পরিচালনা করা।

ছ। পেশাগত উৎকর্ষতা সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চতর পেশাগত IMO Model কোর্স পরিচালনা করা।

জ। পেশাগত উচ্চতর কোর্সসমূহ ক্লাস ১, ২ ৩ ডেক ও ইঞ্জিনিয়ারি পরীক্ষা ও সনদায়নের প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা।

জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো:

Class	Approved Employee	Working Employee	Vacant	Remarks
1st Class	34	05	29	-
Visiting Lecturer	12	12	-	-
2nd Class	07	01	06	-
3rd Class	19	-	19	-
4th Class	11	-	11	-
Skilled Worker	25	25	-	-
Unskilled	35	23	12	-
Outsourcing	16		16	-
Security (Ansar)	12	12	-	-
Total	171	78	93	

Manpower Chart

২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থার উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড:

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, রংপুর-এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মান বজায় রাখা এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি ও সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজসমূহ:

ক্রমিক	নির্মাণ/ক্রয়/সংগ্রহ/উন্নয়ন কার্যক্রম
১.	ক্যাডেটদের নৌ প্রশিক্ষণের সুবিধার্থে রেসকিউ বোট, ডেবিট এবং ডেরিক স্থাপন (চলমান)।
২.	মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্তির পূর্বশর্ত পুরনের অংশ হিসেবে কোয়ার্টার ডেক স্থাপন।
৩.	আন্তর্জাতিক মানের জন্য ডিজিটাল ক্লাস রুমের Interactive Flat Pannel ক্রয় ও স্থাপন।

৪.	প্রশিক্ষণের সুবিধার্থে ৫৫০ কেভিএ জেনারেটর স্থাপন।
৫.	বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে Chemistry Lab স্থাপন।
৬.	সমুদ্রগামী জাহাজের সনদায়নের জন্য প্রয়োজনীয় IMO Model Course এর সরঞ্জমাদি ও মালামাল ক্রয়।
৭.	ক্যাডেট প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহারিক ক্লাসে নেভিগেশন মডেল ব্রীজ প্রস্তুতকরণ।
৮.	উন্নত শিক্ষার মানের ধারাবাহিকতা বজায়ে লাইব্রেরির জন্য বই ক্রয়।
৯.	একাডেমির অভ্যন্তরীন যোগাযোগের সুবিধার্থে PABX স্থাপন।
১০.	শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ডেস্কটপ কম্পিউটার ও প্রিন্টার ক্রয়।
১১.	একাডেমিক কনফারেন্স রুমের ব্যবহারিক সুবিধার্থে ইনটেরিওর ডিজাইনসহ সম্পন্ন করণ।
১২.	পানির স্বনির্ভরতা এবং নিরবিছিন্ন সরবরাহের জন্য বিকল্প একটি ৩০ হর্স পাওয়ার সাবমার্সিবল পাম্প স্থাপন।
১৩.	একাডেমির কার্যক্রমের সার্বিক সুবন্দোবস্তের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় ফার্ণিচার ক্রয়।
১৪.	একাডেমি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ইলেকট্রিক্যাল মালামাল ক্রয়।

চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম: নাই।

সংস্থার উদ্ভাবনী উদ্যোগ: নাই।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

ক। অবকাঠামোগত নতুন স্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, রংপুর-এর ক্যাডেট প্রশিক্ষণ ও নাগরিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাস্টার প্লান তৈরি অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন।

খ। ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণের জন্য ফুলমিশন নেভিগেশন ও ইঞ্জিন রুম সিমুলেটরসহ অন্যান্য সিমুলেটর এবং ফায়ার ফাইটিং সেন্টার স্থাপন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

গ। খেলার মাঠসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ।

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (২০২১-২০২২):

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, রংপুর-এর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপ:
কোটি টাকায়

ক্রমিক	অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	অর্জনের হার (%)
1	২০২১-২০২২	৯,৮২,৬৫,০০০/-	৮,১৯,১৫,০১৩/-	৮৩.৩৬%

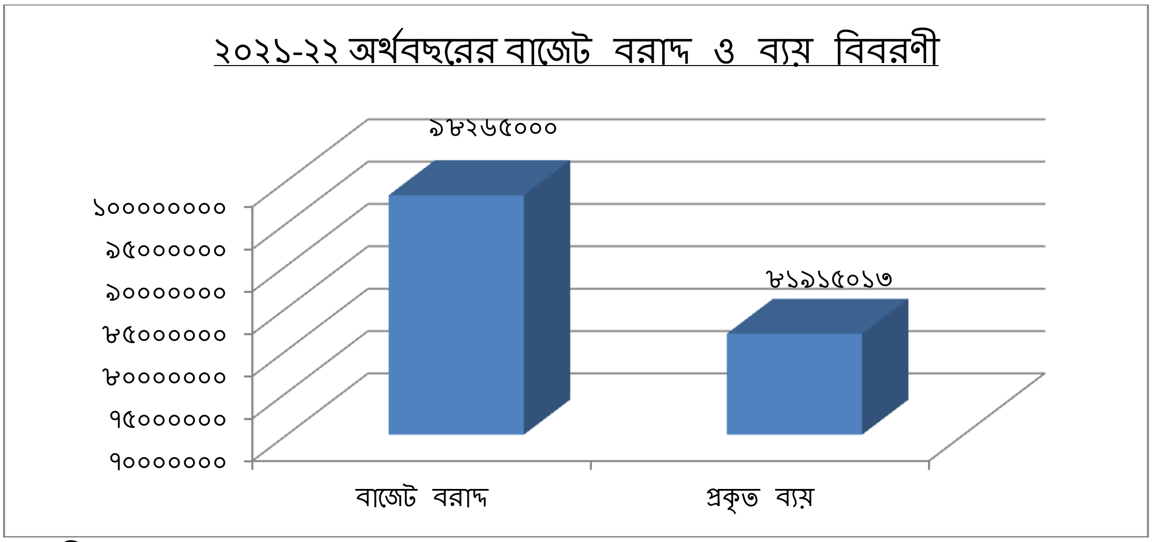

লেখচিত্র-১

চ্যালেঞ্জসমূহ:

ক। একাডেমির নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর জন্য সাংগঠনিক কাঠামো সমন্বিত নিয়োগবিধি সম্পন্নকরণ।

খ। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পেশাদার প্রশিক্ষকের স্বল্পতা।

গ। নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একাডেমির প্রস্তাবিত নিয়োগবিধির আলোকে বিভিন্ন বিভাগ ও শাখায় ক্যাডেট প্রশিক্ষণের স্বার্থে পেশাদার প্রশিক্ষক (ভিজিটিং লেকচারার) এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ।

ঘ। অত্র একাডেমির প্রস্তাবিত টিওএন্ডই অনুযায়ী যানবাহনের প্রয়োজনীয়তা পুরণ।

ঙ। মেরিন একাডেমি, রংপুর-এর সম্প্রাসারণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম সম্পন্ন করা।

সম্ভাবনা (Prospects):

ক। মেরিটাইম সেক্টরে প্রশিক্ষিত ক্যাডেটদের আন্তর্জাতিক বাজার বাংলাদেশের অনুকূলে আনয়ন।

খ। প্রশিক্ষত ক্যাডেটদের আন্তর্জাতিক সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক জাহাজে প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মকর্তা সরবরাহকারী হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন।

গ। মেরিটাইম সেক্টরে উন্নয়নের জন্য গবেষণা কার্যক্রম সুবিধাদি প্রদান।

ঘ। দেশের চাহিদা পূরণ করতঃ বিদেশি ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন।

ঙ। নারীর ক্ষমতায়নের অংশ হিসেবে ভবিষ্যতে অত্র একাডেমিতে নারী ক্যাডেট প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি।

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, রংপুর-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের ক্যাপশনসহ আলোকচিত্র:

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি সিলেট

বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২১- ২০২২

পটভূমি:
বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী, সিলেট একটি নৌ-শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। (নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে)
ইহা IMO এর একটি বিশেষায়িত সরকারী সংস্থা।

ভিশন:
Developing world-class Maritime leaders.

মিশন:
Emerging as a leading Maritime education, training and research
Facility provider in the shipping world through continuous innovation and endeavours.

প্রধান কার্যাবলি:
সমদ্রগামী জাহাজের অফিসার তৈরী করার নিমিত্তে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো:
১। সরকারী ভাবে এখনও কোন স্থায়ী জনবল নিয়োগ দেয়া হয়নি। আউট সোর্সিং জনবল দ্বারা কাজ চালানো হয়।

মন্ত্রণালয়/সংস্থার উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড:
৬ই মে ২০২১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই একাডেমী উদ্বোধন করেন। ক্যাডেট ২য় ব্যাচ ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়।

মন্ত্রণালয়/সংস্থার উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০১০-২০২২):
মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং PWD এর তত্ত্বাবধানে সম্পর্কিত/ব্যবহার্য্য অবকাঠামো তৈরী হয় । অবশিষ্ট অবকাঠামো/যন্ত্রপাতি ক্রমান্বয়ে সংযোজন করা হচ্ছে।

চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম:
ক্যাডেট ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। BSMRMU এর সহিত অত্র একাডেমীর Affiliation এর সকল প্রস্তুতি গ্রহণ হয়।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:
১। অত্র একাডেমীকে পূর্ণদ্যমে সাজানো।
২। ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ মান নিশ্চিত করন।
৩। ২য় ব্যাচ ক্যাডেটদের Passingout ২০২৩ এর প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

৪। স্থায়ী জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন।

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরনী (২০২১-২০২২):
৯,২৬,৭৫০০০/- (সংশোধিত বাজেট);ব্যায়:- ৬,২৮,৯০,০০০/-

চ্যালেঞ্জ:
১। স্থায়ী জনবল নিয়োগ ব্যতীত প্রতিষ্ঠান চলমান রাখা।
২। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার অনুপাতে অপ্রতুল ভূমি ব্যবস্থাপনা।
৩। ক্যাডেটদের পরিবহনের জন্য নিজস্ব কোন গাড়ী নেই।

সম্ভাবনা (Prospects):
ক্যাডেটগন সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে বিশেষ অবদান রাখবে।

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট

www.nmi.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদেনে ২০২১-২০২২

পটভূমি:
ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি সরকারি কারিগরী নৌ-শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। এ ইন্সটিটিউটটি নৌ-শিক্ষা বিষয়ে এ দেশের সবচেয়ে পুরাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই ইন্সটিটিউটটি, চট্টগ্রাম শহরের ইপিজেড থানাধীন দক্ষিণ হালিশহরে অবস্থিত। ইহা একটি আন্তর্জাতিকমানের কারিগরি নৌ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানে দেশের নাগরিকদের নীতিমালা অনুযায়ী নির্বাচন করে আন্তর্জাতিক নৌ-সংস্থার (IMO'র) Standards of Training, Certification & Watchkeeping for Seafarers (STCW)-1978 as amended convention মোতাবেক প্রণীত সিলেবাস অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ রেটিং(নাবিক) তৈরী পূর্বক সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরী করার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। এ ইন্সটিটিউট হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত রেটিং(নাবিক)গণ দেশী-বিদেশী সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরী করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে; যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ভিশন: আন্তর্জাতিক নৌ-সংস্থার (IMO'র) Standards of Training, Certification & Watchkeeping for Seafarers (STCW)-1978 as amended convention এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান মোতাবেক নৌ-শিক্ষা বিষয়ে আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

মিশন: বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রী-সী ও পোষ্ট-সী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নৌ-জনশক্তি হিসাবে গড়ে তুলে নিরাপদ ও দক্ষতার সাথে জাহাজ পরিচালনার জন্য বিশ্ব নৌ-বহরে রেটিং(নাবিক) সরবরাহ উপযোগী করা।

প্রধান কার্যাবলি: ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট বাংলাদেশী এস.এস.সি পাশ এবং কোন কোন পদে ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমাধারী যুবকদের নীতিমালা অনুযায়ী নির্বাচন করে আন্তর্জাতিক নৌ-সংস্থার (IMO) Standards of Training, Certification & Watchkeeping for Seafarers (STCW)-1978 convention(as amended) মোতাবেক প্রণীত সিলেবাস অনুযায়ী প্রী-সী প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরী করার উপযোগী করে গড়ে তোলে (Human resource development in maritime sector)। তাছাড়া চাকুরীরত নাবিকদের দক্ষতা ও পদোন্নতির জন্য বিভিন্ন ধরনের পোষ্ট-সী কোর্স পরিচালনা করে থাকে।

জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো: ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটে সর্বমোট ২৮টি পদ আছে। তন্মধ্যে ১৮টি স্থায়ী এবং ১০টি অস্থায়ী পদ রয়েছে। বর্তমানে অধ্যক্ষসহ ৪ জন স্থায়ী প্রশিক্ষক এবং ৯জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। তাছাড়া প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পেশাগত ও অভিজ্ঞ ২০জন অতিথি প্রশিক্ষকের একটি প্যানেল রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড:
(১) প্রী-সি কোর্সে ১২৭জন এবং পোষ্ট-সী কোর্সে ২১৭৫ জনকে অর্থাৎ সর্বমোট ২৩০২জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
(২) ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট মাদারীপুর শাখার স্থাপনাদি নির্মাণ কাজের ৬৫% সম্পন্ন করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০১০-২০২২):
(১) ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটে ২০০৯ হতে জুন'২০২২ পর্যন্ত প্রী-সী কোর্সে ১৭৭২ জন এবং পোষ্ট-সী কোর্সে ২২,৯৪৬ জন সর্বমোট ২৪,৭১৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরী ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, মাদারীপুর শাখা চালু করা হয়েছে।

(২)	২০০৯ হতে জুন'২০**২২ পর্যন্ত প্রশিক্ষণের বিবরণ:**	**সংখ্যা**	**আনুমানিক মূল্য**	**বছর**
	➢এড্ভান্স ফায়ার ফাইটিং কোর্স । ➢সিকিউরিটি এ্যায়ারনেস ট্রেনিং (সেট)কোর্স। ➢ডেজিগন্যাটেড সিকিউরিটি ডিউটিস (ডিএসডি) কোর্স। ➢শীপ সিকিউরিটি অফিসার (এসএসও)কোর্স। ➢শিপ্স ক্যাটারিং (শিপ্স কুক) কোর্স । ➢শিপ্স ক্যাটারিং (মেসম্যান) কোর্স।	৬৩৩৭জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান	--	২০০৯ হতে ২০১৩ পর্যন্ত
	➢এডভান্স ট্রেনিং ফর কেমিক্যাল টেংকার কার্গো অপারেশন সার্টিফিকেট ➢এডভান্স ট্রেনিং ফর অয়েল টেংকার কার্গো অপারেশন সার্টিফিকেট। ➢ট্রেনিং ফর ব্রিজ রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সার্টিফিকেট। ➢ইঞ্জিন রুম রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সার্টিফিকেট। ➢হাই ভোল্টেজ সেফটি ট্রেনিং সার্টিফিকেট। ➢ট্রেনিং ফর লিডারশীপ এন্ড টিম ওয়ার্ক সার্টিফিকেট। ➢ট্রেনিং ফর মেডিক্যাল কেয়ার অন বোর্ড সার্টিফিকেট। ➢হাই ভোল্টেজ সেফটি ট্রেনিং (অপারেশনাল লেভেল) সার্টিফিকেট। ➢ইঞ্জিন রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এন্ড লিডারশীপ এন্ড টীম ওয়ার্ক (অপারেশন লেভেল) সার্টিফিকেট। ➢ব্রীজ রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এন্ড লিডারশীপ এন্ড টীমওয়ার্ক (অপারেশন লেভেল) সার্টিফিকেট। ➢কোর্স মডিউল ফর প্রফিয়েন্সী ইন মেডিক্যাল ফাষ্ট এইড সার্টিফিকেট।	১৮৩৮১জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান	--	২০১৪ হতে জুন'২০২২ পর্যন্ত
	মোটঃ	২৪,৭১৮জন		
(৩)	**ক্রয় সংগ্রহ ও নির্মাণ কার্যক্রম ও প্রকল্পসমূহঃ**			
	➢ওয়েব সাইট নির্মান এবং আপডেট করা	০১টি	২লক্ষ টাকা	২০০৯
	➢কম্পিউটার ক্রয়	০২টি	১ লক্ষ	২০১০
	➢কম্পিউটার ক্রয়	০৩টি	১.৫লক্ষ	২০১১
	➢কম্পিউটার ক্রয়	০২টি	১লক্ষ	২০১২
	➢ক্যাম্পাসে সু-দৃশ্য এ্যাংকর ডিসপ্লে	০১টি	৩ লক্ষ	২০১৩
	➢ল্যাবটপ কম্পিউটার ক্রয়	০৮টি	৬ লক্ষ	২০১৪
	➢বাস ক্রয়	০১টি	৩৮ লক্ষ	২০১৫
	➢মাইক্রোবাস ক্রয়	০১টি	৩৯ লক্ষ	২০১৫
	➢ প্রবেশ গেট নির্মাণ	০১টি	১০ লক্ষ	২০১৫
	➢ শহীদ মিনার নির্মাণ	০১টি	৫ লক্ষ	২০১৫
	➢এডভান্স ফায়ার ফাইটিং ব্লক নির্মাণ	০১টি	২৫ লক্ষ	২০১৫
	➢ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, মাদারীপুর শাখার ভূমি অধিগ্রহণ	৫একর	৯ লক্ষ	২০১৫
	➢ প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয়	০২টি	৯ লক্ষ	২০১৫

(২)	২০০৯ হতে জুন'২০২২ **পর্যন্ত প্রশিক্ষণের বিবরণ:**	**সংখ্যা**	**আনুমানিক মূল্য**	**বছর**
	(অয়েলী ওয়ার্টার সেপারেটর, ওয়ার্টার পিউরিফায়ার)			

	➢ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, চট্রগ্রামে প্রী-সী প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তি প্রক্রিয়া অনলাইনে (ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস) সম্পন্ন করা হচ্ছে।	০১টি	১ লক্ষ	২০১৫
	➢কর্মচারীদের হাজিরা ডিজিটাল ফিংগার প্রিন্টের মাধ্যমে নেয়া হচ্ছে।	০১টি	১লক্ষ	২০১৫
	➢সেলুটিং ডায়াস এবং ফ্ল্যাগ মাস্ট নির্মাণ	০১টি	৫ লক্ষ	২০১৬
	➢ প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ৬তলা বিশিষ্ট হোষ্টেল ভবন নির্মাণ	০১টি	১০ কোটি	২০১৬
	➢ ১০০০ কেজি ৬-স্টপ বিশিষ্ট লিফ্ট স্থাপন	১টি	৩৮.৬০লক্ষ	২০১৭
	➢ সোলার প্যানেল সিস্টেম স্থাপন	১টি	৯.১৮লক্ষ	২০১৭
	➢ ১০০ কেভিএ সাব-ষ্টেশন স্থাপন	১টি	৩০.১২ লক্ষ	২০১৭
	➢ সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প মটর স্থাপন (২টি মোটরসহ)	১টি	৫ লক্ষ	২০১৭
	➢ প্যারেড গ্রাউন্ড ও রাস্তা উচুঁ করণ	থোক	৬৬ লক্ষ	২০১৭
	➢ গাড়ির গ্যারেজ নির্মাণ	১টি	২২ লক্ষ	২০১৭
	➢ পাম্প হাউজ নির্মাণ	১টি	৫.৫০ লক্ষ	২০১৭
	➢ ভ্যান গাড়ি ক্রয়	১টি	৪০ লক্ষ	২০১৭
	➢ আবাসিক ভবন সংস্কার	২টি	৫০ লক্ষ	২০১৮
	➢ এইচটি সুইচ গিয়ার পরিবর্তন	১টি	১০ লক্ষ	২০১৮
	➢ ট্রেনিং পুকুর পারে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	১টি	৩৩ লক্ষ	২০১৮
	➢ ট্রেনীজদের ক্রস কান্ট্রির জন্য রাস্তা নির্মাণ	১টি	২৫ লক্ষ	২০১৮
	➢ পুকুর পাড়ে ছাউনি নির্মাণ	১টি	২০ লক্ষ	২০১৮
	➢ প্রশাসনি ভবন সম্প্রসারণ	১টি	২১ লক্ষ	২০১৮
	➢ গার্ডরুম নির্মাণ	১টি	১৩ লক্ষ	২০১৮
	➢ দেওয়াল নির্মাণ	১টি	৭ লক্ষ	২০১৮
	➢ ট্রেনিং পুকুর পাড়ে বৈদ্যুতিক খুঁটি স্থাপন	১টি	১০ লক্ষ	২০১৮
	➢ কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন	১টি	৩৬.০৯ লক্ষ	২০১৯
	➢ দৃষ্টি নন্দন গার্ড রুম নির্মাণ	১টি	৩০.০০লক্ষ	২০১৯
	➢ দৃষ্টি নন্দন মসজিদ নির্মাণ	১টি	১৭০.০০লক্ষ	২০১৯
	➢ ফায়ার কন্ট্রোল ও ফায়ার ফাইটিং প্রিভেনশন প্লান নির্মাণ	১টি	১১৬.৭২লক্ষ	২০২০
	➢ এনএমআই এর প্রতিটি শ্রেণি কক্ষকে উন্নীত করণ	লট	১৫.১৮লক্ষ	২০২০
	➢সিমুলেটর ভবন নির্মাণ	১টি	৬৫৫.০০ লক্ষ	২০২১
	➢ ব্রীজ সিমুলেটর স্থাপন, GMDSS, ECDIS, BWMS, লিকুইড কার্গো, গ্যাস, SOLAS এবং MARPOL ইকুইপমেন্ট স্থাপন	লট	১৪৩৯.৭৫ লক্ষ	২০২১
	➢ High Voltage Simulator ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ	লট	৩৭৬.১১	২০২১
	➢ ইঞ্জিন সিমুলেটর ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ	লট	১৩১৯.৭৩ লক্ষ	২০২১

চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

(১) ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট মাদারীপুর শাখা স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করা।

(২) প্রী-সি ও পোষ্ট-সী কোর্সের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

(১) ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট কুড়িগ্রাম ও রাজশাহী শাখা স্থাপন করা;

(২) ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট কুড়িগ্রাম, রাজশাহী ও পটুয়াখালী শাখা স্থাপন করার লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা।

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (২০২১-২০২২):

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট একটি সেবামূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও মোট ২৯৬২.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে এবং ২৭০.৯৪ লক্ষ টাকা আয় করেছে।

চ্যালেঞ্জ:

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটে জনবল সংকট;

সম্ভাবনা (Prospects):

(১) ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত রেটিং(নাবিক)গণ দেশী-বিদেশী সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরী করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে;

(২) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নাবিকগণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে;

(৩) বেকার সমস্যা সমাধানে কার্যকর সহায়ক ভূমিকা পালন করবে;

(৪) দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

নব-নির্মিত ফায়ার ফাইটিং ট্রেনিং ব্লক।

নব-নির্মিত শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল কমপ্লেক্স।

নব-নির্মিত মসজিদ।

নব-নির্মিত গেট।

২০/১১/২০১৫ তারিখে ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, মাদারীপুর শাখা স্থাপনের লক্ষ্যে স্থানীয় জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে বন্দোবস্তকৃত ভূমির দলিল গ্রহণ ও হস্তান্তর।

০৩/০৯/২০১৯ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটের কম্পিউটার ল্যাব উদ্বোধন করেন।

০৩/০৯/২০১৯ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এনএমআই এ্যাপস উদ্বোধন করেন।

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটের প্রশিক্ষণ পুকুর।

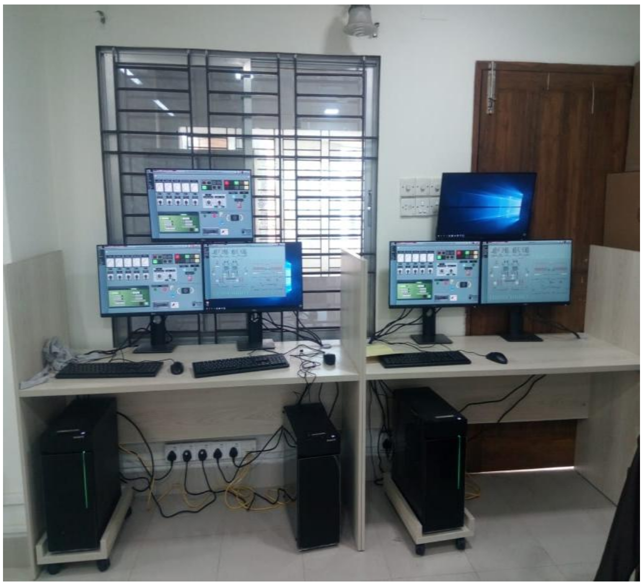

২০২১সালে স্থাপিত হাইভোল্টেজ সিমুলেটরের একাংশ।

২০২১সালে স্থাপিত ব্রীজ সিমুলেটরের একাংশ।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

www.nrcc.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন- ২০২১ ২০২২

পটভূমি:

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ৫ আগস্ট, ২০১৪ তারিখ হতে কার্যক্রম শুরু করেছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বর্তমানে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে **ড. মনজুর আহমেদ চৌধুরী** এবং সার্বক্ষণিক সদস্য হিসেবে কামরুন নাহার আহমেদ দায়িত্ব পালন করছেন।

ভিশন:

দখল ও দূষণমুক্ত স্বাভাবিক প্রবহমান নদী।

মিশন:

নদীর দখল ও দূষণরোধসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

প্রধান কার্যাবলি:

(ক) নদীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে সরকারকে সুপারিশ করা;

(খ) নদী অবৈধ দখলমুক্ত এবং পুন:দখল রোধ করার বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;

(গ) নদী এবং নদীর তীরে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সংক্রান্ত সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;

(ঘ) নদীর পানি দূষণমুক্ত রাখার বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;

(ঙ) বিলুপ্ত বা মৃত প্রায় নদী খননের বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;

(চ) নদী সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার উন্নয়ণকরণে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;

(ছ) নদী উন্নয়ণ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের নিকট যেকোন সুপারিশ করা;

(জ) নদীর পরিবেশগত ভারসাম্য ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;

(ঝ) নদী রক্ষাকল্পে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ প্রদান করা;

(ঞ) নদী রক্ষার্থে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা;

(ট) নিয়মিত পরিদর্শন এবং নদী রক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণক্রমে সুপারিশ প্রদান করা;

(ঠ) নদী রক্ষা সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান বিভিন্ন আইন ও নীতিমালার ব্যবহারিক প্রয়োগ পর্যালোচনাক্রমে ও প্রয়োজনবোধে উক্ত আইন ও নীতিমালা সংশোধনের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা; এবং

(ড) দেশের খাল, জলাশয় এবং সমুদ্র -উপকূল দখল ও দূষণমুক্ত রাখিবার বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ করা।

জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো:

ক্যাটাগরী	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্য	মন্তব্য
১ম শ্রেনি	১৮	১৩	৫	কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো সংযুক্ত করা হলো
২য় শ্রেনি	১	১	-	
৩য় শ্রেনি	১৩	১১	২	
৪র্থ শ্রেনি(আউটসোর্সিং)	১৬	১৪	২	

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড:

- কমিশনের তত্ত্বাবধানে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সারা দেশে ৫৭৮৬২ জন অবৈধ দখলদার চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ১৩৫৬৪ জন উচ্ছেদ করা হয়েছে। অবশিষ্ট অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নিম্নে বিভাগ ভিত্তিক অবৈধ দখলদার ও উচ্ছেদের তালিকা দেয়া হলো-

বিভাগ	অবৈধ দখলদার	উচ্ছেদ	উচ্ছেদের হার
ঢাকা	১০৪৬১	২৫৬৩	২৪.৫০%
চট্টগ্রাম	১৮৬৬৫	১৩২৯	৭.১২%
খুলনা	১২৬৪০	৫৩০৩	৪১.৯৫%
সিলেট	১৯৮৩	৬০২	৩০.৩৬%
রাজশাহী	২৭৬৫	৫৬	২.০৩%
রংপুর	২৭৫৫	৮১৩	২৯.৫১%
বরিশাল	৪৬৮৮	১০৭০	২২.৮২%
ময়মনসিংহ	৩৯০৫	১৮২৮	৪৬.৮১%
মোট=	৫৭৮৬২	১৩৫৬৪	২৩.৪৪%

- জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও জেলা প্রশাসক, চাঁদপুরের সমন্বয়ে চাঁদপুর জেলার অন্তর্গত মতলব উত্তর উপজেলার ষাটনল থেকে হাইমচর উপজেলার চরভৈরবি পর্যন্ত পদ্মা ও মেঘনা নদীর সংযোগস্থলে বালু উত্তোলন বন্ধ করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের ৪৮ নদী সমীক্ষা প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধু ও নদীমাতৃক বাংলাদেশ’-এর উপর গত ২৬/৯/২০২১ তারিখে ১টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।
- দূষণে বিপর্যস্ত ঢাকার নদ-নদী: সমস্যা ও সমাধান বিষয়ক ১টি সেমিনার গত ১৯/৬/২০২২ সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০১৪-২০২২):

- জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সারাদেশের নদ-নদীর অবৈধ দখলদারদের চিহ্নিত করে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। অদ্যাবধি ৫৭৮৬২ অবৈধ দখলদার হতে ১৩৫৬৪ অবৈধ দখলাদারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। উচ্ছেদের হার ২৩.৪৪%।
- জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭, ২০১৮ এবং ২০১৯ প্রকাশ করা হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- সারাদেশের নদ-নদীর অবৈধ দখল, দূষণ সম্পর্কিত তথ্য/অভিযোগ/পরামর্শ প্রদানের জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কার্যালয়ে হটলাইন (১৬১২৪) চালু করা হয়েছে।
- সারাদেশের নদ-নদীর দূষণকারীদের তালিকা পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গিয়েছে ও সকল জেলা প্রশাসন হতে দূষণকারীদের তালিকা সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে।

চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

- জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের আওতাধীন ১টি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির নাম- নদী দূষণ, অবৈধ দখলদারিত্ব এবং অন্যান্য দূষণ থেকে ৪৮ নদী রক্ষা ও নদীর তথ্য ভান্ডার তৈরি ও গবেষণা প্রকল্প (১ম পর্ব)। উক্ত প্রকল্পের অগ্রগতি জুলাই ২০২১ পর্যন্ত ৭১%।
- আগামী ২০২৩ সালের ১৭ মার্চ এর মধ্যে ঢাকার চারপাশের নদ-নদীর দূষণরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ৯ মাস মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

সংস্থার উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

- ঢাকার চারপাশের নদ-নদী দূষণরোধে খালসমূহে STP সংস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।
- নদ-নদী ও খালের দূষণরোধে স্কাউটস ও গার্ল গাইডের মাধ্যমে জনসচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে আরো গতিশীল ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বিভাগীয় অফিস চালুকরণের জন্য “জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন শক্তিশালীকরণ” শিরোনামে ১টি প্রকল্পের DPP অনুমোদনের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক DPP সংশোধন ও ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি প্রকিয়াধীন আছে।
- নদীর তথ্য ভান্ডার সৃষ্টির লক্ষ্য “নদী দূষণ, অবৈধ দখলদারিত্ব এবং অন্যান্য দূষণ থেকে ৫০ নদী রক্ষা ও নদীর তথ্য ভান্ডার তৈরি ও গবেষণা প্রকল্প (২য় পর্ব)”-এর DPP প্রণয়নের কাজ চলমান।
- নদ-নদী রক্ষার জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করা।
- জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন
- দেশের সকল নদ-নদীর তথ্যভান্ডার সৃজন

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (২০২১-২০২২):

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট, সংশোধিত বরাদ্দ, উত্তোলনকৃত অর্থ, ব্যয়, অবশিষ্ট অর্থের তথ্যাবলি:

অর্থ বছর	বাজেট(মূল বরাদ্দ)	সংশোধিত বরাদ্দ	উত্তোলনকৃত অর্থ	ব্যয়	অবশিষ্ট	বাস্তবায়ন পরিস্থিতি
২০২১-২০২২	৬৮,৯০০,০০০	৬৮,৯০০,০০০	৬৮,৯০০,০০০	৫৪,২৮৬,৭৭৭	১,৪৬,১৩,২২৩	৭৯%

চ্যালেঞ্জ:

- **সারাদেশের ৭০০ (কম-বেশি) নদী, খাল-বিল, জলাশয়, জলাধার হাওর, বাওড়, প্রভৃতি অবৈধ দখল ও দূষণমুক্ত রাখতে সফলভাবে সকল কাজ সম্পন্ন করা।**
- **দেশের নদ-নদীর আইনগত অভিভাবক হিসেবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে সকল নদ-নদীর রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখভাল করতে হবে।**
- **নদীর তীরভূমি, পানি, পানির ব্যবহার, নৌপথ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন, বিধি নীতিমালা ইত্যাদির সঙ্গে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইনের অধিক্ষেত্রে এবং প্রয়োগিক বিষয়ে আইনগত সাংঘর্ষিক অবস্থা বিদ্যমান।**
- **বাংলাদেশের নদ/নদীর সংখ্যা সম্পর্কে নির্ভরশীল তথ্য ভান্ডারও গড়ে ওঠেনি।**

- নদ-নদীর দিয়ারা জরীপ সম্পন্ন করা এবং সমন্বিত প্রযুক্তি RS, GIS, GPS, Real Time Database Time series/Historical & Geo-Technical সমীক্ষা করে সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং উচ্ছেদ ও উদ্ধার এক বিশাল চ্যালেঞ্জ।
- জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইনের অধীনে নদীর অবৈধ দখল ও পুনর্দখল রোধ, নদ-নদীর তীরে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, নদীর পানি ও পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখা, শিল্প কারখানা কর্তৃক সৃষ্ট দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও নানাবিধ অনিয়ম রোধ এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধারে অনেক বন্ধুর পথ পেরুতে হবে।
- জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের অফিস স্থাপন, বাজেট বরাদ্দ/প্রশাসনিক কাঠামো অনুমোদন, যানবাহন এবং পর্যাপ্ত কারিগরি জনবল সংগ্রহ করা ইত্যাদি প্রারম্ভিক কার্যাদি অবিলম্বে সুসম্পন্ন করা। তাহার বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন করাও প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারের সাহায্য-সহযোগিতাও জরুরি। কোনরূপ বিলম্ব ও অহেতুক বাধাবিপত্তি ব্যতিরেকেই অধিক দায়িত্বশীলতার সঙ্গে এ কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে হবে।

সম্ভাবনা (Prospects):

- দেশের সকল নদ-নদীর অবৈধ দখল, দূষণমুক্ত ও নাব্যতা যথাযথভাবে রক্ষা করতে পারলে দেশের কৃষি, মৎস্য এবং সর্বোপরি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জোরালো ভূমিকা রাখবে;
- নদী রক্ষা সম্পর্কিত কার্যক্রমের ফলে দেশের সকল নদ-নদীর রক্ষায় আপামর জনসাধারণের মাঝে জনসচেতনতা সৃষ্টি হবে;
- দেশের সকল নদ-নদীর তথ্যভান্ডার সৃজন

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের কার্যাবলি সংক্রান্ত সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ ২টি ছবির ক্যাপশন সহ দেয়া হলো।

ক্রম	বর্ণনা	ছবি
১	“দূষণে বিপর্যস্ত ঢাকার নদ-নদী: সমস্যা ও সমাধান” শীর্ষক মতবিনিময় সভায় মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী	
২	চাঁদপুর জেলায় পদ্মা-মেঘনা নদী অংশে অপরিকল্পিতভাবে বালু উত্তোলন বন্ধে কমিশন চেয়ারম্যান কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন	

৩	কল্যাণপুর খাল ও তুরাগ নদীর সংযোগস্থল কমিশন চেয়ারম্যান কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন	

নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর

www.dsw.portal.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন- ২০২২ - ২০২২

পটভূমিঃ

১৯৩৬ সনে ILO এর ৪৮নং নাবিক কল্যাণ সংক্রান্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৃটিশ শাসনামলে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তরের সৃষ্টি হয়। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী জনগোষ্ঠীর কল্যাণের লক্ষ্যে ১ অক্টোবর, ১৯৭১ সনে "ডাইরেক্টরেট অব সীম্যান্স ওয়েলফেয়ার, প্রোটেক্টর অব ইমিগ্রান্টস এবং ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট ব্যুরো" এই তিনটি দপ্তরকে একত্রিত করে "নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর" গঠন করা হয়। সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিকদের কল্যাণকল্পে তথা আন্তর্জাতিক নৌ অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার প্রয়াসে ১৯৮৯ সনে পরিদপ্তরটিকে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় হতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়াধীন করা হয়। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আদেশে পরিদপ্তরটিকে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের আওতায় ন্যস্ত করা হয়। পরবর্তীতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিকদের সামাজিক নিরাপত্তা ও সেবার মান উন্নয়নে আরও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে একটি পৃথক রেগুলেটরী সংস্থা হিসাবে ২০১৯ সনে পরিদপ্তরটিকে সরাসরি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়াধীন করা হয়।

ভিশন (Vision): সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিকদের কল্যাণ ও মঙ্গল সাধন।

অভিলক্ষ্য (Mission): জাহাজে ও তীরে নাবিকদের সুযোগ সুবিধাবৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ।

প্রধান কার্যাবলী (Functions):

- নাবিকদের সাময়িক আবাসন, বিনোদন, চিকিৎসা ও যাতায়াত সুবিধা প্রদান;
- নাবিক কল্যাণ তহবিল হতে দুঃস্থ ও অসুস্থ নাবিকদের চিকিৎসায় আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- সীম্যান্স এডুকেশন ট্রাস্ট ফান্ড এর আওতায় নাবিক সন্তানদের এককালীন শিক্ষা অনুদান/বৃত্তি প্রদান;
- লেভী তহবিল বিধিমালা অনুযায়ী বন্দরে আগত জাহাজ হতে লেভী সংগ্রহ;
- নাবিকদের কর্মপরিবেশ উন্নয়নে নাবিক রিক্রুটিং এজেন্টসমূহের কার্যক্রম তদারকি করা;
- নাবিকদের সামাজিক নিরাপত্তা, বকেয়া বেতন, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- অভিযোগ প্রাপ্তি সাপেক্ষে জাহাজ পরিদর্শন এবং জাহাজে কর্মরত নাবিকের পরিবারকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান।

জনবলঃ

১৯৮৩ সনে সাংগঠনিক পুনঃবিন্যাস সংক্রান্ত কমিটি (এনাম কমিটি) এর সুপারিশ ও পুনঃবিন্যাসিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ৪(চার) জন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা (পরিচালক ১জন, উপপরিচালক ১জন,

সহকারী পরিচালক ২জন, ১৬ জন ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী, ২২ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী সহকারে সর্বমোট ৪২ (বিয়াল্লিশ) জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সমন্বয়ে নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর নাবিকদের যাবতীয় কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সাংগঠনিক কাঠামোঃ

নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
অর্গানোগ্রাম

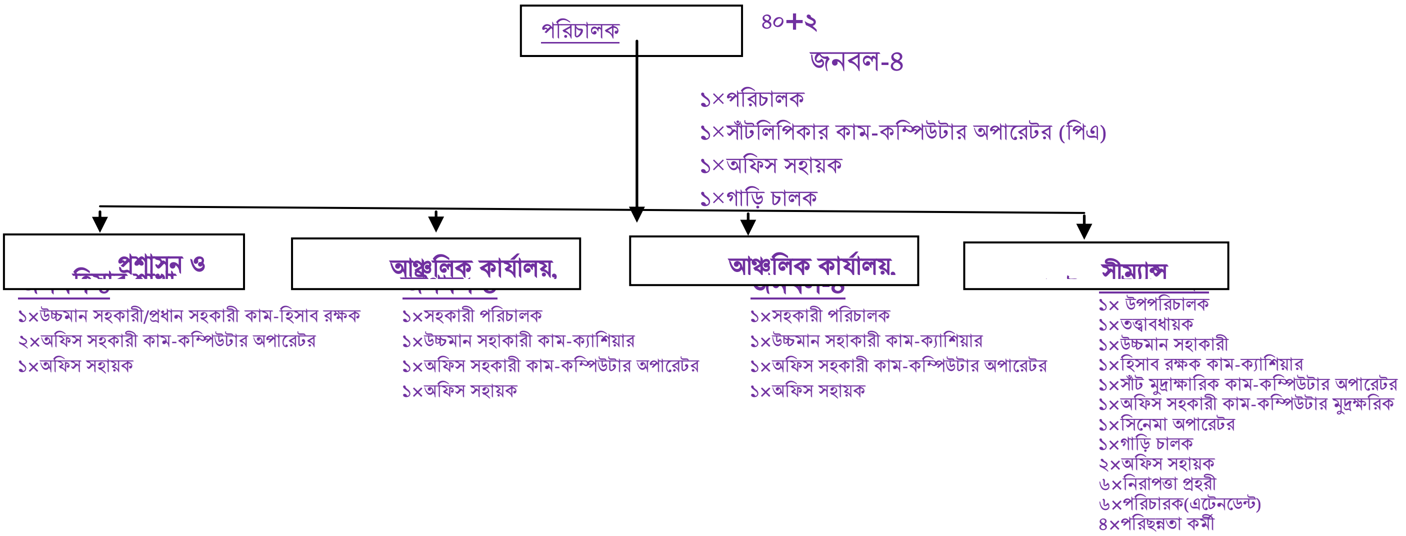

জনবলের সারসংক্ষেপ

ক্র/নং	পদের নাম	অনুমোদিত	প্রকৃত	সংশোধিত
	১ম-শ্রেণী			
১.	পরিচালক	১	১	১
২.	উপপরিচালক	১	১	১
৩.	সহকারী পরিচালক	২	১	২
	১ম শ্রেণী মোট	৪	৩	৪
	৩য়-শ্রেণী মোট	১৬	১৪	১৪+২
	৪র্থ-শ্রেণী মোট	২২	২৩	২২
	সর্বমোট=	৪২	৪০	৪০+২

নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর এর উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডঃ

নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর বৈদেশীক মুদ্রা অর্জনকারী নাবিকদের কল্যাণে নিয়োজিত একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। নাবিক, ক্যাডেট ও নৌ-কর্মকর্তাদের সাময়িক আবাসন সুবিধা, বিনোদন সুবিধা, ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা, নাবিক সন্তানদেরকে বাৎসরিক শিক্ষা বৃত্তি প্রদান ও দুঃস্থ অসুস্থ, অবসরপ্রাপ্ত নাবিকদেরকে এবং মৃত নাবিক এর পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান। নাবিকদের ফ্রি-ট্রান্সপোর্ট সুবিধা প্রদান এবং নাবিকদের চাকরির শর্ত রক্ষা ও স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন

/নং	কার্যক্রম	সর্বমোট সাফল্য
	নাবিক ও নৌ কর্মকর্তাদের সাময়িক আবাসন সুবিধা প্রদান।	১০৪১৪

১		জন
২	নাবিক ও নৌ কর্মকর্তাদের বিনোদন মূলক সুবিধা প্রদান ।	৮৫০৭ জন
৩	নাবিক ও নৌ কর্মকরার্তাদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান ।	৫৪৪১ জন
৪	নাবিক সন্তানদের শিক্ষা অনুদান প্রদান।	৬৬ জন টাঃ ৫,৮৯,০০০/-
৫	দুঃস্থ ও অসুস্থ নাবিকদের চিকিৎসা/সাহায্য আর্থিক সহায়তা প্রদান।	২৭ জন টাঃ ১৯,৬৫,০০০/-
৬	নাবিক ও নৌ কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক কাজে ফ্রি ট্রান্সপোর্ট সুবিধা প্রদান।	১৩২৪ জন
৭	চট্রগ্রাম বন্দরে আগত বিদেশী নাবিকদেরকে ফ্রি ট্রান্সপোর্ট সুবিধা ও অন্যান্য কল্যাণ মূলক সুবিধা প্রদান।	২৬৮ জন

দুঃস্থ-অসুস্থ নাবিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদানকল্পে নাবিক কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কমিটির সভার চিত্র

চট্টগ্রাম বন্দরে আগত বিদেশী নাবিকদের ফ্রি ট্রান্সপোট সুবিধা প্রদান

সীম্যান্স হোস্টেল ডিসপেন্সসারীতে নাবিকদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান

সীম্যান্স হোস্টেলে নাবিকদের বিনোদন সুবিধা প্রদানের চিত্র

১৭ ই মার্চ জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারীগণের চিত্র

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে অসুস্থ ও দুস্থ নাবিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের চিত্র

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২১ উদযাপন	মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে উপস্থিতির একাংশ চিত্র	জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০০৯-১০ হতে ২০২১-২২ অর্থ বছর পর্যন্ত)

নং	কার্যক্রমের বিবরণ	অর্জন												
		০০৯-১০	০১০-১১	০১১-১২	০১২-১৩	০১৩-১৪	০১৪-১৫	০১৫-১৬	০১৬-১৭	০১৭-১৮	০১৮-১৯	০১৯-২০	০২০-২১	০২১-২২
।	নাবিক ও নৌকর্মকর্তাদের সাময়িক আবাসন সুবিধা প্রদান	৭৪৪৮ জন	৩৩৮১ জন	৫০৭২ জন	২৫৬৮ জন	৫৭৬৩ জন	৫০৫২ জন	০৪২৩ জন	৬৭২৭ জন	৫৪৫ জন	৭৭৮ জন	১৮৩৩ জন	১১৫০ জন	০৪১৪ জন
।	নাবিক ও নৌ কর্মকর্তাদের বিনোদন সুবিধা প্রদান	৭৪৪৮ জন	৩৩৮১ জন	৫০৭২ জন	২৫৬৮ জন	৫৭৬৩ জন	৫০৫২ জন	০৪২৩ জন	৬৭২৭ জন	৫৪৫ জন	২৫৮ জন	৩৪২ জন	০৬১ জন	৫০৭ জন
।	সীম্যান্স হোস্টেল ডিসপেনসারীতে নাবিক ও নৌকর্মকর্তাদের চিকিৎসা সুবিধা	৫১৮ জন	৩২৩ জন	১৯৯ জন	৮৩৮ জন	৪৪৮ জন	৯৫৫ জন	২৯৮ জন	৫৮৩ জন	২৯৭ জন	১৮১ জন	৫৪৭ জন	০৮৫ জন	৪৪১ জন
।	নাবিক সন্তানদের শিক্ষা অনুদান প্রদান	৪ জন	৭ জন	৮ জন	৮ জন	৮ জন	৮ জন	২ জন	৭ জন	৩ জন	-	৫ জন	০ জন	৬ জন
।	দুঃস্থ, অসুস্থ, অক্ষম ও মৃত নাবিকদের চিকিৎসাজনিত আর্থিক সহায়তা	১ জন	৪ জন	৩ জন	১ জন	০ জন	-	৬ জন	০ জন	৫ জন	৯ জন	০ জন	২ জন	৭ জন
।	নাবিক ও নৌকর্মকর্তাদের ফ্রি ট্রান্সপোর্ট সুবিধা প্রদান	-	-	-	-	-	-	৪২ জন	৬১ জন	৫৪ জন	৮২ জন	৮৪ জন	৬০ জন	৩২৪ জন
।	বন্দরে আগত বিদেশী নাবিকদের ফ্রি ট্রান্সপোর্ট সুবিধা	-	০৬ জন	৯৮ জন	১০ জন	২৫ জন	০৮ জন	০৩ জন	০৭ জন	৫৫ জন	৭৬ জন	৯৮ জন	১৬ জন	৬৮ জন

চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ-

নাবিকদের সাময়িক আবাসন, বিনোদন ও অন্যান্য কল্যাণ মূলক কার্যক্রমে চিহ্নিত সমস্যা উত্তরণের লক্ষে মন্ত্রণালয়ের ২৫-১১-২০২০খ্রিঃ তারিখের অভ্যন্তরীন যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সীম্যান্স হোস্টেল চৌহদ্দির পূর্বাংশের খালি জায়গায় ইন্টারন্যাশনাল সীফ্যারার্স ড্রপ-ইন সেন্টার ও সীম্যান্স হোস্টেল এর সমন্বয়ে ৬ (ছয়) তলা ভীত বিশিষ্ট ৪(চার) তলা সীম্যান্স হোস্টেল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনাঃ-

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনীতিতে অনবদ্য ভূমিকা রেখে চলা নাবিকদের কল্যাণ সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে সীম্যান্স হোস্টেল চৌহদ্দির পূর্বাংশের খালি জায়গায় ইন্টারণ্যাশনাল সীফ্যারার্স ড্রপ-ইন সেন্টার ও সীম্যান্স হোস্টেল এর সমন্বয়ে ৬(ছয়) তলা ভীত বিশিষ্ট ৪(চার) তলা সীম্যান্স হোস্টেল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা। এতদউদ্দেশ্যে নতুন সীম্যান্স হোস্টেল ভবনের স্থাপত্য নকশা স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত

হয়েছে এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি প্রনয়ণের কার্যক্রম চলমান আছে। সীম্যান্স হোস্টেলে নাবিকদের অবস্থান কার্যক্রম অনলাইন করণের কর্মপরিকল্পনা রয়েছে।

স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রস্তাবিত সীম্যান্স হোস্টেল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের স্থাপত্য চিত্র

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (২০২১-২০২২): **(অংকসমূহ হাজার টাকায়)**

ক্র নং	অর্থ বছর	বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত আয়
১।	২০২১-২০২২	২,১৬,৩১	১,৭৬,৪১	২৩,০০	২২,৯৪

চ্যালেঞ্জসমূহঃ-

সীম্যান্স হোস্টেলের মাধ্যমে নাবিকদের সাময়িক আবাসন, বিনোদন ও অন্যান্য কল্যাণ মূলক সুবিধা প্রদান করা। উক্ত সীম্যান্স হোস্টেল ভবনটি অত্যন্ত পুরানো ও জরাজীর্ণ হওয়ায় গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ইতিমধ্যে হোস্টেলটি বসবাসের অনুপযোগি ঘোষনা করা হয়েছে এবং তদপ্রেক্ষিতে পার্শ্ববর্তী ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটের শেখ কামাল কমপ্লেক্স এর ৪টি কক্ষে ৩০(ত্রিশ) জনের আবাসন সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় নাবিকদের কল্যাণ কার্যক্রমের উন্নয়নকল্পে নতুন সীম্যান্স হোস্টেল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ অনস্বীকার্য। নতুন সীম্যান্স হোস্টেল নির্মাণের ডিপিপি অনুমোদন, বাজেট বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন এ পরিদপ্তরের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। অধিকন্ত কার্যকর ভাবে নাবিক কল্যাণ কার্যক্রম সম্পাদন কল্পে আইন/বিধির আওতায় পরিদপ্তরটিকে যথাযথ ক্ষমতায়ন প্রয়োজন।

সম্ভাবনা (Prospects):

প্রস্তাবিত ৬-তলা ভীত বিশিষ্ট ৪-তলা সীম্যান্স হোস্টেল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের মাধ্যমে সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিকদের উন্নতমানের আবাসন, বিনোদন ও অন্যান্য কল্যাণ মূলক সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। নতুন সীম্যান্স হোস্টেল কমপ্লেক্স ভবনটি নির্মিত হলে নারী নাবিকসহ সকল শ্রেণীর নাবিকদের সাময়িক আবাসন, বিনোদন ও অন্যান্য কল্যাণ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারি রাজস্ব সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। আন্তর্জাতিক নৌ-অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।